পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 289 Wednesday, 18 September, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ২৮৯ সংখ্যা ✻ ১ আশ্বিন ১৪৩১, বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

প্রতি বছরের মতো এ বছরেও 'দুরন্ত প্রকাশন'-এর অফিসে পালিত হল বিশ্বকর্মা পুজো। অফিসের সকল কর্মী এবং প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা পুজোয় অংশগ্রহণ করে জমজমাট এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করেন।

'নির্যাতিতার বাবার চিঠিতে যা রয়েছে, মোড় ঘোরাবে তদন্তের'

সিবিআই-কে সেই চিঠি পড়ে বড় পদক্ষেপের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডে দ্রুত বিচারের দাবিতে পথে নেমেছিলেন কলকাতার মানুষ। মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অসন্তোষ এতটাই তীব্র যে জুনিয়র ডাক্তার থেকে শুরু করে বড় অংশের মানুষ এ ব্যাপারে যেন অপেক্ষা করতে চান না। খুব স্বাভাবিক কারণেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেন তাঁরা। কিন্তু মঙ্গলবার আরজি কর মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়ে দিলেন, সিবিআইকে সময় বেঁধে তদন্ত শেষ করতে বলা ঠিক হবে না। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে এদিন সিবিআই আরজি কর তদন্তে দ্বিতীয় স্ট্যাটাস রিপোর্ট পেশ করেছে। তা পড়ে দেখেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্র। তার পর প্রধান বিচারপতি বলেন, ''আমরা স্ট্যাটাস রিপোর্ট পড়ে দেখেছি। সিবিআই তদন্ত নিয়ে ঘুমিয়ে নেই। তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে বা সময় বেঁধে তদন্ত শেষ করতে বললে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সুতরাং সিবিআইকেও তদন্তের জন্য সময় দিতে হবে।'' এদিন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, সিবিআই রিপোর্টে যা দিয়েছে, তা খুবই উদ্বেগের। রিপোর্ট পড়ে তারা বিচলিত বলেও জানান প্রধান বিচারপতি। বিচারপতি জানান, ''কলকাতা পুলিশের সিবিআইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। রিপোর্ট বলছে একটি ক্যামেরার ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশকে কেন ফুটেজ দিতে বলা হচ্ছে না? আপনারা কি ব্লকার ডিভাইস ব্যবহার করেছেন? অকুস্থলের আশেপাশের ফুটেজ কি সিবিআইকে দেওয়া হয়েছে?'' মঙ্গলবার বিচারপতি বলেন, ''গত ১২ তারখ সিবিআইকে চিঠি দেয় নির্যাতিতার বাবা। তদন্ত নিয়ে নির্যাতিতার বাবার অনেক প্রশ্ন আছে। বাবার চিঠিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্লু আছে। বাবার গোপন চিঠি প্রকাশ করবো না।'' আজ সিবিআইকে নতুন করে ২৫ নভেম্বরের পর সিবিআইকে পুনরায় স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে সিবিআই নিজেদের স্টেটাস রিপোর্টে

জানিয়েছে যে কলকাতা পুলিশ নাকি মাত্র ২৭ মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজ দিয়েছে। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল জানান, ২৭ মিনিটের সিসিটিভি দেওয়ার দাবি ঠিক নয়। ৭-৮ ঘণ্টার ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। এদিকে পালটা আদালতের প্রশ্ন, কখন ফুটেজ এবং ডিভিআর দেওয়া হয়েছে? সুপ্রিম কোর্ট উইকিপিডিয়াকে পূর্ববর্তী নির্দেশ মেনে চলার এবং তার প্ল্যাটফর্ম থেকে নির্যাতিতার পরিচয় সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, ''নির্যাতিতার মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।'' এদিন শুনানি চলার সময়ে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবল জানান, রাজ্যে সম্প্রতি যে সুরক্ষা নীতি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে আরজি কর কাণ্ডের পরে, তাতে প্রথমত মহিলাদের ডিউটি আওয়ার বেঁধে দেওয়া হয়েছে, ১২ ঘণ্টায়। তার পাশাপাশি, মহিলাদের নাইট ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সিবলের এই কথার পরেই প্রধান বিচারপতি বলেন, ''মেয়েরা রাতে কাজ করবে না, একথা কী করে বলছেন? তারা তো কোনও অতিরিক্ত সুবিধা চায়নি এ বিষয়ে। তারা পুরুষদের মতোই একই শিফ্‌টে কাজ করতে প্রস্তুত। সিব্বল, আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে, প্রশ্নটা তাদের সুরক্ষা নিয়ে। ডিউটি আওয়ার নিয়ে নয়।'' এখানেই শেষ নয়, বিচারপতি আরও বলেন, ''সুরক্ষাবিধি নিয়ে এই বিজ্ঞপ্তিটি রাজ্য সরকারের সংশোধন করা উচিত। সরকারের দায়িত্ব নিরাপত্তা দেওয়া। রাজ্য কখনওই বলতে পারে না, মহিলা ডাক্তাররা রাতে কাজ করবে না। পাইলট থেকে সেনা- সব জায়গায় রাতে কাজ করছে মেয়েরা।'' সিব্বল এর পরে আরও বলেন, ''রাতে কাজ করতে বারণ করা হয়েছিল কারণ এই মুহূর্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। আমরা নিরাপত্তা বাড়াচ্ছি। তার পর মহিলা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা রাতেও কাজ করতে পারবেন। সরকার এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।'' প্রধান বিচারপতি তার পরে ফের বলেন, ''রাজ্য সরকারকে বলুন এখনই আগের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করতে। কারণ, মহিলারা এখন ইক্যুয়াল পার্টনার। তাঁদের পুরুষ চিকিৎসকদের মতোই পূর্ণ সময় কাজ করার অধিকার রয়েছে।'' কবে কাজে ফিরবেন চিকিৎসকরা, এদিনের শুনানিতে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল। উত্তরে জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং জানিয়ে দেন, আজ বা কালকের মধ্যে জিবি বৈঠক করে চিকিৎসকরা কর্মবিরতি তোলা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। আরও বলা হয়, কাজে না ফেরার জন্য নিরাপত্তাহীনতাই মূল কারণ। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারলে কাজে ফিরতে কোনও সমস্যা নেই তাঁদের। কর্মবিরতি নিয়ে বিচারপতি চন্দ্রচূড়ও আলাদা করে জানতে চান, ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন, ''কাজে ফেরা নিয়ে আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল, আমরা তার বদল করছি না। এবার ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিন, সেই নির্দেশ কীভাবে মানবেন।'' এই শুনানিতেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানান এক আইনজীবী। এই আর্জি শুনে তাঁকে কার্যত ধমক দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতি ওই আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করে স্পষ্ট করে বলেন, ''এটা কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ না যে এমন নির্দেশ দেব। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া আমাদের কাজ নয়। আপনি যদি চান এমন নির্দেশ দেবে আদালত, তাহলে সেটা হতে পারে না। আপনাকে বের করে দিতে বাধ্য হব।'' প্রধান বিচারপতির সাফ কথা, আদালত ডাক্তারদের বিষয় নিয়ে চিন্তিত।

বিনীত গোয়েলকে সরিয়ে মনোজ ভার্মাকে নতুন কমিশনার করলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে বিনীত গোয়েলকে সরানোর ব্যাপারে সোমবার রাজি হয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকের পর তা তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণাও করে দেন। মঙ্গলবার দুপুরের মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে বিনীত গোয়েলকে সরিয়ে সেই পদে বসানো হল সিনিয়র আইপিএস অফিসার মনোজ ভার্মাকে। জুনিয়র ডাক্তারদের চাপের মুখে পড়ে সরকার কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে বদল ঘটালেও মুখ্যমন্ত্রী এও স্পষ্ট করে কলকাতা পুলিশের ডিসি নর্থ পদে আনা হয়েছে, দীপক সরকারকে। তিনি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি-ইস্ট পদে ছিলেন। উল্লেখ্য, এদিন দুপুর ১টা ১৫ নাগাদ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতার বাড়িতে যান বিনীত গোয়েল। সূত্রের খবর, সাধারণত পুলিশ সার্ভিসের কোনও পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া যায় না। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিতে পদ থেকে সরানো অর্থাৎ অপসারণের পরই নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, বদলি সংক্রান্ত বিষয়েই আলোচনার জন্যই মমতার বাড়িতে দুপুরে যান বিনীত গোয়েল। জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মতো এদিন বিনীত গোয়েলের পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিকর্তা (ডিএইচএস) দেবাশিস

দুই স্বাস্থ্যকর্তাকেও বদলি, নির্দেশিকা জারি

দিয়েছিলেন, বিনীত গোয়েলের বিষয়টিও দেখা হবে। তিনি কোন পদে যেতে আগ্রহী তাও জানতে চাইবে সরকার। দেখা গেল, কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে বিনীত গোয়েলকে স্টেট টাস্ক ফোর্সের এডিজি পদে নিয়ে যাওয়া হল। এতদিন আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিজি ছিলেন মনোজ ভার্মা। তাঁকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার করার পর সেই পদে আনা হল আইপিএস অফিসার জাভেদ শামিমকে। জাভেদ একদা কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পাশাপাশি ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তাকে অপসারণের দাবি করেছিলেন আন্দোলনকারীরা। তাতেও সম্মত হন মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেককে কলকাতা পুলিশের ডিসি নর্থ পদ থেকে সরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া সেকেন্ড বাটালিয়নে। তাঁকে কমান্ডান্ট করা হয়েছে। পরিবর্তে হালদার এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তুভ নায়েক (ডিএমই)-কেও সরিয়ে দিয়েছে নবান্ন। রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্য অধিকর্তা হয়েছেন স্বপন সোরেন। এদিকে কৌস্তুভ নায়েককে বসানো হয়েছে ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেরার-এর ডিরেক্টর পদে এবং দেবাশিস হালদারকে জনস্বাস্থ্যের ওএসডি পদে। নতুন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা হয়েছেন সুপর্ণা দত্ত। সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে অঙ্গীকার করেছে। হাসপাতালে ভয়মুক্ত পরিবেশ কায়েম করার ব্যাপারেও সরকার জুনিয়র ডাক্তারদের দাবির সঙ্গে গোড়া থেকে সহমত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে জুনিয়র ডাক্তারদের পাঁচ দফা দাবির মধ্যে তিন দফার নিষ্পত্তি হয়ে গেছিল আগেই।

মমতার পর দেশ পেল দ্বিতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী!

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লির নয়া মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন আপ নেত্রী অতীশি। মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর), আম আদমি পার্টির বিধায়কদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন বিকেলে, দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার সঙ্গে বৈঠকের পর কেজরীবাল ইস্তফা দেবেন এবং অতীশি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন বলে জানা গিয়েছে। গত রবিবার (১৫ সেপ্টেম্বর), আকস্মিকভাবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক, অরবিন্দ কেজরীবাল। তাঁর পর কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এদিন, এই বিষয়ে আপ বিধায়কদের এক বৈঠক হয়। সেখানে, দলীয় নেতা দিলীপ পান্ডে প্রস্তাব করেন, পরের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই বিষয়ে কেজরীবালই সিদ্ধান্ত নিন। এরপর, কেজরীবাল অতীশির নাম প্রস্তাব করেন। সমস্ত আপ বিধায়কই উঠে দাঁড়িয়ে এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেন এবং অতীশিকে আপ পরিষদীয় আইনসভা দলের নেতা নির্বাচিত করেন। এর ফলে, দেশ দ্বিতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পেল। এতদিন দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, আপ সরকারের এই মেয়াদের শুরুতেও মন্ত্রী পদে ছিলেন না অতীশি। বলতে গেলে আপ দলে তাঁর উল্কার গতিতে উত্থান ঘটল। দিল্লির আবগারী নীতি কেলেঙ্কারির অভিযোগে মণীশ সিসোদিয়া গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁকে প্রথম মন্ত্রী করা হয়েছিল। এরপর যখন সিসোদিয়া এবং কেজরীবাল দুজনেই কারা-বন্দি হন, সেই সময় কার্যত দলের হাল ধরেন অতীশি। বর্তমানে তাঁর হাতে দিল্লি সরকারের শিক্ষা ও গণপূর্ত বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব রয়েছে। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিলেন এবং রোডস স্কলারশিপ প্রাপ্ত। দিল্লির স্কুলশিক্ষাকে আমূল বদলে দেওয়ার দাবি করে আপ। এর কৃতিত্ব অনেকাংশেই অতীশির। তাঁকে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করার পর, অতীশি জানান, অরব্দি কেজরীবালই তাঁর মেন্টর। তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তিনি মেন্টরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ''অরবিন্দ কেজরীবাল আমার উপর আস্থা রেখেছেন এবং আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি দিল্লির সমস্ত মানুষের কাছে আপনাদের ধরের ছেলে, আপনাদের ভাই, অরবিন্দ কেজরীবালকে ফের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ তিনি অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি।''

পদ ছাড়লেন সুখেন্দু, আরজি কর কাণ্ডের আবহে বড় সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ আরজি করের ঘটনার পর থেকেই কার্যত 'বিদ্রোহী'হয়ে উঠেছেন তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়। কখনও ইঙ্গিতবাহি কার্টুন পোস্ট, কখনও আবার পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন সাংসদ। এই সবের মধ্যেই এবার তৃণমূল মুখপত্র-র সম্পাদক পদ থেকে দিলেন ইস্তফা। ঘনিষ্ঠ মহলে সাংসদ জানিয়েছেন, মূলত দলের বিভিন্ন কাজে এবং দলীয় সুপ্রিমোর একাধিক সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়েই এই পদক্ষেপ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, তিলোত্তমার ঘটনার প্রথম থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন তৃণমূল সাংসদ। শুরুতেই তিনি সওয়াল করেছিলেন, আরজি করের ঘটনা কারও একার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

একাধিক ব্যক্তি এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন। এরপর রাত দখলের প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও যোগ দিতে দেখা যায় তাঁকে। যোধপুর পার্কের ধরনায় বসেন তিনি। এমনকী নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রাক্তন সিপি বিনীত গোয়েলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুখেন্দু। লিখেছিলেন, বিনীত গোয়েলকেও যাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিলোত্তমার ঘটনাকে কেন আত্মহত্যা বলা হল সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পরে যদিও লালবাজারের তলবে সেই পোস্ট মুছে ফেলেন প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ। অর্থাৎ আরজি কর কাণ্ড নিয়ে লাগাতার প্রশাসনের বিভিন্ন কাজ নিয়ে সরব হয়েছেন সুখেন্দুশেখর রায়। বারবার নিজের অসন্তোষের বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তিনি। এবার তৃণমূল মুখপত্র-র সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিতেই সুখেন্দুর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ক্রমাগত বাড়ছে জল্পনা।

জামিনে মুক্ত হতেই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে 'আক্ষেপ' মানিকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ বিধানসভার সাব অর্ডিনেট লেজিসনেশন কমিটি এবং উচ্চ শিক্ষা কমিটিতে রয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। কিন্তু জেলে থাকার ফলে কি সেই কমিটিতে আদৌ নাম আছে তাঁর। না কি কেটে গিয়েছে? দীর্ঘ সময় পরে মঙ্গলবার বিধানসভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের থেকে জানতে চান পলাশিপাড়ার বিধায়ক। সূত্রের খবর, জেলে থাকলেও বিধানসভার সদস্য থাকায় কোনও কমিটি থেকেই বাদ যায়নি তাঁর নাম। তবে কমিটি বৈঠকের জন্য নির্ধারিত ভাতা অবশ্য পাননি মানিক। আগামী সপ্তাহ থেকেই বিধানসভার কমিটি বৈঠকে যোগ দেবেন তৃণমূলের এই বিধায়ক। একইসঙ্গে মঙ্গলবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মানিক। ২০২২ সালের ১১ অক্টোবর গ্রেফতার হন তৃণমূলের এই বিধায়ক। অবশেষে গত সপ্তাহের শেষে জামিনে মুক্ত হয়েছেন মানিক। দলের কর্মী জাহেদুল শেখ মারা গিয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শনিবার সেই বাড়িতেই ছুটে যান মানিক। সেই দিন পলাশিপাড়ায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে সময় কাটান। নানা বিষয়ে কথা বলেন। প্রায় দু'বছরের ব্যবধানে এলেন বিধানসভাতেও। সেখানেও বিভিন্ন আলাপচারিতায় মাঝে বারবার মানিকের গলায় আক্ষেপ ধরা পড়ল ইডি ভূমিকা নিয়ে। সূত্রের খবর, সেখানেও বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মানিক। খানিক আক্ষেপের সুরেই নাকি বলেছেন, অভিযোগ করার স্বাধীনতা আছে। প্রমাণ করার দায় নেই। প্রসঙ্গত, গত ১২ সেপ্টেম্বর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাই কোর্টে জামিন পান মানিক। তবে জামিনে মুক্ত হলেও চার শর্ত মেনে চলতে হয় তাঁকে। হাইকোর্টের নির্দেশে জমা রাখতে হচ্ছে পাসপোর্ট। তদন্তে সবরকম সহযোগিতাও করতে হবে। প্রয়োজনে ট্রায়াল কোর্টে দিতে হবে হাজিরা। একইসঙ্গে তাঁর গতিবিধির ক্ষেত্রেও থাকছে কিছু বাধ্য-বাধ্যকতা।

জুনিয়র চিকিৎসকদের 'বাচ্চা' বলে সম্বোধন করে কাজে ফেরার বার্তা ববির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর জুনিয়র চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রীর অর্ডারের বাস্তবায়ন হবে ততক্ষণ কর্মবিরতি উঠছে না। এবার এই নিয়ে মন্তব্য করলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। জুনিয়র ডাক্তারদের 'বাচ্চা ছেলে' বলে সম্বোধন করে তিনি আহ্বান করেন যাতে চিকিৎসকরা কাজে যোগ দেন। তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী সোমবার জুনিয়র ডাক্তারদের ডেকেছেন। জুনিয়র ডাক্তারদের কী সুবিধা-অসুবিধা শুনেছেন। আর সমস্যার সমাধান কালো বেলুন উড়িয়ে নয়। আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমাধান করতে হবে।'' ফিরহাদ এও বলেছেন, ''মুখ্যমন্ত্রী শুধু তাঁদের দাবি নয়, তাঁদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। আর ভারতীয় সংবিধানের উপর দায়িত্ব রাখা আমাদের কর্তব্য।'' আজ ববি হাকিম বুঝিয়ে বলেছেন কেন জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে যোগ দেওয়া উচিত। এ দিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''হেড অব দ্য ভারত মৌখিক ভাবেই পুতিনের সঙ্গে বাইডেনের সঙ্গে কথা বলে আসেন। এরপর যখন সেক্রেটারি লেভেলে হয় এক্সচেঞ্জ অব ফাইল হয়। হেড অব দ্য গর্ভমেন্ট যখন বলেছেন তখন

সেইটাই হল অর্ডার। এবং সেইটাই হবে। এটাই প্রথা। আমাদের ক্যাবিনেটেও যখন হয় তখন সব লেখা পড়ার মধ্যে হয় না। সেটা মিনিটস হয়ে অ্যাকশনে পরিবর্তন হয়। এটা ওরা হয়ত জানে না। ছোট-ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। বাচ্চারা এটা জানে না। যেটা কর্তব্য তাতে ফিরে আসা উচিত।'' প্রসঙ্গত, গতকালই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নিয়ে কলকাতা পুলিশের সিপি, ডিসি নর্থ, স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে সরানো হবে। তবে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, ''যতক্ষণ না অবধি এর বাস্তবায়ন ঘটছে, ততক্ষণ অবধি আমরা আমাদের আন্দোলন, অবস্থান, কর্মবিরতি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেব না। আগে বাস্তবায়ন হবে, সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবার শুনানি হবে, তারপর আমরা প্রত্যেকটা কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা সকলে বসে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেব। তার আগে নয়।'' এ দিকে, আজ জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং সওয়াল করেন, ''চিকিৎসকরা কাজে ফিরতে চান। কিন্তু তাঁরা মনে করছেন, যারা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, তারা এখনও হাসপাতালেই কাজ করছে। ফলে চিকিৎসকরা কাজে ফিরলে বিপদে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে।'' শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, ''পূর্ববর্তী নির্দেশ (কাজে ফেরার নির্দেশ) বহাল থাকছে, পরিবর্তন করা হচ্ছে না। তাঁর নির্দেশ কার্যকর করবেন কীভাবে, চিকিৎসকদের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।''

হাইকোর্টে জামিনের আবেদন প্রত্যাহার বালুর, হঠাৎ কী হল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ হাইকোর্টে জামিনের আবেদন প্রত্যাহার করলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সূত্রের খবর, সোমবার নিম্ন আদালতে নতুন করে জামিনের আবেদন করবেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে নতুন নির্দেশও দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার জ্যোতিপ্রিয়র চিকিৎসার জন্য সমস্তভাবে সাহায্য করবেন। এসেছে এমন নির্দেশ। প্রয়োজনে সরকারি ও বেসরকারি যে কোনও হাসপাতাল থেকেই চিকিৎসা করাতে পারবেন। সে কারণেই আপাতত উচ্চ আদালতে জামিন মামলা নয়। নিম্ন আদালতে র‍্যাশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বাকিবুর, শঙ্কর আঢ্য জামিন পেয়েছেন। সেই পথে হেঁটে নিম্ন আদালতে যাবেন বালু। এখন দেখার সেখানে জল কোনদিকে গড়ায়। প্রসঙ্গত, গত বছর অক্টোবরে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী।

সন্দীপ-অভিজিৎকে ফের তিন দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে ফের রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুন মামলার শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। তারইমধ্যে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে আরজি করে দুর্নীতির মামলায় তদন্তে অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। মুখ বন্ধ খামে রিপোর্ট দিয়ে তাঁরা জানান, ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত এখনও চলছে। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দেন, ২৫ নভেম্বর সিবিআইকে তদন্তে অগ্রগতির নতুন রিপোর্ট দিতে হবে। আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুনের মামলার হাত ধরে উঠে আসে আরও এক সাংঘাতিক অভিযোগ। আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসে। যদিও আগেই এ নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার (নন মেডিক্যাল) আখতার আলি। তবে সে সময় সন্দীপের দাপটে সেই অভিযোগ খুব একটা দিনের আলো দেখতে পায়নি। কিন্তু আরজি করে ছাত্রী ধর্ষণ-খুনের মামলার অনুষঙ্গে আলাদা অভিমুখ পায় এই দুর্নীতি মামলাও। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই দুর্নীতি মামলাতেই প্রথম গ্রেফতার হন সন্দীপ রায়। সিবিআই গ্রেফতার করে তাঁকে। এরপর ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষণ-খুন মামলাতেও অ্যারেস্ট করা

হয় সন্দীপকে। আখতার আলির অভিযোগ ছিল, টেন্ডার দুর্নীতি, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ, হাসপাতালের বর্জ্য পাচার-সহ একাধিক দুর্নীতিতে যুক্ত সন্দীপ ঘোষ। এ নিয়ে আগে বারবার হাসপাতালে বিক্ষোভ হয়েছে, সুর চড়িয়েছেন চিকিৎসক সংগঠনের নেতারাও। এই মামলায় নতুন করে সিবিআই-রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের। এদিন সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার ওসি অভিজিৎ মন্ডলকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই বিক্ষোভ শুরু করেন সাধারণ মানুষ। এদিন সন্দাপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলকে ফের তিন দিনের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করে সিবিআই। কোর্টে সিবিআই-এর তরফে বলা হয়েছে আরজি কর কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত গণধর্ষণের প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর ষড়যন্ত্র করেছেন সন্দীপ ঘোষ এবং টালার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। সিবিআই জানিয়েছে, 'মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডের ভিত্তিতে দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। টালা থানা থেকে সিসি ক্যামেরার যে হার্ডডিস্ক উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলো তদন্ত করে দেখা দরকার।'' অন্যদিকে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথায় চড় মারেন বিক্ষোভকারীরা। প্রিজন ব্যানের গায়ে জুতোর বাড়িও মারেন কেউ কেউ। আজ ফের সন্দীপ ঘোষ এবং টালার ওসিকে কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষোভ উগড়ে দেন সাধারণ মানুষ। নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে সরব হয়ে তাঁরা চিকার করতে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, ''দুর্গা পুজো করব না আমরা, ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।''

বুলডোজারের চাকা আটকে দিল সুপ্রিম কোর্ট!

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ বুলডোজারের চাকা আটকে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ১ অক্টোবর পর্যন্ত, সর্বোচ্চ আদালতের অনুমতি ছাড়া গোটা দেশে বুলডোজার ব্যবহার করে যে কোনও ভাঙনের উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করা হল। আদালত অবশ্য জানিয়েছে, জনসাধারণের রাস্তা, ফুটপাথ, রেললাইন বা জলাশয়ে দখল করে থাকা কোনও সম্পত্তির উপর বুলডোজার চালানোর ক্ষেত্রে এই স্থগিতাদেশ প্রযোজ্য হবে না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কোনও অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলাটা এখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজ্য সরকারগুলির এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে একটি আবেদন করা হয়েছিল। সেই মামলাতেই মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর), এই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করেছে বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ। আগামী ১ অক্টোবর ফের এই মামলার শুনানি হবে। ততদিন এই স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে। এর আগে, গত ২ সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছিল, কীভাবে কেউ শুধুমাত্র অভিযুক্ত বা অপরাধী হলে, তার বাড়ি ভেঙে ফেলা যায়? বেঞ্চ বলেছিল, এইভাবে বাড়ি ভাঙার আগে কিছু নির্দেশিকা অনুসরণ করা উচিত। একটি নির্দেশাবলী তৈরির

প্রস্তাবও দিয়েছিল আদালত। বুলডোজার চালানোর এই প্রথা চালু করেছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এর দৌলতে তাঁকে অনেকে বুলডোজার বাবা নামেও ডাকতে শুরু করেছিলেন। এরপর, বিজেপি-শাসিত অন্যান্য রাজ্যগুলিও তাঁর দেখানো পথই অনুসরণ করেছে। এমনকি, যে সকল রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় নেই, সেই রাজ্যগুলিতেও বিজেপির প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতায় এলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে বুলডোজার চলবে। তবে, এবার যোগীর এই দাওয়াই নিয়েই প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালত। গত সপ্তাহেই অন্য একটি মামলার শুনানিতে অভিযুক্তর ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সরকারি পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছিল অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ, কারও সম্পত্তি ধ্বংস করার ভিত্তি হতে পারে না। এই ধরনের পদক্ষেপ, আইনের উপর বুলডোজার চালানোর সামিল। জাভেদ আলি মেহবুবামিয়া সইদ নামে গুজরাটের খেড়া জেলার এক বাসিন্দার বাড়ি ভাঙার নোটিশ দিয়েছিল স্থানীয় পৌরসভা। তার শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন ওই ব্যক্তি। সেই মামলার শুনানিতে, বিচারপতি হৃষিকেশ রায়, বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ ওই মন্তব্য করেছিলেন। বেঞ্চ জানায়, দেশে আইনের শাসন রয়েছে। কোনও পরিবারের একজন সদস্য আইন লঙ্ঘন করলে, পরিবারের অন্য সদস্যদের বা তাদের আইনত নির্মিত বাসস্থানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। আদালত বলেছিল, সইদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা আদালতে প্রমাণ করতে হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভাষণ দেবেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ চতুর্থ কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সফরে, নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের এক অনুষ্ঠানেও ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর), বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, উইলমিংটন ডেলাওয়্যারে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলন হোস্ট করবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। সেখানেই যোগ দিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। গত এক বছরে কোয়াড গোষ্ঠী কী কী অর্জন করেছে, এই শীর্ষ সম্মেলনে তার পর্যালোচনা করা হবে। একই সঙ্গে আগামী বছরের জন্য এজেন্ডাও নির্ধারণ করা হবে।

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.)

Phoenix Overseas Ltd

(Please scan this QR Code to view the RHP)

PHOENIX OVERSEAS LIMITED

Phoenix Overseas Limited ("**Company**" or "**Issuer**") was originally incorporated as *'Phoenix Commodity Exports Private Limited'* on December 31, 2002 as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kolkata. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Shareholders in their Extraordinary General Meeting held on November 20, 2008, the name of our Company was changed to *'Phoenix Overseas Private Limited'* and a fresh certificate of incorporation dated December 16, 2008 was issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Further, pursuant to a special resolution of our Shareholders passed in an extra-ordinary general meeting dated September 30, 2011 our Company was converted from a private limited company to a public limited company and consequently the name of our Company was changed to *'Phoenix Overseas Limited'*, and a fresh certificate of incorporation dated November 14, 2011 was issued to our Company by the Registrar of Companies, Kolkata. For details of change in the name of our Company and Registered Office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 140 of the Red Herring Prospectus dated September 14, 2024 filed with ROC.

Registered Office: 13B Bidhan Sarani Amherst St, Kolkata, West Bengal, India, 700006; | **Telephone:** +91 33 22198752 | **Contact Person:** Abhishek Chakraborty, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: cs@phxglobal.net; | **Website:** www.phxglobal.net; | **Corporate Identity Number:** U15314WB2002PLC095587

PROMOTERS OF THE COMPANY: APARESH NANDI, JAYANTA KUMAR GHOSH, UDAY NARAYAN SINGH, KANHAI SINGH WELFARE TRUST, BCPL RAILWAY INFRASTRUCTURE LIMITED, AN DEALERS LLP, JKG COMMERCIAL LLP, UNS COMMERCIAL LLP AND TRICON LOGISTICS ENGINEERING CONSULTANCY PRIVATE LIMITED

ADDENDUM CUM CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 14, 2024

On account of bank holiday declared in Maharashtra vide RBI press release no 2024-2025/1114 dated September 14, 2024 the issue opening and issue closing date will be as follows.

The issue will now open on Friday, September 20, 2024 and close on Tuesday, September 24, 2024.

All other terms and conditions prescribed in the Red Herring Prospectus dated September 14, 2024, Price Band and Pre-Issue Advertisement and the Corrigendum, shall continue to be applicable.

The Cover Page of the Red Herring Prospectus under the heading Offer Programme:
OFFER OPENS ON: Thursday, September 19, 2024
OFFER CLOSES ON: Monday, September 23, 2024
Shall now be read as:
OFFER OPENS ON: Friday, September 20, 2024
OFFER CLOSES ON: Tuesday, September 24, 2024

The Cover Page No. 2 of the Red Herring Prospectus under the heading Bid / Offer Programme:
OFFER OPENS ON: Thursday, September 19, 2024
OFFER CLOSES ON: Monday, September 23, 2024
Shall now be read as:
OFFER OPENS ON: Friday, September 20, 2024
OFFER CLOSES ON: Tuesday, September 24, 2024

Under the Definition and Abbreviations Section on Page No: 11

Offer Opening: The date on which the Lead Manager, Syndicate Member, Designated Branches of SCSBs and Registered Brokers shall start accepting Application for this Offer, which shall be the date notified in an English national newspaper, Hindi national newspaper and a regional newspaper each with wide circulation as required under the SEBI (ICDR) Regulations. In this case being September 19, 2024.

Offer Closing: The date after which the Lead Manager, Syndicate Member, Designated Branches of SCSBs and Registered Brokers will not accept any Application for this Offer, which shall be notified in a English national newspaper, Hindi national newspaper and a regional newspaper each with wide circulation as required under the SEBI (ICDR) Regulations. In this case being September 23, 2024.

Shall now be read as:

Offer Opening: The date on which the Lead Manager, Syndicate Member, Designated Branches of SCSBs and Registered Brokers shall start accepting Application for this Offer, which shall be the date notified in an English national newspaper, Hindi national newspaper and a regional newspaper each with wide circulation as required under the SEBI (ICDR) Regulations. In this case being September 20, 2024.

Offer Closing: The date after which the Lead Manager, Syndicate Member, Designated Branches of SCSBs and Registered Brokers will not accept any Application for this Offer, which shall be notified in a English national newspaper, Hindi national newspaper and a regional newspaper each with wide circulation as required under the SEBI (ICDR) Regulations. In this case being September 24, 2024.

The Bid/Issue Program on page no. 60, 211 and 217 of the RHP dated September 14, 2024, shall be read as under:

Event	Indicative Date
Issue Opening Date	Friday, September 20, 2024
Issue Closing Date	Tuesday, September 24, 2024
Finalisation of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange	Wednesday, September 25, 2024
Initiation of Refunds/ unblocking of funds from ASBA Account*	Thursday, September 26, 2024
Credit of Equity Shares to demat account of the Allottees	Thursday, September 26, 2024
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchanges	Friday, September 27, 2024

2. **Inclusion of procedure for Basis of Allotment and flow of events from closure of bidding period (T DAY) Till Allotment:**

Following information / details shall be added on page no. 242 of the Red Herring Prospectus under the heading "Basis of Allotment" after Point No. 5

Flow of Events from the closure of bidding period (T DAY) Till Allotment:

- On T Day, Registrar to validate the electronic bid details with the depository records and also reconciles the final certificates received from the Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details.
- Registrar identifies cases with mismatch of account number as per bid file / Final Certificate and as per applicant's bank account linked to depository demat account and seek clarification from SCSB to identify the applications with third party account for rejection.
- Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T+1 day.
- Registrar prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with RRLM / Company for their review/comments.
- Post rejection, the Registrar submits the basis of allotment with the Stock Exchange.
- The Stock Exchange, post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation software.
- The Registrar uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allotees as per process mentioned below:

Process for generating list of allotees: -

- Instruction is given by Registrar in their Software System to reverse category wise all the application numbers in the ascending order and generate the bucket /batch as per the allotment ratio. For example, if the application number is 78654321 then system reverses it to 12345687 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2:7 then the system will create lots of 7. If the drawl of lots provided by Stock Exchange is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th application in each of the lot of the category and these applications will be allotted the shares in that category.
- In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the oversubscription times.
- In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications.
- On the basis of the above, the Registrar will work out the allotees, partial allotees and non- allottees, prepare the fund transfer letters and advice the SCSBs to debit or unblock the respective accounts.

AT PAR FACILITY

Letters of Allotment or refund orders or instructions to Self-Certified Syndicate Banks in Application Supported by Blocked Amount process. The issuer shall ensure that "at par" facility is provided for encashment of refund orders for applications other than Application Supported by Blocked Amount process.

GROUNDS FOR REFUND

Non-Receipt of Listing Permission

An Issuer makes an Application to the Stock Exchange for permission to deal in/list and for an official quotation of the Equity Shares. All the Stock Exchange from where such permission is sought are disclosed in this Red Herring Prospectus. The Stock Exchange may be as disclosed in the Red Herring Prospectus with which the Basis of Allotment may be finalised. If the permission to deal in and official quotation of the Equity Shares are not granted by Stock Exchange, the Issuer may forthwith repay, without interest, all money received from the Applicants in pursuance of this Red Herring Prospectus.

In the event that the listing of the Equity Shares does not occur in the manner described in this Red Herring Prospectus, the Lead Manager and Registrar to the Issue shall intimate Public Issue bank / Bankers to the Issue and Public Issue Bank/Bankers to the Issue shall transfer the funds from Public Issue account to Refund Account as per the written instruction from lead Manager and the Registrar for further payment to the beneficiary Applicants.

If such money is not repaid within Four Working Days after the Issuer becomes liable to repay it, then the Issuer and every director of the Issuer who is an officer in default may, on and from such expiry of four Working Days, be liable to repay the money, with interest at such rate, as prescribed under Section 73 of the Companies Act, and as disclosed in this Red Herring Prospectus.

Minimum Subscription

This Issue is not restricted to any minimum subscription level. This Issue is 100% underwritten. As per section 39 of the Companies Act, 2013, if the "Stated Minimum Amount" has not been subscribed and the sum payable on application money has to be returned within such period of 30 days from the date of this Red Herring Prospectus, the application money has to be returned within such period as may be prescribed. If the Issuer does not receive the subscription of 100% of the Issue through this issue document including devolvement of underwriters within sixty days from the date of closure of the Issue, the Issuer shall Forthwith refund the entire subscription amount received. If there is a delay beyond four Working Days after the Issuer become liable to pay the amount, the Issuer shall pay interest prescribed under section 73 of the Companies Act, 1956 (or the Company shall follow any other substitutional or additional provisions as has been or may be notified under the Companies Act, 2013).

Minimum Number of Allottees

The Issuer may ensure that the number of Allottees to whom Equity Shares may be allotted may not be less than fifty (50), failing which the entire application monies may be refunded forthwith.

MODE OF REFUNDS

a) **In case of ASBA Applications:** Within Two (2) Working Days of the Issue Closing Date, the Registrar to the Issue may give instructions to SCSBs for unblocking the amount in ASBA Account on unsuccessful Application, for any excess amount blocked on Application, for any ASBA Applications withdrawn, rejected or unsuccessful or in the event of withdrawal or failure of the Issue.

b) In the case of Applicant from Eligible NRIs and FPIs, refunds, if any, may generally be payable in Indian Rupees only and net of bank charges and/ or commission. If so desired, such payments in Indian Rupees may be converted into U.S. Dollars or any other freely convertible currency as may be permitted by the RBI at the rate of exchange prevailing at the time of remittance and may be dispatched by registered post. The Company may not be responsible for loss, if any, incurred by the Applicant on account of conversion of foreign currency.

c) **In case of Investors:** Within two (2) Working Days of the Issue Closing Date, the Registrar to the Issue may dispatchthe refund orders for all amounts payable to unsuccessful Investors. In case of Investors, the Registrar to the Issue may obtain from the depositories, the Applicants' bank account details, including the MICR code, on the basis of the DP ID, Client ID and PAN provided by the Investors in their Investor Application Forms for refunds. Accordingly, Investors are advised to immediately update their details as appearing on the records of their depositories. Failure to do so may result in delays in dispatch of refund orders or refunds through electronic transfer of funds, as applicable, and any such delay may be at the Investors' sole risk and neither the Issuer, the Registrar to the Issue, the Escrow Collection Banks, may be liable to compensate the Investors for any losses caused to them due to any such delay, or liable to pay any interest for such delay.

MODE OF MAKING REFUNDS FOR APPLICANTS OTHER THAN ASBA APPLICANTS

The payment of refund, if any, may be done through various modes as mentioned below:

(i) **NECS -** Payment of refund may be done through NECS for Applicants having an account at any of the centers specified by the RBI. This mode of payment of refunds may be subject to availability of complete bank account details including the nine-digit MICR code of the Applicant as obtained from the Depository;

(ii) **NEFT -** Payment of refund may be undertaken through NEFT wherever the branch of the Applicants' bank is NEFT enabled and has been assigned the Indian Financial System Code ("IFSC"), which can be linked to the MICR of that particular branch. The IFSC Code may be obtained from the website of RBI as at a date prior to the date of payment of refund, duly mapped with MICR numbers. Wherever the Applicants have registered their nine-digit MICR number and their bank account number while opening and operating the demat account, the same may be duly mapped with the IFSC Code of that particular bank branch and the payment of refund may be made to the Applicants through this method.
In the event NEFT is not operationally feasible, the payment of refunds may be made through any one of the other modes as discussed in this section;

(iii) **Direct Credit -** Applicants having their bank account with the Refund Banker may be eligible to receive refunds, if any, through direct credit to such bank account;

(iv) **RTGS -** Applicants having a bank account at any of the centres notified by SEBI where clearing houses are managed by the RBI, may have the option to receive refunds, if any, through RTGS. The IFSC code shall be obtained from the demographic details. Investors should note that on the basis of PAN of the applicant, DP ID and beneficiary account number provided by them in the Application Form, the Registrar to the Issue will obtain from the Depository the demographic details including address, Applicant's account details, IFSC code, MICR code and occupation (hereinafter referred to as "Demographic Details"). The bank account details for would be used giving refunds. Hence, Applicants are advised to immediately update their bank account details as appearing on the records of the Depository Participant.
Please note that failure to do so could result in delays in dispatch/ credit of refunds to Applicants at their sole risk and neither the BRLM or the Registrar to the Issue or the Escrow Collection Banks nor the Company shall have any responsibility and undertake any liability for the same; and

(v) Please note that refunds, on account of our Company not receiving the minimum subscription of 100% of the Issue, shall be credited only to the bank account from which the Applicant Amount was remitted to the Escrow Bank.

For details of levy of charges, if any, for any of the above methods, Bank charges, if any, for cashing such cheques, pay orders or demand drafts at other centers etc. Applicants may refer to this Red Herring Prospectus.

INTEREST IN CASE OF DELAY IN ALLOTMENT OR REFUND

The issuer shall allot securities offered to the public shall be made within the period prescribed by the Board. The issuer shall also pay interest at the rate of fifteen per cent. per annum (15% p.a.) if the allotment letters or refund orders have not been despatched to the applicants or if, in a case where the refund or portion thereof is made in electronic manner, the refund instructions have not been given to the clearing system in the disclosed manner within four Working Days from the date of the closure of the issue. However, applications received after the closure of issue in fulfilment of underwriting obligations to meet the minimum subscription requirement, shall not be entitled for the said interest.

COMPLETION OF FORMALITIES FOR LISTING & COMMENCEMENT OF TRADING

The Issuer may ensure that all steps for the completion of the necessary formalities for listing and commencement of trading at all the Stock Exchange are taken within 3 Working Days of the Issue Closing Date. The Registrar to the Issue may give instruction for credit of Equity Shares to the beneficiary account with DPs, and dispatch the allotment Advise within 2 Working Days of the Issue Closing Date.

3. Corrections in the shares offered under Promoters Contribution for Lock-in of shares:

Page-81 under the Chapter titled "Capital Structure" in the heading Details of Promoters' contribution locked in for Three Years.

The tables providing the details of Minimum Promoter's Contribution for lock-in of shares of Aparesh Nandi and Tricon Logistics Engineering Consultancy Private Limited provided on page no. 81 and 82 of the Red Herring Prospectus shall now be read as follows:

Number of Equity Shares locked-in	Nature of Allotment / Transfer	Date of Allotment and Date when made fully paid-up	Face value	Issue / Acquisition Price per Equity Share (in INR)	Nature of consideration (cash / other than cash)	% of fully diluted post-Issue paid-up capital	Period of lock-in
Aparesh Nandi							
5,000	Subscription to Memorandum of Association	31-Dec-02	10.00	10.00	Cash	0.03	3 Years
2,500	Transfer to Jayanta Kumar Ghosh	20-Jun-03	10.00	10.00	Cash	0.01	3 Years
22,500	Allotment against takeover of the business of M/S. Phoenix International	26-Sep-03	10.00	10.00	Other than Cash	0.12	3 Years
55,000	Bonus Issue in the ratio of 11:5	24-Dec-04	10.00	139.00	Other than Cash	0.28	3 Years
50,000	Transfer from Bapi Construction Electrical Engineering Private Limited	14-Apr-08	10.00	6.30	Cash	0.21	3 Years
135,000	**TOTAL**					**0.65**	
Tricon Logistics Engineering Consultancy Private Limited							
9,000.00	Transfer from Daffodil Tracon Private Limited	03-May-10	10.00	2.00	Cash	0.05	3 Years
5,000.00	Transfer from Darkwell Mercantices Private Limited	03-May-10	10.00	2.00	Cash	0.03	3 Years
6,000.00	Transfer from Roxy Vanijya Private Limited	03-May-10	10.00	2.00	Cash	0.03	3 Years
267.00	Transfer from Ridhi Sidhi Merchants Private Limited	30-Sep-11	10.00	244.00	Cash	0.00	3 Years
1,267.00	Transfer from Urch Traders Private Limited	30-Sep-11	10.00	244.00	Cash	0.01	3 Years
3,600.00	Transfer from Gazebo Commerce Private Limited	30-Sep-11	10.00	244.00	Cash	0.02	3 Years
145,777.00	Bonus Issue in the ratio of 580:100	11-Nov-14	10.00	-	Other than Cash	0.75	3 Years
(21,800.00)	Transfer to BCPL Railway Infrastructure Limited	December 31,2014	10.00	56.10	Cash	0.11	3 Years
(5,330.00)	Transfer to BCPL Railway Infrastructure Limited	16-Jul-15	10.00	56.74	Cash	0.03	3 Years
287,562.00	Bonus Issue in the ratio of 2:1	08-Jun-24	10.00	-	Other than Cash	1.49	3 Years
4,31,343.00	**Total**					**2.38**	

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus

On behalf of Board of Directors
PHOENIX OVERSEAS LIMITED
Sd/-
Abhishek Chakraborty
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata, West Bengal
Date: September 17, 2024

Disclaimer: PHOENIX OVERSEAS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated September 14, 2024 has been filed with the Registrar of Companies, Kolkata and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.kslindia.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state secures laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

KIRIN ADVISORS

কলতান দাশগুপ্তর মামলা গেল কলকাতা হাইকোর্টে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর-কাণ্ডে আন্দোলনের জেরে গ্রেফতার ডিওয়াইএফআই নেতা কলতান দাশগুপ্তকে বেআইনিভাবে গ্রেফতারের অভিযোগে মামলা হলো। মামলা গ্রহণ করলেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। বুধবার কলতান দাশগুপ্তর গ্রেফতারি-মামলার শুনানি হওয়ার কথা। আর জি করের মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রতিবাদের ঢেউ চারিদিকে। এহেন পরিস্থিতির মধ্যে সামনে আসে একটি ভাইরাল অডিও। জুনিয়র ডাক্তারদের উপর হামলার ষড়যন্ত্র চলছে এই বার্তা ভেসে আসে তাতে। সেই ভাইরাল অডিও কাণ্ডেই ডিওয়াইএফআই নেতা কলতান দাশগুপ্তকে গ্রেফতার করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসক এস পি দাসকে ৫ দফা প্রশ্ন শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসক শ্যামাপদ দাসকে ৫ দফা প্রশ্ন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ডাঃ এস পি দাশকে উদ্দেশ করে মঙ্গলবার শুভেন্দুবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, প্রকাশিত প্রতিবেদনে আপনার বক্তব্য প্রকারান্তরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আপনার অভিভাবকতা, বিশেষ ক্ষমতাবান গোষ্ঠী 'উত্তরবঙ্গ লবি'র জনক হিসেবে আবির্ভাব ও সারা রাজ্যে স্বাস্থ্য সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে পদোন্নতি থেকে পরীক্ষায় পাশ করানো সবই নিজের অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আপনার ভূমিকার স্বীকারোক্তি বলেই মনে হচ্ছে। আপনি যতোই এড়িয়ে যাওয়ার বৃথা চেষ্টা করুন না কেন, নিম্নলিখিত প্রশ্ন গুলোর উত্তর আপনাকেই দিতে হবে।

১) এমডি না করেও আপনার কন্যা ডাঃ রিয়াল দাস আজ মেডিকেল এডুকেশন সার্ভিসে অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর পদমর্যাদায় কর্মরত এবং ইন্সটিটিউট অফ সাইকিঅ্যাট্রির মতো শীর্ষস্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিভাগীয় প্রধান। আপনার হাতযশ ছাড়া এ কি করে সম্ভব?

২) আপনার আশীর্বাদে মাত্র এক বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, বহু যোগ্য দাবিদারকে টপকে, চরম স্বজনপোষণকারী বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ কৌস্তভ নায়েক হতে চলেছেন আগামী ডিরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন। কী করে এটা সম্ভব হয় আপনি বলে দিন।

৩) আপনার আরেক প্রিয়পাত্র ডাঃ সন্দীপ ঘোষ ব্যাপক দুর্নীতি করেও বারে বারে বদলি হওয়া সত্ত্বেও বারংবার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল এর গদিতে ফিরে আসেন কোন জাদুবলে?

৪) আপনার রোষে পড়ে এসএসকেএম-এর নেফ্রোলজি বিভাগের প্রধান, ডাঃ অর্পিতা রায়চৌধুরী-সহ একাধিক প্রাজ্ঞ সরকারি চিকিৎসক অন্যায়ভাবে রাতারাতি বদলি হন কলকাতা থেকে দূর দূরান্তে। আপনি এই প্রসঙ্গে নিজের ভূমিকা অস্বীকার করতে পারবেন?

৫) নিজের পদলেহনকারী লোকের বাইরে আপনি কারোর কথা ভাবেন নি, পদমর্যাদা বা শিক্ষগতা যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসকের উপরে প্রতিহংসাপরায়ণ হয়ে মিথ্যে নালিশ করানো আপনার অতি পরিচিত কর্ম পদ্ধতি হিসেবেই চিহ্নিত। এই বিষয়ে আপনার কি মতামত?

বিশ্বকর্মার আরাধনায় মেতেছে বাঙালি, রঙিন ঘুড়িতে নীল আকাশ বর্ণিল

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। দেব কারিগর বিশ্বকর্মার আরাধনায় মেতেছে আপামর বাঙালি। গণেশ পুজো শেষ হতে না হতেই, মঙ্গলবার বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতেছে আপামর বাঙালি। সরস্বতী পুজোয় যেমন বই ছুঁতে নেই, পড়াশোনা বারণ, বিশ্বকর্মা পুজোয় আগুন জ্বলে না কামারশালায়। কাজ বন্ধ থাকে বিভিন্ন শিল্পীদের। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতেছেন বিভিন্ন শিল্প ও নির্মাণ পেশার সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, কারিগর ও কর্মীরা। বিশ্বকর্মা পুজো প্রতি বছরেই ১৭ সেপ্টেম্বরের জন্য নির্দিষ্ট। ধরে নেওয়া হয়, ১৭ সেপ্টেম্বরই হচ্ছে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। এবারও অন্যথা হল না। মঙ্গলবার সমগ্র বাংলায় যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পূজিত হচ্ছেন শিল্পী ও নির্মাতাদের দেবতা বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মা পুজো মনেই আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে রকমারি ঘুড়ির সম্ভারে, সেটাই স্বাভাবিক। মঙ্গলবার সকাল থেকেই শহর থেকে শহরতলি সর্বত্রই আকাশে উড়তে দেখা গেল বিভিন্ন রকমের ঘুড়ি।

থেমেছে বৃষ্টি, রোদ ঝলমলে নীল আকাশের দেখা মিলল দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বৃষ্টি থেমেছে শহর ও শহরতলিতে, মঙ্গলবার সকাল থেকে বৃষ্টির দেখা মেলেনি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি থামতেই রোদের দেখাও মিলেছে, রোদ ঝলমলে নীল আকাশের দেখা মিলেছে মঙ্গলের সকাল থেকেই। আবার মাঝেমধ্যেই মেঘলা আকাশের জন্য উধাও হয়েছে রোদ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি অনেকটাই কমে যাবে, উন্নতি হবে আবহাওয়া। সেই মতো এদিন সকাল থেকেই আকাশ হয়ে উঠেছে পরিষ্কার। নিম্নচাপের আর প্রভাব নেই। ফলে দুর্যোগ কেটে, রোদের দেখা মিলছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি।

গণধর্ষনের অভিযোগে ধৃত বেলঘরিয়ার দুই যুবক

সমীর দাসঃ সোশ্যাল মিডিয়া যেমন আমাদের অনেক উন্নত করেছে, তেমনই এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই অনেক খারাপ কাজও হয়ে চলেছে। তেমনই একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দাতে। খবরে প্রকাশ, ফেসবুকের মাধ্যমে খড়দার এক তরুনির সঙ্গে পরিচয় হয় বেলঘরিয়ার দুই যুবকের। সেই সূত্রে শনিবার রাতে দুই বন্ধুকে ওই তরুণী নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তরুণীর খড়দহের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হয়। নির্যাতিতার দাবি, দুই বন্ধুর সঙ্গে মদ্যপানও করেছিলেন। এর পর তিনি কিছুটা অপ্রকৃতস্থ হয়ে পড়েন। তখনই ওই দু'জন তাঁকে যৌন নির্যাতন করেছেন।

শুধু তাই নয়, মত্ত অবস্থায় দু'জনে তাঁকে ধর্ষণ করে ভিডিয়োও করেন বলে অভিযোগ। তার অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুজনকে গ্রেফতার করে সোমবার বিকেলে পুলিশ আদালতে পেশ করে। সোমবার ধৃতদের বারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করানো হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। প্রশ্ন উঠেছে দুদিক থেকেই যে, মাত্র তিন মাসের পরিচায়ের পরেই কি করে ওই তরুনি তাদের ফাঁকা বাড়িতে আমন্ত্রণ করে? আবার এটাও বলা হচ্ছে, যখন আর জি কর কান্ড নিয়ে উত্তাল সারা দেশ, তখন ওই দুই যুবক এতো সাহস পেলো কোথা থেকে? পুলিশ তদন্ত করছে।

বিশ্বনবী দিবস পালন

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষে আশিকে রসুল আলমার্স সোসাইটির উলুবেড়িয়া শাখার উদ্যোগে উলুবেড়িয়ার জগদীশপুরে অনুষ্ঠিত হলো দুদিন ব্যাপী একাধিক অনুষ্ঠান, সম্প্রীতির বার্তা, গোলাপ ফুল প্রদান,গুনিজন সংবর্ধনা, এবং রক্তদান শিবির। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা সহ মোট ১৫০জন রক্তদাতা রক্তদান করেন,যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পক্ষ হতে এবং সঞ্জীবন ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ হতে রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষে গতকাল সোমবার ছিলো সম্প্রীতির জুলুশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ সহ পারস্পরিক ভাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলা। আজকের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার জনাব মোকাররাম হোসেন, সংস্থার উলুবেড়িয়া শাখার সভাপতি আতিয়ার রহমান ভান্ডারী, সম্পাদক সেখ মেহেতাব উদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবী রেজাউল করিম, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর পিতা সেখ হাসিবুর রহমান,সেখ সামির উদ্দিন,মাফুজ আলম ভান্ডারী, সাদ্দাম জমাদার, বিশিষ্ট শিক্ষক সেখ আজিজুর রহমান সহ আরো অনেকে।

কালীঘাটে মধ্যরাতের চুক্তিতে 'জয়' কতটা, তর্কে লিপ্ত নেটনাগরিকরা

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার প্রতিবাদী জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের দিকে নজর ছিল আমজনতার সিংহভাগের। বেশি রাতে যে চুক্তিপত্র তৈরি হয়, সেটা কতটা আন্দোলনকারীদের পক্ষে গেল, তা নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছেন নেটনাগরিকরা। অনেকে খুশি। অনেকে নন। ঔরশিস ঘোষ লিখেছেন, ''ডিএমই, ডিএইচএস, ডিসি নর্থ... কেউ সাসপেন্ড নয়। জাস্ট অন্য রোলে ট্রান্সফার করে দেবে। প্লাস নতুন কোনও পোষ্যকে সিপি-র পদে বসাবে। যাঁরা বলছেন এটা বিশাল জয়, তাদের বলি এটা স্রেফ একটা আই ওয়াশ। আন্দোলন একটু চাপলেই আবার ফিরিয়ে আনবে। যেমন সন্দীপ ঘোষের বেলা করেছিল। রাতটা তবুও আনন্দের। তবে আন্দোলনের প্রেশার এখন আরো বাড়াতে হবে, কম করলে চলবে না। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত এই পোস্টে ৪৩টি মন্তব্য এসেছে। সায়ন্তনী বসু চৌধুরী লিখেছেন, ''খুব যত্ন করে নিজের চেয়ারটা বাঁচানো হল। কাঁপছিল তো! ঔরশিস লিখেছেন, ''এক্সাক্টলি। তবে মারাত্মক চাপ খেয়েছে। সায়ন্তনী লিখেছেন, ''ঔরশীষ ঘোষ হ্যাঁ, ওইটাই! ওটুকুই বেশ লাগল।

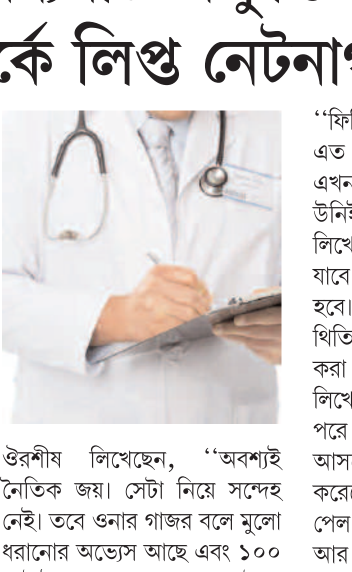

অমৃতা মৈত্র লিখেছেন, ''একটা নৈতিক জয় তো বটেই। আজ এক্ষুনি আর কি হতে পারতো? ঔরশীষ লিখেছেন, ''অবশ্যই নৈতিক জয়। সেটা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে ওনার গাজর বলে মুলো ধরানোর অভ্যেস আছে এবং ১০০ সেটাই করবে। অমৃতা মৈত্র লিখেছেন, ''ঔরশীষ ঘোষ আসল সমস্যা আমরা সকলেই জানি উনি নিজেই।কিন্তু ওনার পদত্যাগের দাবি নিয়ে তো ডাক্তাররা যান নি। রাজ্যের সুপ্রিমো হিসেবে এখনো তো ওনার সাথেই যা আলোচনা করার করতেই হবে। সেই দাবির সিংহভাগ মেটাতে বাধ্য হয়েছেন চাপে পড়ে। আপাতত এইটুকুই অনেক। বাকি তো দিল্লি বহত দূর! শম্পা রায় লিখেছেন, ''কিন্তু ঘটনা হলো, এঁদের এভাবে রাস্তায় থেকে আন্দোলনটা তো সত্যিই বড়ো কষ্টের হয়ে যাচ্ছে! ঔরশীষ লিখেছেন, ''সে তো বটেই। দেখা যাক ওরা নিজেরা কী সিদ্ধান্ত নেয়। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ওদের ওপর। অলকানন্দা পাল লিখেছেন, ''ফিরিয়ে আনবে না হয়তো, তবে এত উৎফুল্ল হওয়ার কিছু হয়নি। এখনও পর্যন্ত উনিই স্বাস্থ্য মন্ত্রী, উনিই পুলিশ মন্ত্রী। ঔরশীষ লিখেছেন, ''ওনাকে এভাবে ফেলা যাবে না। ওটা ২০২৬ এই করতে হবে। তার জন্য এই আন্দোলনকে থিতিয়ে না দিয়ে আরো জোরালো করা ভীষণ দরকার।পৃথা রায়চৌধুরী লিখেছেন, ''সবই তো সাব জুডিস, পরে আবার সব ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসবে। তাছাড়া, যা যা এরা করেছে,,তার দরুণ শাস্তিই বা কী পেল? অবিশ্বাস করে করে আমার আর কাউকেই বিশ্বাস হয় না আজকাল। আর ওই পছন্দমতো কেসটা কী?

শৌভিক লিখেছেন, ''ফিরিয়ে আনাটা পরেও সম্ভব হবে না। মুখ্যমন্ত্রী এখনও বুঝতে অক্ষম, যে চেয়ারটা ধরে রাখার জন্য তিনি এভাবে নিজেকে এবং দলটাকে বাঁচাচ্ছেন সেটা আর তাঁর নেই। ইয়েস, নেই।অভিষেক দাস লিখেছেন, ''নাচ থামাও ... বোঝো ...কোন অপসারণ ,শাস্তি, জাস্টিস কিছুই হয় নি। শুধু ইধার কা মাল উধার হয়েছে , আর হয়েছে রাজনীতি। দিব্যেন্দু দাস লিখেছেন, ''জুনিয়র ডাক্তাররা যেটা চেয়েছিলেন সেটাই হয়েছে। ওনারা তো অপসারণ চেয়েছিলেন। তাছাড়া এভিডেন্স ছাড়া কি সাসপেনশন হয়?

অবশেষে উদ্ধার নিখোঁজ তিনটি হওয়া ট্রলার, উদ্ধার ৪৯ জন মৎস্যজীবী

সুদেষ্ণা মন্ডল, কাকদ্বীপ, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ বঙ্গোপসাগরের তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপের কারণে বঙ্গোপসাগর মাছ ধরার সময় নিখোঁজ হয়ে যায় তিনটি ট্রলার। ট্রলারে ৪৯ জন মৎস্যজীবী ছিলেন বলে জানা গিয়েছিল । সোমবার তিনটি ট্রলার উদ্ধার করার জন্য হেলিকপ্টার এর মাধ্যমে নজরদারি চালানোর পর অবশেষে খোঁজ মিলল তিনটি ট্রলার সহ ৪৯ জন মৎস্যজীবীর। মৎস্যজীবী সংগঠনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, এদিন রাত পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারের দুটি ট্রলারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। একটি হল এফ.বি. শ্রীহরি ও অপর ট্রলারটির নাম এফ.বি. মা রিয়া। এফ.বি. শ্রীহরি ট্রলারের ১৯ জন ও এফ.বি. মা রিয়া ট্রলারের ১৪ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু কাকদ্বীপের এফ.বি. বাবা নীলকন্ঠ নামক একটি ট্রলারের ১৬ জন মৎস্যজীবী এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। ওই ট্রলারটির খোঁজে তল্লাশি চলছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে আবারও তল্লাশি শুরু হবে। এখন দুর্যোগ কেটে গিয়েছে। তাই মৎস্যজীবী সংগঠন থেকে পাঁচটি ট্রলার তল্লাশির জন্য সমুদ্রে পাঠানো হবে। মঙ্গলবার সকালে এফবি নীলকণ্ঠ নামে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ট্রলারটির সন্ধান পায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। জানা গিয়েছে সুন্দরবনের চাঁদখালী ফরেস্ট ক্যাম্প এর কাছে এই ট্রলারটির সন্ধান পাওয়া

গিয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ জলসীমান্তে ভাসতে দেখা যায় ট্রলারটিকে। ট্রলারে থাকা সকল মৎস্যজীবী সুস্থ রয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপের জেরে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে গভীর সমুদ্র থেকে সকল মৎস্যজীবীদের বন্দরে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছিল মৎস্য দপ্তর। মৎস্য দপ্তরের নির্দেশ পাওয়ার পর একে একে গভীর সমুদ্র থেকে ট্রলার বন্দরের দিকে ফিরে আসছিল। সেই সময়ই উত্তাল সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে যায় তিনটি ট্রলার। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া তিনটি ট্রলারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর উৎকণ্টার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা। অবশেষে বিশ্বকর্মা ও রান্না পূজার উৎসবের দিনে হাসি ফুটল তাদের মুখে।

পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সরবরাহের কাজ শুরু সোনারপুরে

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ দেবার কাজ চলছে সোনারপুরে। রান্না করতে গিয়ে হঠাৎ করে গ্যাস শেষ।বাড়িতে অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডার নেই। আর তাতেই মাথায় হাত গিন্নির। এবার এমন পরিস্থিতির মুশকিল আসান হতে চলেছে পাইপ লাইনের গ্যাসের মধ্যে দিয়ে। বাড়ি বাড়ি নলবাহিত পানীয় জলের মতো পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগের উদ্যোগ নিয়েছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি। কলকাতা, নিউটাউনের পর এ বার দক্ষিণ শহরতলির রাজপুর সোনারপুর পুরসভা এলাকায় গ্যাস সরবরাহের জন্য যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেল। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানেই এই সংস্থা কাজ করছে সোনারপুরে। প্রথম ধাপ হিসেবে মূল রাস্তায় পাইপ বসানোর কাজ শুরু করেছেন বেঙ্গল গ্যাস কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভাকে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় পুর এলাকার পূর্ত দপ্তরের রাস্তাগুলিতে খোঁড়াখুড়ি করে পাইপ বসানো হবে বলে জানা গিয়েছে। সেই কাজ ইতিমধ্যে কামালগাজি বাইপাস, হরিনাভি, হরহরিতলায় শুরু হয়ে গেছে। এই কাজ শেষ হলেই পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের গলি ও অন্য রাস্তাতেও পাইপলাইন বসানো হবে বলে সূত্রের খবর।আর এই খবরে খুশি রাজপুর ও সোনারপুরের বাসিন্দারা। সোনারপুরের হরিনাভীর এক বাসিন্দা বলেন, আমরা চার তলার ফ্ল্যাটে থাকি। লিফট নেই। ডেলিভারি বয় উপরে গ্যাস তুলতে চান না। পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ হলে আমরা খুব উপকৃত হব। এ ব্যাপারে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস বলেন, এখানে কাজ হবে তা নিয়ে আমাদের আগেই চিঠি দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু ওই রাস্তাটি পূর্ত দপ্তর দেখাশোনা করে, তাই তাদের অনুমতি নিয়েই খোঁড়াখুঁড়ি করছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানী। পুরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন রাস্তায় পাইপলাইন বসানোর আগে আবারও একবার বৈঠক হবে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আর কোন কোন জায়গায় এই পাইপ লাইন বসানোর কাজ হবে, সে তথ্য এখনও জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। তবে পাইপ লাইন বসানোর কাজ শুরু হলেই যে গ্যাস শীগগির মিলবে এমন সম্ভাবনা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। সোনারপুরের এক স্কুল শিক্ষক বলেন, বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি অনেক দিন ধরে পাইপ লাইন পাতার কাজ করছে। কিন্তু আজও সেই লাইনের কাজ শেষ হয়নি। এ রাজ্যে পিএনজি (পাইপ ন্যাচারাল গ্যাস) সরবরাহ করার বরাত নিয়েছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি। রাজ্য সরকার ও গেইলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তারা এই কাজ করছে। জমি জটে কিছু কিছু জায়গায় পাইপ লাইন পাতার কাজ আটকে আছে।

তবে সংস্থার দাবি, রাজ্য সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে সেই জট ছাড়ানো হয়েছে। বেঙ্গল গ্যাসের এক কর্তা বলেন, বৃহত্তর কলকাতার মানুষ যাতে দ্রুত রান্নার গ্যাস ও গাড়ির জন্য গ্যাস (সিএনজি) পান, সে জন্য বর্ধমান থেকে কলকাতা পর্যন্ত পাইপ লাইন পাতার কাজ চলছে।

যে টুকু বাকি আছে তা আগামী ছ-সাত মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।আর তাঁর পরেই এই সুযোগ পাবে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার মানুষজন।

ট্রেনের কামরার ভেতরেই পালিত হল বিশ্বকর্মা পুজো, 'সঙ্গে উঠল উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ফুল দিয়ে সাজানো ট্রেনের কামরা। হাওড়াগামী কাটোয়া লোকাল তখন ছুটছে পরের স্টেশনের দিকে। এর মধ্যেই হচ্ছে মন্ত্রপাঠ। চলন্ত ট্রেনের কামরাতেই হল পুজো। পুজোর পর নিত্যযাত্রীদের মিস্টি বিতরণ। হই হই করে ট্রেনের কামরার ভেতরেই পালিত হল বিশ্বকর্মা পুজো, 'সঙ্গে উঠল উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান। এ যেন এক অভিনব বিশ্বকর্মা পূজোর আয়োজন। পুজোর আয়োজক হলেন ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা। কাটোয়া থেকে ৫৪৫ এ রওনা দেয় হাওড়া কাটোয়া লোকাল। হাওড়া পৌঁছায় ৮৪৫ এ। দীর্ঘ ১৪৫ কিলোমিটার রাস্তা প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে নিত্যযাত্রীরা কখন যেন বন্ধু হয়ে গেছেন একে অপরের। তাঁরাই নিজেরা চাঁদা তুলে প্রতি বছর পুজোর আয়োজন করেন লোকাল ট্রেনের চার নম্বর কামরার মধ্যে। দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে চলে আসছে তাদের এই পুজোর আয়োজন। এই বছরও বাদ পড়েনি পুজোর, লোকাল ট্রেনের মধ্যে পুজোর সঙ্গে উঠেছে, ''উই ওয়ান্ট জাস্টিস-এর স্লোগান। পুজোর মধ্যেও তাঁরা বিচার চাইছেন কেবল। সেই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন অন্যান্য কামরার সহযাত্রীদের কাছেও। মঙ্গলবার সকালে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের মূর্তি এনে স্থাপন করা হয় ট্রেনের কামরার মধ্যে। ফুল, সিকলি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় ট্রেনের গোটা কামরা। সমস্ত নিয়ম-কানুন রীতি নীতি মেনে মন্ত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে চলে বিশ্বকর্মা পুজো। এই বিষয়ে এক নিত্যযাত্রী জানান, রোদ জল ঝড় বর্ষা সবসময় নিত্যযাত্রীরা একসঙ্গেই থাকেন। এখানে কেউ বা কলকাতা বড় বাজারের খুব কম বেতনের কোন দোকানে হেলপারের কাজ করেন, কেউ সাংবাদিক, কেউ বা কলেজ পড়ুয়া। কিন্তু এই তিন ঘন্টার যাত্রা পথে তাদের একটাই পরিচয় তাঁরা সবাই নিত্যযাত্রী। প্রতি দিনের যাত্রা পথে যাতে কোনও রকম সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় সেই কারণেই বিশ্বকর্মা পূজোর আয়োজন করে আসছেন তারা। অন্যদিকে আরজিকরের ঘটনার এখনো ফলপ্রসু বিচার মেলেনি। তাই বিশ্বকর্মা পূজার মধ্যেই আরজিকরের নির্যাতিতা তরুনীর ধর্ষণ খুনের আসামিদের ন্যায্য বিচারের দাবিতে উঠে তাদের প্রতিবাদের স্লোগান।

শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ চেন্নাইতে আটকে পড়া এরাজ্যের দুঃস্থ পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাদের চিকিৎসা ও অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি নিরাপদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য সক্রিয় হয়েছে রাজভবন। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে এ রাজ্যের ১২ জন পরিযায়ী শ্রমিক চেন্নাইতে আটকে পড়েছিলেন। কাজ চলে যাওয়ায় অনাহারে ও চরম অর্থকষ্টে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা। এদের মধ্যে পাঁচজন রেল স্টেশনে অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাদের স্থানীয় একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকিরা স্থানীয় পুরসভা পরিচালিত একটি আশ্রয় কেন্দ্রে স্থান পান। কেরালা থেকে কলকাতায় ফেরার পথে এই শ্রমিকদের দুর্দশার কথা জানতে পেরে রাজ্যপাল চেন্নাইতে পৌঁছান এবং জরুরী ভিত্তিতে তাদের সহায়তার ব্যবস্থা করেন।

বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে রাজ্যের একাধিক জেলায় প্লাবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ নিম্নচাপের বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে রাজ্যের একাধিক জেলায় প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একটানা দুর্যোগের জেরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সাত ঘন্টার মধ্যে পাঞ্চেত এবং মাইথন বাঁধ থেকে প্রায় ৩ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে। এর ধরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার বানভাসী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নবান্নে জানান মুখ্যমন্ত্রী নিজে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। মুখ্য সচিবের সঙ্গে আলোচনা করে ১০ জন প্রধান সচিব পর্যায়ের শীর্ষ আধিকারিককে ওইসব জেলায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাঠানো হচ্ছে। নিচু এলাকা থেকে মানুষজনকে সরিয়ে আনতে বলা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলা শাসকদের প্রস্তুত থাকার পাশাপাশি পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত এবং ত্রাণ শিবির গুলি খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ডিভিসি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে বলে আলাপন বাবু জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে রাজ্য প্রশাসনের তরফে তিনি অনুরোধ জানান। আজ সকাল এগারোটার পর মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ কমানো হয়েছে। তবে পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়া বাড়ানো হয়েছে। মাইথন থেকে প্রায় ২ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছিল। এখন সেখান থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। অন্যদিকে, পাঞ্চেত থেকে ৫০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছিল। এখন সেখান থেকে প্রায় ৯০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। এর ফলে ডিভিসির দুটি বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ প্রায় একই থাকছে। প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কিউসেক জল দুর্গাপুর ব্যারেজের দিকে যাচ্ছে। অন্যদিকে ডিভিসির দাবি, ঝাড়খণ্ড সরকার তেনুঘাট থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ায় পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে।প্রসঙ্গত, দু'টি জলাধার থেকে জল ছাড়া হলে সেই জল দামোদর নদ হয়ে পৌঁছয় পশ্চিম বর্ধমানের দামোদর ব্যারেজে। জলের চাপ বাড়তে থাকলে সেখান থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বেশি জল ছাড়া হলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে বর্ধমান, হাওড়া এবং হুগলির খানাকুল, আরামবাগসহ দামোদরের তীরবর্তী এলাকাগুলি বানভাসি হতে পারে।

নববারাকপুর শরৎ সংঘের ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৮ তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি সাড়ম্বরে

নববারাকপুর, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ মঙ্গলবার সকালে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৮ তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান হল নববারাকপুর পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের শরৎ চ্যাটার্জি রোডে শরৎ চন্দ্রের মর্মর মূর্তিতে। পাশাপাশি শহরে সুপ্রাচীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শরৎ সংঘের ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও। এদিন সকালে সংঘের পতাকা তোলেন সভাপতি সুদীপ চন্দ্র। সংঘের বরিষ্ঠ সদস্য কল্যাণ মজুমদার ও দুলাল চন্দ্র ঘোষ শরৎ চন্দ্রের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

এরপর বর্ষীয়ান মানিকলাল দে, সাধন দাস রায়, সুজিত সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, সুজিত কাহালি, সায়ন্তন কাহালি, সম্পাদক অভিষেক চক্রবর্তী মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।পুরসভার পক্ষ থেকে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা,

স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ ও ওয়ার্ডের সদস্যরা প্রমুখ। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা জানান নববারাকপুর পুরসভার বোর্ড মিটিং এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক শহরে প্রথতিযশা ঋষি মনীষিদের জন্মদিন যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করে চলেছে। বাংলা ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান হল।

মহান মনীষির জন্মদিনে শ্রদ্ধা সম্মানিত করতে পেরে নিজেরা গৌরবান্বিত হলাম। আগামী ব্যস্ততম প্রজন্মের কাছে মহান মনীষিদের জীবন বৃত্তান্ত পৌছে দিতে পারলে সমাজ সুন্দর ভাবে এগিয়ে যাবে। শরৎ সংঘ সুপ্রাচীন সংগঠন। সংগঠনের পুন্য জন্মদিনে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি পুরসভার ডাঃ বি সি রায় জেনারেল হাসপাতাল ও মাতৃসদনে প্রসূতি বিভাগ এবং গৃহহীনদের আশ্রয়স্থল স্নেহের বন্ধনে আবাসিকদের পাশে দাঁড়িয়ে এক ঝুড়ি করে ফল বিলি করছে। খুব ভালো উদ্যোগ।

সংগঠনের সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সংঘের সম্পাদক অভিষেক চক্রবর্তী জানান শরৎ সংঘের ৭৩ তম জন্মদিবসে পুরসভার ডাঃ বি সি রায় জেনারেল হাসপাতাল ও মাতৃসদনে প্রসূতি বিভাগ এবং স্নেহের বন্ধন আবাসিকদের ফল বিতরণের পাশাপাশি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংঘ গৃহে শিল্পী সমন্বয়ে নৃত্য, সংগীত, কবিতা ও শ্রুতি নাটক পরিবেশিত হয়।

বিবেক অনুষ্ঠান

মহন্ত দাশগুপ্তঃ ভারতবর্ষ ছিল স্বামী বিবেকানন্দের গভীরতম আবেগের কেন্দ্র। তিনি বলতেন আমাদের মাতৃ ভূমির প্রতি জগতের ঋণ অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানকালের ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, তাদের মাতৃভূমির অতীত গৌরব সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ নিতান্তই কম। ফলস্বরূপ শ্রদ্ধাহীনতা, দুর্বলতা,নৈতিকতার অভাব নজরে আসে। এমতাবস্থায় রামকৃষ্ণ মিশন কল্যাণী,স্বামীজীর আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ অনুসারী আমার ভারত অমর ভারত নামে একটি শিক্ষামূলক কর্মশালার আয়োজন করেছে।১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর-২০২৪,তারিখ ৫ দিন ব্যাপী এই কর্মশালায় নবীন প্রজন্মের কাছে ভারতের আধ্যাত্মিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অতীত গৌরব এবং তার নিজস্ব জ্ঞান-ধারা চর্চার বর্তমান প্রাসঙ্গীকতা তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। চাবি নিত্য যোগানন্দ স্বামী দুর্গা নাথানন্দ অধ্যাপক প্রদীপ কুমার মজুমদার ব্রহ্মচারী রাজীব শ্রী শঙ্কর নারায়ন প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মূল্যবান উপস্থিতি বক্তব্য ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করবে সমৃদ্ধশীল কর্মশালা আর কুশীলবগণ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৮৯ সংখ্যা, বুধবার ১ আশ্বিন, ১৪৩১

পুরানো হয় না রবীন্দ্র গান

রবীন্দ্রনাথের গান কেন পুরনো হয় না। এর কারণ সুরের সারল্য এবং কথার রহস্যময়তা। তিনি যখন বলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' তখন আমাদের হৃদয়ে জন্মভূমির প্রতি আশ্চর্য এক অনুভূতি জেগে ওঠে এবং এটা সব ধরণের মানুষের মনে একই রকমভাবে জাগ্রত হয়। এটা সারল্যের অসাধারণ এক উপস্থাপন। আবার তিনি যখন লেখেন 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি, নিয়ে যাবি কে আমারে' তখন তালা এবং চাবির স্থান বদলে যাওয়ার রহস্যে মন থমকে দাঁড়ায় এবং তার ভাবনার আকাশে একটা ছবি টাঙাতে চেষ্টা করে, ছবিটা মেলে আবার মেলে না, একটা দোদুল্যমানতা খেলা করতে থাকে। এই বোঝা এবং না বোঝার অনুভূতি যখন তার মনকে একটা অধরা স্তরে বেঁধে ফেলছে তখন সুর তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সহাস্যে এগিয়ে আসছে। কারণ সুরের সারল্য যা খুবই চেনা, আমাদের জীবযাপন থেকে উঠে আসা, তা কথার রহস্যময়তাকে এক ঝটকায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন কথা এবং সুর দুই মিলে এক অনির্বচনীয়তা তাকে গ্রাস করে ফেলছে। এবং যতবার সে শুনছে এই গান, ততবার সে এর ঘোর থেকে বের হতে পারছে না, নতুন লাগছে। মানুষের একটি সহজ প্রবণতা হচ্ছে সে সুন্দরকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। যে সুন্দরকে গ্রহণ কিংবা উপভোগ করতে খুব বেশি মগজ খাটাতে হয়, তা সব মানুষের না হয়ে কিছু উচ্চতর বোধের মানুষের হয়ে ওঠে। সংগীত নিশ্চয় শ্রেণিকে প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু সুর তাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য ধরে। এখন কোন কথা যদি শ্রেণীর উর্ধে উঠতে পারে, তাহলে সুর এবং কথার যৌথ আবেদন সব মানুষকে এক জায়গায় টেনে ধরতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের কথার এই বৈশিষ্ট্য পাই তার নিজস্ব শ্রেণিকে ধারণ করার ক্ষমতায়। তার গান শ্রেণি মানে এখানে প্রধানত মধ্যবিত্ত, যদিও তিনি মধ্যবিত্ত ছিলেন না। কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণিই সমাজের অন্য শ্রেণীর চেয়ে অধিক শিক্ষচর্চা করে। শিল্প যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চর্চার অন্তর্গত। গণসংগীত কিংবা ফোক- এগুলি একদিকে শোষিত এবং নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর গান। নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে বাউল ধারার গান তার দার্শনিক প্রত্যয়ের জন্য সব শ্রেণীর মানুষকে আক্রান্ত করার ক্ষমতা ধরে। আমরা যদি লালনের গান শুনি তাহলে এর সত্যতা পাই বা যে কোন বাউলের গানেও আমরা এই সার্বজনীনতা লক্ষ্য করি। তিনি যখন বলেন 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' তখন কোন শ্রেণি নয়, সব মানুষ এই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় নিয়ে সংশয়ে পড়ে যায় এবং নিজেকে মানুষ রূপে ভাবতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বাউল দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক গান লিখেছেন। তিনি যখন লেখেন 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না' তখন কোন নির্দিষ্ট শ্রেণি নয়, সব মানুষ নিজেকে চেনার সংকটে ভুগতে থাকে এবং যতবার এই গান শুনে, এই ভাবনা থেকে বেরুতে পারে না। আবার জন্মভূমির প্রতি প্রতিটি মানুষের যে সহজাত টান, তা গানে মূর্ত হয়।

পাপ পুণ্যের অধিকার

'পাপ' কথাটাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে সত্যি কি তার ভেতর থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে বোঝা যায় সত্যিকারের এ ব্যাপারটা কী? এর একটা ভাবমূর্তি ছোটবেলা থেকেই সবার মনের ভেতর গড়ে ওঠে, শৈশব কৈশোর আর যৌবনকে পায়ে পায়ে ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের দ্বার প্রান্তে এসে, পিছে ফেলে আসা স্মৃতির গহনতম প্রদেশে দৃষ্টিপাত করেও কিন্তু সেই ভাবমূর্তিটাকে আর বাস্তবরূপে দেখতে পেলাম না। তথাপি সেই ভাবমূর্তিটা যে মানুষের মনস্তত্বের কতটা গভীরে, কত সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে আঘাত করতে পারে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। কোন এক বহুপঠিত উপন্যাসের নায়ক এক স্বামীজি, অভিযুক্ত হয়েছিলেন আদালতে ব্যাভিচারের দায়ে, বিচারে তার জেল হয়ে গেল। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি কিছুই বললেন না। জেলর ভদ্রলোক কিন্তু জানতেন সাক্ষ্য-প্রমাণে যাই-ই হোক না কেন, স্বামীজির দ্বারা একাজ একান্ত অসম্ভব। আর তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন স্বামীজিকে যে কেন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন কথা বললেন না? স্বামীজি হেসে বাদীপক্ষের মেয়েটি সম্পর্কে বললেন তিনি, ওকে যে মনে মনে আমি পেতে চেয়েছিলাম, তাতে তো কোন ভুল নেই-ত্যাগী মানুষ হয়েও মনে মনে যে কামনা তিনি করেছিলেন সেই পাপবোধের জন্যে তিনি স্বামীজিকে বিনা বাক্যব্যয়ে আদালতের দেওয়া সাজা মাথা পেতে নিতে বাধ্য করেছিল। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে যে কী সূক্ষ্ম, পাপের সংজ্ঞা। আর এর বিস্তৃতি? সে তো সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। আসলে বিবেকের দংশনটাই বড় কথা। বিবেকানন্দের ভাষায় দুর্বলতার অপর নামই পাপ। অর্থাৎ যে কাজ করে বিবেকের কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তাই নাম পাপ। একটা চুরি একটা হত্যা, একটা মিথ্যা, এসবই সামাজিক মানুষের কাছে পাপ, কিন্তু চোরের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে চুরিকে বিচার করলে তার ভেতর পাপের নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না, কারণ এক্ষেত্রে তার বিবেক নির্বিকার। অন্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মনও তার কবিতার সম্পদগামীতার অভাবে বিবেকের দংশনের জ্বালা অনুভব করেছেন আর সে প্রমাণ পাওয়া যায় ঠাকুর কবির 'ঐকতান' কবিতার ভেতরে। 'আমার কবিতা আমি জানি গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী' এ-স্বীকৃতি সেই বিবেকদংশনে জর্জরিত কবিমনেরই বহিঃপ্রকাশ। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে পাপের গণ্ডী কতটা বিস্তৃত। আবার বয়সের ম্যাচুরিটির সঙ্গে সঙ্গে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, তার সঙ্গে পাপের ধারণাও পরিবর্তিত হয়ে যায় যে কাজ ছোট বয়সে অন্যায়ের ভেবে করে ফেলা যায়, বড় হয়ে গেলে আর সে কাজ কোন মতেই করা সম্ভব হয় না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে কাজ করা। দেশ শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ঠাকুর বলতেন যে কোনও সময় দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে দিশাহীন হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। শক্তিকে সঞ্চয় করতে হবে। সব কাজে তার ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজন। সৃষ্টির কাজে তাকে ব্যবহার করতে হবে। মনের মধ্যে কোনও সংশয় রাখা চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে শক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞান শক্তিদায়িনী। ধর্মের জয়ী সব সময়ে। অধর্মে পরাজয় হবে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব মানুষের মধ্যে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণ নাগরিকদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন

বিশেষ প্রতিবেদক

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এমন এক আশ্চর্য প্রতিভা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আগে ও পরে যাঁর কোন দোসর খুঁজে পাওয়া যায় না। একথা সত্যি যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্যই শরৎচন্দ্রের থেকে অনেক বহুবিস্তারী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন, তাঁরা দু'জনেই রসসৃষ্টিতে যেমন অনন্য ছিলেন, তেমনি আবার মনীষা ও বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে বিচিত্র পথসন্ধানী জিজ্ঞাসায় ভরপুর ছিলেন। অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের পরেও বাংলা কথাসাহিত্যে এমন কেউ কেউ এসেছিলেন যাঁরা শরৎচন্দ্রের তুল্য প্রতিভার অধিকারী না হলেও বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে দৃষ্টি গ্রাহ্যভাবে সম্প্রসারিত করতে পেরেছিলেন; যেমন; বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে। প্রকৃতিপ্রেম নামক একটি নতুন আয়তন যোগ করেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রকমারি চরিত্রের স্রষ্টা ছিলেন; আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সমাজ-স্থিতির সবথেকে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক লেখক ও বাস্তব তার সর্বাগ্রগণ্য শিল্পী ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেখানে তুলনারহিত এবং একটু আগে উল্লেখ করা সব দৃষ্টান্তের ঊর্ধ্বে স্থিত, সেটা হল; বাংলা কথাসাহিত্যের মনোহারিত্বের ক্ষেত্র। তাঁর মত করে বাংলা ভাষায় এমন মনোহারী ও লোকপ্রিয় গল্প-উপন্যাস অন্য কেউই সৃষ্টি করতে পারেননি। এই কারণেই শরৎচন্দ্রকে তাঁর জীবদ্দশাতেই বাংলার পাঠক-পাঠিকা সম্প্রদায় 'অপরাজেয়' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। শরৎচন্দ্রকে তাঁদের প্রদত্ত এই অভিধাটি অকারণ ছিল না। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অপরিসীম সৃষ্টি কুশলতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছেন বলে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও কথাসাহিত্যের সীমিত ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাওয়া যায় যে শরৎচন্দ্র তাঁর লেখার জাদুতে বাংলার পাঠক-পাঠিকার চিত্তকে যেভাবে গভীরভাবে সম্মোহিত করতে পেরেছিলেন এবং আজও করে চলেছেন; তেমন কিছু করা কিন্তু এই দুই অগ্রগামী ও দিপাল লেখকের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। আর তাই মনোজ্ঞতার শিল্পে শরৎচন্দ্রকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যেতে পারে।

মনোজ্ঞতা তথা লোকপ্রিয়তার শিল্পকে স্বভাবতঃই নিম্নস্তরের শিল্প জ্ঞান করবার একটা সহজ প্রবণতা সকলেরই মধ্যে কম-বেশি রয়েছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লেখকের ক্ষেত্রে একথা সত্যি হলেও শরৎ চন্দ্রের ক্ষেত্রে একথাটা আদৌ সত্যি বলে দেখা যায় না। বরং লোক প্রিয়তার নজিরে শরৎচন্দ্রকে খাটো করে দেখবার কোন উপায় নেই, কেননা শরৎচন্দ্র শুধু একজন লোক প্রিয় শিল্পীই নন, তিনি আরও অনেক কিছু। এই প্রবন্ধে তাঁর সেই সব বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ কিছুটা পরিমাণে করবার চেষ্টা করা হবে, তবে এবিষয়ে গোড়াতেই যে কথাটা বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া দরকার, সেটা হল যে তাঁর মত জনপ্রিয় শিল্পী এখনও পর্যন্ত বাংলার কথাসাহিত্যের আসরে দ্বিতীয় কেউ আবির্ভূত হতে পারেননি।

বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার হৃদয়াসনে নিজের সুদৃঢ় অধিকার স্থাপনা করবার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অবিসম্বাদী ও সর্বাধিক। কিন্তু নিজের কোন গুণে শরৎচন্দ্র এই অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছেন? সেটা এজন্য যে, তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে শুধুমাত্র মানুষের উপরেই তাঁর সব মনোযোগ সংহত করেছিলেন; মানুষ ছাড়া অন্য কোন অবাস্তব প্রসঙ্গের উত্থাপনায় তিনি নিজের সাহিত্যিক জীবনের সময় ও উদ্যম ব্যয় করেননি। মানুষ ও মানুষের হৃদয়; এই দুটিই তাঁর একান্ত অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল। মানুষ যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে বাস করে, সেই পারিপার্শ্বিকের উন্মোচনে তাঁর ঠিক ততটা উৎসাহ দেখা যায়নি, এমনকি নিসর্গের রূপ বর্ণনা করবার ক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে সামান্যই অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া যে মানুষ বা মানুষী সাহিত্যে তাঁর মুখ্যমনোযোগের বস্তু, বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা অন্য দু'-একজন অগ্রগণ্য লেখকের ধরণে তিনি তাঁদের দৈহিক রূপসৌন্দর্য বর্ণনা করবার জন্য পাতা ভরানোর কোন চেষ্টা করেননি। তাঁর একমাত্র চিত্রিতব্য বিষয় ছিল মানুষ ও মানুষের মন। চরিত্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করতে তিনি বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলেন। তবে সেখানেও কিছু কথা রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত; মানুষের জটিল কুটিল মনের বিশ্লেষণের দিকে তাঁর কোন ঝোঁক ছিল না। সমাজের প্রচলিত অনুশাসন বা সংস্কারের সঙ্গে অন্তরের সহজ প্রবৃত্তির যে সংঘাত, সেই সংঘাতজনিত আলোড়নের ছবি ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তিনি তাঁর শিল্পীমনের সমধিক স্ফূর্তি পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলির আবেগজীবনের রূপায়ণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাঙালি যে অত্যন্ত ভাবাবেগ পরায়ণ জাতি, সেকথা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লে যতটা সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা যায়, তেমন সম্ভবতঃ অন্য কারও লেখা থেকে করা যায় না। অচরিতার্থ প্রেম, সমাজ নিষিদ্ধ অথচ তা সত্ত্বেও অদম্য ভালবাসার আবেগ, বন্ধ্যাত্বের বেদনা তথা মাতৃত্বের ক্ষুধা, সন্তান বাৎসল্য, ভ্রাতৃস্নেহ, নারীর সেবাপরায়ণতা, বিদ্রোহের তেজ প্রভৃতি কতগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগকে শরৎচন্দ্র তাঁর কলমের মাধ্যমে অতিশয় চমৎকার শিল্পরূপ দান করেছিলেন। তাঁর

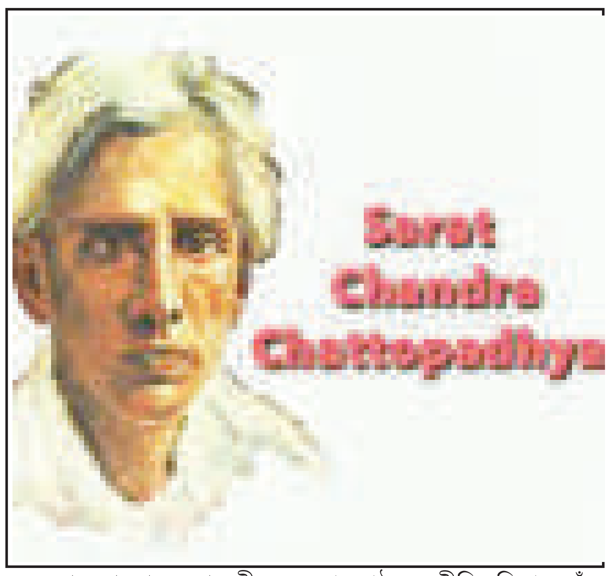

সময়কার বাংলার সমাজজীবন, বিশেষ করে পল্লী-সমাজজীবনের চিত্ররূপ উপস্থিত করতে গিয়ে তিনি বিধিমতে দুটি কাজ নিষ্পন্ন করেছিলেন।

প্রথমত, তিনি তৎকালীন বাংলার পল্লীবাসী সাধারণ নর-নারীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উদঘাটন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন বাংলার সমাজে প্রচলিত একাধিক গতানুগতিক মূল্যবোধের উপরে তিনি সজোরে আঘাত হেনেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর লেখনী, বাস্তবতা ও আদর্শবাদ এই দুই খাতেই যুগপৎ প্রবাহিত হয়েছিল। বাঙালি চরিত্রের মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের ধাত বিশ্লেষণ করে তিনি সেসবের কতগুলি অনুচিত সংস্কারকে চূড়ান্ত রকমের সমালোচনা করেছিলেন। বাঙালির অন্তরে তিনি বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আর এখানেই তাঁর শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে রক্ষণশীলতার অনুকূলেও শরৎচন্দ্র তাঁর অমিত লেখনীর শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি শিল্পী-মনের প্রবণতা অনুযায়ী কখনও প্রগতিশীলতা তো কখনও আবার রক্ষণশীলতা। এই দুই খাতেই তাঁর লেখনীর আবেগ চালিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের শিল্পের সার্থকতা বিধানে ভাষার চয়ন তাঁর একটি প্রধান সহায় হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর মত এমন মনো মুগ্ধকর ভাষা বাংলার খুব কম লেখকেরই লেখনীমুখ থেকে নিঃসৃত হতে পেরেছে। তবে এক্ষেত্রে শুধু ভাষা বললে কমই বলা হয়, বরং এটাকে তাঁর স্টাইল বলা উচিত। ভাষার মধ্যে দিয়ে যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ প্রতিফলিত হয়েছিল, শব্দ সম্পদ, শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের রীতি, চিন্তার ছাঁচ, বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গী সবকিছু জড়িয়ে ছিল, সেখানে তাঁর স্টাইল কিন্তু সেসবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই স্টাইলের জাদুতেই শরৎচন্দ্র বাঙালির চিত্ত হরণ করতে পেরেছিলেন এবং আজও করে চলেছেন। কোন একসময়ে শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে লিখিত একটি পত্রে শরৎচন্দ্র অবশ্য বিনয় করে এপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, ভাষার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম; শব্দসম্পদ যে কত সামান্য এ সংবাদ আর যার কাছেই লুকোনো থাক, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাঁর এই বিবৃতিকে সত্যি বলে গ্রহণ করবার কোন কারণ অন্ততঃ তাঁর সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। আর এটা যদি সত্য বলে গৃহীত হয়ও, সেক্ষেত্রেও যেটা বলবার কথা, সেটা হল যে নিজের উপরোক্ত মন্তব্যে তিনি শব্দ সম্পদের 'সামান্যতা' নিয়ে কুণ্ঠা প্রকাশ করলেও সেটার মধ্যেই তাঁর ভাষার যথার্থ শক্তি নিহিত রয়েছে বলেই দেখতে পাওয়া যায়। নিসর্গবর্ণনা, প্রতিবেশচিত্রণ, বর্ণিত চরিত্রসমূহের দেহ সৌষ্ঠবের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ; এ সমস্ত বিষয়ের বিবরণ দানে তিনি তাঁর মনোযোগ ব্যয় করেননি বলেই তাঁর শব্দসম্পদ স্বতঃই 'সামান্য' থেকে গিয়েছিল। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির ন্যূনতা নিয়ে যে আক্ষেপোক্তি করেছিলেন, সেটা আসলে কোন আক্ষেপোক্তি ছিল না, বাস্তবে সেটা তাঁর আত্মশক্তিতে বিশ্বাসেরই একধরণের প্রকাশ ছিল। আত্মশক্তিকে এখানে ভাষার শক্তি বলে বুঝতে হবে। সাহিত্য সমালোচকদের মতে; শব্দ সম্পদের বিশালতা বা বিস্তারের মধ্যে কখনোই শিল্পীর চাতুর্য নিহিত থাকে না, বরং যে সমস্ত শব্দ নিয়ে শিল্পীর সচরাচর কারবার সেই সমস্ত শব্দ সাজাবার কায়দার মধ্যে এবং কোথায় কোন শব্দের উপরে ঝোঁক আরোপ করতে হবে সেটার ভঙ্গীর মধ্যেই শিল্পীর চাতুর্য নিহিত থাকে। এই মানদণ্ডে বিচার করলে শরৎ চন্দ্রের ভাষার কি কোন তুলনা দেখতে পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের যে কোন উপন্যাসের যে কোন পরিচ্ছেদের বর্ণনাংশের যে কোন পাঁচ-ছয় লাইন পর পর তুলে আভ্যন্তর পাঠের রীতিতে বিচার করলেই তাঁর শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, শব্দের ওজন ও সংযম, অন্বয়ের রীতি, অভীপ্সিত অর্থের স্পষ্টতা ও লক্ষ্যবেধিতা বুঝতে পারা সম্ভব। এছাড়া এথেকে অন্য যে কথাটা বুঝতে পারা যায়, সেটা হল যে শরৎচন্দ্র মূলতঃ পল্লীভিত্তিক লেখক হলেও তাঁর ভাষাশিল্প দরবারী গুণযুক্ত অর্থাৎ নাগরিক ছিল। নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সুবাসে তাঁর স্টাইল ভরপুর ছিল। ভাস্করসুলভ নিপুণযত্নে পাথর কেটে কেটে মাপজোপ করে বসানোর মত করেই তিনি তাঁর লেখার প্রতিটি শব্দকে মেপে মেপে ওজন করে বসাতেন। শুধু তাই নয়, সেই শব্দগুলির উচ্চারণগত ধ্বনি এবং পাঠক-পাঠিকার মনের উপরে সেই ধ্বনির সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে বিচার করে দেখে তবেই তিনি তাঁর সাহিত্যে শব্দগুলিকে ব্যবহার করতেন। তাঁর এই প্রক্রিয়া ভাষাশিল্পের একান্তই নাগরিক প্রক্রিয়া ছিল। মননশীলতা এর পরতে পরতে বিধৃত ছিল। সাধারণ ভাবে যেটাকে 'অশিক্ষিতপটুত্ব' কিংবা দৈবানুগ্রহপুষ্ট শিল্পশক্তি বলা হয়ে থাকে। সেটার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। বরং এটা সম্পূর্ণভাবেই তাঁর সচেতন মনের এক শিল্পসৃষ্টি ছিল। অনুশীলন ছাড়া এই শিল্প কখনোই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, এবং পরিমার্জনা ছাড়া এই শিল্পের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না।

শরৎচন্দ্র যে কতবড় একজন ভাষাশিল্পী ছিলেন সেটার যথাযথ মূল্যায়ণ এখনও হয়নি বলেই মনে হয়। তবে যদি কোনদিন এরকম কোন মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু লেখককেই নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। ভাষার অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ক্ষমতাই তাঁর হাতে বাঙালি পাঠক-পাঠিকার অন্তরে প্রবেশ করবার আসল চাবিকাঠিটি তুলে দিয়েছিল। আর বাঙালী পাঠক-পাঠিকাও যে তাঁকে নিজেদের অন্তরে অবিচলিত আসন দান করেছিলেন, সেটা প্রথমত ও প্রধানত এই ভাষার গুণে প্রভাবিত হয়েই। তাঁদের এই প্রভাব ক্রিয়াটা কখনও সজাগ স্তরের তো কখনও আবার অজাগ স্তরের, সম্ভবত এর মধ্যে অজাগ অংশই বেশি। বাস্তবে, সমালোচকদের মতে; বাঙালি পাঠক-পাঠিকা তাঁদের অজান্তে অথবা অর্ধজ্ঞাতসারেই শরৎ-সাহিত্যের ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সাথে অল্পবিস্তর পরিচিত প্রায় সকলেই এবিষয়ে অবগত রয়েছেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে পুরুষচরিত্রর থেকে নারীচরিত্র অঙ্কনে সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন। আরো ভালো করে বললে নারী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে সেগুলোর মধ্যে তিনি যেন তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়েছিলেন। শুধু যে পল্লী বাংলার মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত স্তরের সাধারণ সতীসাধ্বী পতিগতপ্রাণা গৃহবধূ, বাল্যবিধবা, অরক্ষণীয়া অনূঢ়া কন্যা, প্রৌঢ়া জননী প্রভৃতি নানাধরণের নারীচিত্রই তাঁর বর্ণিতব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেটা নয়, সমাজ-পৈঠার বহির্ভূত সাধারণের অবজ্ঞাত তথাকথিত পতিতা ও ভ্রষ্টাদের উপরেও পরম ঔদার্যে তিনি তাঁর শিল্পদৃষ্টির মমত্ব অর্পণ করেছিলেন। তাদের বহিরঙ্গ ক্লেদাক্ত জীবনের অন্তরালস্থিত সহজাত নারীত্বের মহিমাকে একান্তই যত্ন সহকারে তিনি রূপায়িত করেছিলেন। আর সেজন্য সমকালীন সমাজের রক্ষণশীল অংশ থেকে তাঁকে কম নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়নি; কিন্তু সমস্ত কটু সমালোচনার ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর মানবিকতার অবস্থানে অবিচলিত থেকে গিয়েছিলেন।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

বিশ্বকর্মা পুজোয় বাংলার রান্না পুজো

বিশেষ প্রতিবেদক

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি আর বিশ্বকর্মা পুজো। আমাদের শিবপুরের পুরনো বাড়িতে আজকের দিনে মানে সংক্রান্তির আগের দিনে খুব ঘটা করে হত রান্নাপুজো। সে এক বিরাট আয়োজন। বাড়ির একতলায় ছিল আমাদের মূল রান্নাঘর। সেখানে পরপর খান দু'য়েক গাঁথা মাটির উনুন ছিল নিত্যদিনের রান্না করার জন্য। আর ছিল তোলা উনুন মানে পুরনো বালতি কেটে তাতে লোহার শিক সার সার বসিয়ে ওপরে মাটি দিয়ে শক্তপোক্ত ঝিঁক করা হত। তিনখানা যাতে হাঁড়ি বা কড়া ঠিকঠাক বসানো যায়। সন্ধ্যের আগেই সব যোগাড়যন্তর করে মা জেঠিমারা সব বসে পড়তেন রান্নার কাজে। বড় বড় হাঁড়িতে ভাত হত। নয় রকমের ভাজা আলু পটল কুমড়ো নারকেল ইত্যাদি আর থাকত ছাঁচিকুমড়োর নারকেল কোরা দিয়ে তৈরি তরকারী, নারকেল কোরা দিয়ে কচুর ঘন্ট , ইলিশ মাছ ভাজা বা ঝাল, মুসুর ডাল (ঠাকুরের ভোগের জন্য) তাছাড়াও মুগের ডাল আর স্পেশাল ছিল চালতার অম্বল। কি জানি কেন ঠিক এই সময়টাতেই চালতা পাওয়া যেত আর অন্য কোন সময়ে চট করে চোখে পড়ত না। আনাজপাতি কাটাকুটি, গোছানো ধোওয়ামোছা তারপর রান্না করে আবার সাদা ধুতি ছিঁড়ে ভিজিয়ে সেগুলো দিয়ে হাঁড়ির মুখ ঢেকে রাখতে হত। সেকালে তো ফ্রিজের চল ছিল না। তবে এই রান্নাপুজোকে কেন্দ্র করে গোটা বাড়িতেই একটা উৎসব উৎসব ভাব পড়াশোনার জন্য তাগাদার কথা বোধহয় কারও মাথায় আসত না। গোটা ব্যবস্থার কেন্দ্রে কিন্তু আমাদের সেই গোঁড়া ঠাকুমা, কমবয়সে বিধবা বলে ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, পরনে সাদা থান, বৈধব্যের যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে চলা কড়া ধাতের সকলকে শাসনে রাখাই যার নৈতিক এবং অবশ্যকর্তব্যও বটে। তাঁর নিয়মকানুনের ঠেলায় পান থেকে চুন খসার উপায় ছিল না। রান্না হত দু'ভাগে- একদফা রান্নাঘরের মধ্যে ঠাকুরের ভোগের জন্য আর একদফা হত ওই বাইরের লাল মেঝের ঘরে যা পুজোর ভোগের সঙ্গে মিশিয়ে পরে প্রসাদ আকারে সকলকে দেওয়া হত।

সব রান্নার পাট চুকতে চুকতে রাত হয়ে যেত যদিও কাজ আরও কিছু থাকত। সেটা হল পরের দিনের উনুন পুজো আর মনসা পুজো।

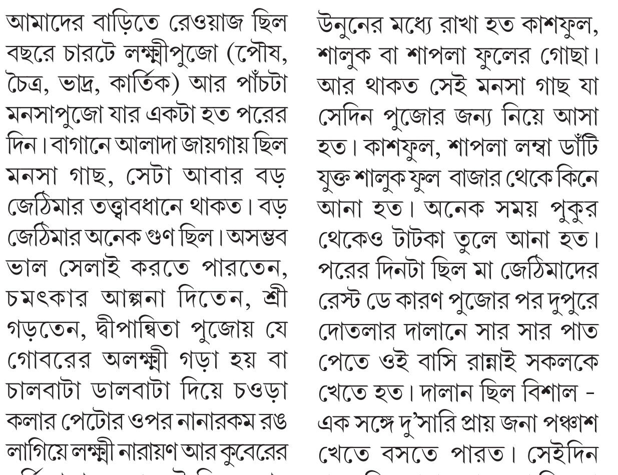

আমাদের বাড়িতে রেওয়াজ ছিল বছরে চারটে লক্ষ্মীপুজো (পৌষ, চৈত্র, ভাদ্র, কার্তিক) আর পাঁচটা মনসাপুজো যার একটা হত পরের দিন। বাগানে আলাদা জায়গায় ছিল মনসা গাছ, সেটা আবার বড় জেঠিমার তত্ত্বাবধানে থাকত। বড় জেঠিমার অনেক গুণ ছিল। অসম্ভব ভাল সেলাই করতে পারতেন, চমৎকার আল্পনা দিতেন, শ্রী গড়তেন, দ্বীপান্বিতা পুজোয় যে গোবরের অলক্ষ্মী গড়া হয় বা চালবাটা ডালবাটা দিয়ে চওড়া কলার পেটোর ওপর নানারকম রঙ লাগিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ আর কুবেরের মূর্তি গড়া হত এসবই ছিল ওনার কাজ। মোটকথা নান্দনিক কাজে ভীষণরকম পটু ছিলেন। খুব কম কথা বললেও অসম্ভব স্নেহপ্রবণ, নানা দু খকষ্টের মধ্যেও রাগ না করে সহজে মানিয়ে নেওয়ার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। অপটু হলেও ওনার কাছ থেকেই এইসব জিনিস শিখে পরে আবাসনে এসে আমাকেই সব করতে হত। যাই হোক যে কথা হচ্ছিল -- রান্নাবান্না শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরের দিন সকালে হত উনুন পুজো আর তার সঙ্গে হত মনসা পুজো। এরজন্যে বড়জেঠিমা সকালে উনুনে আল্পনা দিয়ে চমৎকার করে সাজিয়ে তোলার পর চারদিকেও আল্পনা দিয়ে দিতেন আর একেবারে শেষে উনুনের মধ্যে রাখা হত কাশফুল, শালুক বা শাপলা ফুলের গোছা। আর থাকত সেই মনসা গাছ যা সেদিন পুজোর জন্য নিয়ে আসা হত। কাশফুল, শাপলা লম্বা ডাঁটি যুক্ত শালুক ফুল বাজার থেকে কিনে আনা হত। অনেক সময় পুকুর থেকেও টাটকা তুলে আনা হত। পরের দিনটা ছিল মা জেঠিমাদের রেস্ট ডে কারণ পুজোর পর দুপুরে দোতলার দালানে সার সার পাত পেতে ওই বাসি রান্নাই সকলকে খেতে হত। দালান ছিল বিশাল - এক সঙ্গে দু'সারি প্রায় জনা পঞ্চাশ খেতে বসতে পারত। সেইদিন গরম কিছু রান্না করার জো ছিল না তবে সব নিয়মেরই তো কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকে কারণ বাবা জেঠাদের সকালে বা বিকালে চা পান তো করতে হবে -- সেটা করার জন্য জনতা স্টোভ জ্বালানো হত বটে তবে তা ঠাকুমার নজর এড়িয়ে, বুড়ি জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না। বাড়ি যখন ভাঙা পড়ল তখন সেই যৌথ পরিবার আর রইল না। কে কোথায় ছিটকে গেল। তার আগেই বাড়ির এক স্তম্ভ গেছে খসে। এক জেঠাইমার আকস্মিক মৃত্যু আমাদের পরিবারে ছিল মর্মান্তিক আঘাত।

আবাসনে আসার পর ঠাকুমা নিয়ম করে দিল লক্ষ্মীপুজো হবে আমাদের তরফে আর মনসা পুজো হবে বড় তরফে। প্রথম প্রথম কয়েক বছর হলেও চিরকাল কি আর সব নিয়মকানুন খাটে। ঠাকুমা চলে গেল, বড়জেঠু আর বড় জেঠিমাও চলে গেলেন তারপরে গেল বাবা আর বাকীরা। এখন সিনিয়ার বলতে আমার মা। কালের নিয়মে রান্নাপুজোও গেল বন্ধ হয়ে -- না একেবারে উঠে যায়নি বটে তবে টিঁকে আছে বলাও বোধহয় ঠিক নয় কারণ মা একটা ছোট বাটিতে অল্প একটু ভাত আজ যা রান্না হয়েছে সেটা ভিজিয়ে রেখেছে নিয়মরক্ষার্থে আমাকেই ভক্ষণ করতে হবে আর মনসাপুজোও আগেই হয়ে গেছে -- পুরোহিত এসেছিলেন তাঁকে দিয়ে অন্য এক বাড়িতে যেখানে পুজো হয় সেখানেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠাকুমা নামক ছাতাটির মর্মার্থ আগে বুঝতাম না এখন বিলক্ষণ বুঝি। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে একটি শান্তি ছিল। ছিল অভিভাবক। এখন সব পরিবার অভিভাবকহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। কেউ কারোর কতা শোনে না। স্বামী কাজ করতে বের হয়ে যায়। স্ত্রী সন্তানদের স্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এর মধ্যে আবার কোনও কোনও বাড়ির মেয়েরা অফিস কাছারি করে। ফলে একন আর কোনও রকমভাবে জমাট সংসার দেখতে পাওয়া যায় না। সবাই যে যার মতো। তার মধ্যে কোনও মিলনের সেতু নেই। আছে শুধু দেখনদারি। তখন সত্য ছিল সংসার। এখন অসাড় সংসার।

সম্পাদক সমীপেষু

রহস্য লেখিকা আগাথা

বিশেষ প্রতিবেদক

ডেম আগাথা ম্যারি ক্লারিসা ক্রিস্টি, লেডি মালোওয়ান (১৫ই সেপ্টেম্বর,১৮৯০ , ১২ই জানুয়ারী,১৯৭৬) একজন ইংরেজ লেখিকা ছিলেন। তিনি ৬৬টি গোয়েন্দা উপন্যাস ও ১৪টি ছোটগল্প সংকলন-সহ মোট ৮০টি বই লেখেন। তার রচিত বইগুলোর মধ্যে গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো ও মিস মার্পল-এর কাহিনিগুলো অন্যতম। তাকে রহস্য উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্ভাবনী লেখকদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। তার ডাকনাম দ্য কুইন অফ ক্রাইম (অপরাধ উপন্যাসের রাণী বা রহস্য সাম্রাজ্ঞী)। তিনি বিশ্বের দীর্ঘতম সময় ধরে মঞ্চস্থ নাটক দ্য মাউসট্র্যাপ রচনা করেছেন। নাটকটি ১৯৫২ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ওয়েস্ট এন্ড থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে। এছাড়া তিনি ম্যারি ওয়েস্টম্যাকট ছদ্মনামে ছয়টি উপন্যাস রচনা করেন।

সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭১ সালে তাঁকে অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ারের ডেম কমান্ডার খেতাবে ভূষিত করা হয়। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এর তথ্যানুসারে অগাথা ক্রিস্টি বিশ্বের সর্বকালের সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের লেখক এবং যেকোন ধরনের সাহিত্যকর্মের সর্বাধিক বিক্রীত লেখক, যে ক্ষেত্রে উইলিয়াম শেকসপিয়ারই কেবল তাঁর সমকক্ষ। তাঁর রচিত বইয়ের প্রায় দুইশত কোটি কপি বিশ্বব্যাপী বিক্রি হয়েছে, যার চেয়ে কেবলমাত্র বাইবেলই অধিক সংখ্যক বিক্রি হয়েছে। ক্রিস্টির বই সর্বমোট ৫৬টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইউনেস্কোর বিবৃতি অনুসারে তিনি একমাত্র লেখক যার রচনা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভাষায় অনূদিত হয়েছে, ওয়াল্ট ডিজনি কর্পো রেশনের সম্মিলিত কাজই কেবল এ রেকর্ড ছাড়িয়েছে। আগাথা ম্যারি ক্লারিসা মিলার ১৮৯০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ডেভনের টর্কের এক ধনাঢ্য উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফ্রেডরিক আলভা (ফ্রেড) মিলার এবং মাতা ক্লারিসা মার্গারেট (ক্লারা) মিলার (বিবাহপূর্ব বোমার)। আগাথা তিন ভাইবোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মাতা ক্লারা ১৮৫৪ সালে ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফ্রেডরিক বোমার ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা ছিলেন এবং তাঁর মাতা ম্যারি অ্যান বোমার (বিবাহপূর্ব ওয়েস্ট)। বোমার ১৮৬৩ সালে জার্সিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ক্লারা ও তার ভাইদের জন্য অপ্রতুল সম্পদ রেখে যান যা তার বিধবা স্ত্রী ম্যারির পক্ষে কষ্টকর ছিল। বোমারের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর ম্যারির বোন মার্গারেট ওয়েস্ট বিপত্নীক শুকনো পণ্যের বণিক নাথানিয়েল ফ্রেরি মিলারকে বিয়ে করেন। মিলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন। ম্যারিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তারা নয় বছর বয়সী ক্লারাকে দত্তক নেন। তারা চেশায়ারের টিম্পার্লিতে বসবাস শুরু করেন। মার্গারেট ও নাথানিয়েলের কোন সন্তান ছিল না, তবে নাথানিয়েলের পূর্বের বিবাহ হতে ফ্রেড মিলার নামে সতের বয়সী এক পুত্র ছিল। ফ্রেড নিউ ইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণ করেন। মিস মার্পল ধারাবাহিক।

এই ধারাবাহিকে মোট ১২ টি উপন্যাস ও ২০ টি ছোটগল্প আছে। মহিলা গোয়েন্দা লেখক হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত টেন ডলস উপন্যাসকে রহস্যময় উপন্যাস বলা যেতে পারে। কীভাবে রহস্য সৃষ্টি করতে হবে এবং তার সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ লেখিকা।

কেতুগ্রামে বাসের মধ্যেই গলায় ক্ষুর চালিয়ে নাবালিকাকে খুনঃ গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আরজিকর কান্ডের পর এই রাজ্যে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এই সময় একটি যাত্রীবাহী বাসে দিবালোকে প্রকাশ্যে গলায় ক্ষুর চালিয়ে খুন করা হল এক স্কুল ছাত্রীকে। চলন্ত বাসের মধ্যে ওই নাবালিকার গলায় ক্ষুর চালিয়ে খুন করে চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পালালো যুবক। যদিও পরে অভিযুক্তকে ধরে ফেলে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কেতুগ্রামে। জনসমক্ষে এইভাবে নাবালিকাকে নৃশংসভাবে খুন করায় হতবাক হয়ে গেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রীর নাম জ্যোতি খাতুন। সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার হরিপুর গ্রামে। অভিযুক্ত যুবকের নাম বাবু শেখ।

সেও হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা। বাবু পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। সে কেরালে কাজ করে। দিন কয়েক আগেই হরিপুরে ফিরেছিল অভিযুক্ত। মৃতার পরিবারের দাবি, নাবালিকা ছাত্রীকে বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্যক্ত করছিল ছেলেটি। কিন্তু সে তাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় প্রতিহিংসার ছক করে অভিযুক্ত বাবু সেখ। দিন কয়েক আগে ওই ছাত্রী আড়না গ্রামে তার মাসির বাড়ি বেড়াতে আসে। মঙ্গলবার নিজের কিছু কাজের জন্য কাঁদরা ব্লক অফিসে যায় মাসির সাথে। কাজ শেষ করে ফের আড়না গ্রামে ফেরার জন্য বাস ধরে তারা। বাসের মধ্যে জানালার ধারে বসেছিল ওই ছাত্রী। তার পাশে বসেছিলেন মেয়েটির মাসি। আচমকাই অভিযুক্ত যুবক হামলা চালায় মেয়েটির উপর। হাতে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার গলায় একের পর এক আঘাত করতে শুরু করে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। মৃত্যু হয় তার। মৃতার মাসি বলেন, রেলগেটে পার হতেই ও দৌড়ে বাসে উঠে ছুরি চালিয়ে দিল। আমরা চিৎকার করতে করতেই ও ছুটে বেরিয়ে পালিয়ে গেল। মৃতা ছাত্রীর বাবা মিন্টু সেখ জানিয়েছেন, বেশ কয়েকজন যুবক তার মেয়েকে উত্যক্ত করছিল কিছুদিন ধরেই। এই ঘটনা একজনের দ্বারা হতে পারে না। বাবু সেখ ছাড়াও আরও কয়েকজন এই ঘটনার পিছনে থাকতে পারে বলে দাবী করেছেন মৃতা ছাত্রীর বাবা। রাস্তাঘাটে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যায় বাসযাত্রীরা। স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কে ভুগছেন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে ইতিমধ্যেই পলাতক অভিযুক্ত বাবু শেখ কে গ্রেপ্তার করেছে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ।

বিশ্বকর্মা পূজার দিন বনদপ্তরের পক্ষ থেকে হাতি পূজার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ডুয়ার্সে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বনদপ্তরের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় হাতি পুজোর। এই পুজোয় সামিল হলেন বনকর্মীদের পাশাপাশি বনবস্তির বাসিন্দা সহ পর্যটকরা। এদিন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের মোট তিনটি বিটে ২৮ টি হাতির পুজো হয়। প্রতিবছরই বিশ্বকর্মা পূজার দিন ডুয়ার্সের গরুমারা, ধূপঝোড়া, বুধরাম বিটে হাতি পুজো হয়। পাশাপাশি পুজো উপলক্ষ্যে কুনকি হাতিদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল স্পেশ্যাল মেনুরও।

এদিন ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোড়ার এলিফ্যান্ট ক্যাম্প গাছবাড়িতে হিলারি, জেনি, বসন্ত, ডায়না, কাবেরী, হিরালি, ফাল্গুনী, ফুলমতি, মাধুরী, বিজয়া সহ বন দফতরের মোট ৯ টি পোষ্য কুনকি হাতিদের মালা পরিয়ে, সাজিয়ে পুজো করলেন মাহুত ও বনকর্মীরা। পুজো উপলক্ষে এদিন সকাল থেকেই ধূপঝোড়া, রামশাই, গরুমারা ও মেদলার কুনকি হাতিদের নিয়ে মাহুতদের ব্যস্ততা ছিল চরমে। কুনকি হাতিগুলিকে প্রথমে মূর্তি নদীতে ভালো করে স্নান করিয়ে হাতিদের গায়ে নকশা এঁকে সাজানো হয়। এরপর প্রতিটি হাতির গায়ে লিখে দেওয়া হয় তাদের নাম। এরপর নিয়ে আসা হয় পুজো মণ্ডপে। শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে চলে পুজো। পুরোহিত সমস্ত নিয়মনীতি মেনে, মন্ত্রোচ্চারণ করে পুজোর কাজ সারেন। আর এই হাতি পুজো দেখতে পর্যটকদের ভিড় জমেছিল গরুমারা, ধূপঝোড়ায়। পর্যটকদের পাশাপাশি আশেপাশে গ্রামের মানুষজনও প্রতিবছর এই বিশেষ দিনটিতে হাতি পুজো দেখতে চলে আসেন পিলখানায়। পুজো উপলক্ষ্যে খিচুড়ি প্রসাদও বিতরণ করা হয়। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এভাবে হাতি পুজো দেখে রীতিমতো খুশি ডুয়ার্সে ঘুরতে আসা পর্যটকরা।

নিম্নমানের চা বিক্রি আটকাতে উদ্যোগী রাজ্য

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দার্জিলিং চা এর ট্যাগ লাগিয়ে নেপালের নিম্নমানের চা বিক্রি আটকাতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। রাজ্যের দার্জিলিং চা এর সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে ভারত নেপাল সীমান্তবর্তী পানিট্যাঙ্কি এবং পশুপতি তে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী শুক্রবার শিলিগুড়িতে প্রস্তাবিত চা পরামর্শদাতা কাউন্সিলের বৈঠকে এই বিষয়ে কথা হবে বলে শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই পরীক্ষাগারে চা আমদানির বিষয়টি দেখার জন্য পৃথক ইউনিট তৈরি করা হবে বলে সূত্রের খবর। শ্রমিকদের বোনাস নিয়েও কথা বলে জানা গেছে।

খড়্গপুর ডিভিসনে ক্যাটারিং ইউনিট চুক্তিসমূহের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং: কেজিপি/সিএটিজি-ডব্লুইএম/২০২৪, তারিখ ১৭.০৯.২০২৪

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন: (১) ০৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য বালেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিটের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থার জন্য ই-অকশন ক্যাটালগ যা ক্যাটালগ নং সিএটিজি-কেজিপি-২৪-০৬ তে দ্রষ্টব্য, অকশনের তারিখ ঃ ২১.০৯.২০২৪, অকশন শুরু/বন্ধের সময়: যথাক্রমে সকাল ১০টা ও সকাল ১০.৩০ মিনিট। (২) ০৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য খড়্গপুর ডিভিসনে মেচেদা (১টি) ও পাঁশকুড়া (১টি) স্টেশনে ডব্লুডিব্লুএম স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য ই-অকশন ক্যাটালগ যা ক্যাটালগ নং কেজিপি-ডব্লুডিব্লুএম-২৪-০৫-তে দ্রষ্টব্য, অকশনের তারিখ ঃ ২১.০৯.২০২৪, অকশন শুরু/বন্ধের সময়: যথাক্রমে সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৪০ মিনিট। (৩) ০৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য খড়্গপুর ডিভিসনে খড়্গপুর (২টি), বালেশ্বর (২টি), মেদিনীপুর (২টি), ঘাটশিলা (১টি), ঝাড়গ্রাম (১টি), জলেশ্বর (১টি) ও হিজলী (১টি) স্টেশনে ডব্লুডিব্লুএম স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য ই-অকশন ক্যাটালগ যা ক্যাটালগ নং: কেজিপি-ডব্লুডিব্লুএম-২৪-০৬-তে দ্রষ্টব্য, অকশনের তারিখ ঃ ২৭.০৯.২০২৪, অকশন শুরু/বন্ধের সময়: যথাক্রমে বেলা ১২টা ও বেলা ২টা। যেগুলি ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ বিজ্ঞাপিত আছে। এজেন্সি/ক্যাটারিং কন্ট্রাক্টরদের এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত তথ্য ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখতে হবে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-615) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ১৭.০৯.২০২৪ তারিখে দক্ষিণ পূর্ব রেল সদর দফতর, গার্ডেন রিচ, কলকাতায় অফিসার ও কর্মীদের কাছে স্বচ্ছতা অঙ্গীকার নিচ্ছেন।

অসুস্থ স্ত্রীকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ স্ত্রীকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর! আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি অভিযুক্ত ব্যক্তি। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার খাগড়া এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সারাফত হোসেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ফতেমা বিবি। সারাফত পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এদিন সকালে নিজের হাতের শিরা কেটে মেয়েকে ফোন করে বাড়িতে ডাকেন সারাফাত। মেয়ে বাড়িতে ছুটে এসে দেখেন, মা ও বাবা রক্তাক্ত অবস্থায় .মেঝেতে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে মায়ের চোখে মুখে প্রচুর রক্ত লেগে রয়েছে। খবর যায় পুলিশে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে ফতেমা বিবিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন ফতেমা। তা নিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। সেই প্রভাব পড়েছিল স্বামীর উপরের। সেই থেকেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রীকে হত্যা করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন সরাফত। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ।

ত্রান নিতে এসে বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু এক কিশোরীর

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ নদীতে তলিয়ে গেলেন এক ব্যাক্তি, দুপুর থেকেই ডুবুরি বোর্ড নামিয়ে এখনো পর্যন্ত খোঁজ না পাওয়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ভরতপুরে । কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টির ফলে নদীত বেড়েছে জল। কুয়ে নদীতে তলিয়ে গেলেন এক ইটভাটার শ্রমিক। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকা জুড়ে । জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার ইব্রাহিমপুরে কুয়ে নদীর জলে তলিয়ে যান পেয়ারা শেখ নামে ৬০ বছরের শ্রমিক। বাড়ি ভরতপুর থানার সিজগ্রামে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ভরতপুরের বিডিও সহ ভরতপুর থানার পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনের তরফ থেকে চালানো হচ্ছে চিরুনি তল্লাশি। অন্যদিকে ত্রান শিবিরে ত্রান নিতে এসে বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরীর । মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার অন্তর্গত সোনাভাড়ুই গ্রাম গত কয়েক দিনের বৃষ্টির জেরে কুয়ে নদীর জলে বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে, ত্রাণ-শিবিরের ত্রান নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার সময় বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরীর। জানা গেছে ওই কিশোরীর নাম দিশা বাগদি বাড়ি সোনা ভাড়ুই গ্রামে, মঙ্গলবার দুপুরে বন্যা কবলিত এলাকার বাসিন্দাদের জন্য ওই গ্রামের পাশে বাদশাহী সড়কের উপর ত্রান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল এই ত্রাণ শিবিরে দিশা বাগদি নামের ওই কিশোরী মায়ের সঙ্গে ত্রাণ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মায়ের কোল থেকে অসাবধানবশত জলে পড়ে যায় এবং বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয় তার, গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রশাসনিক অব্যবস্থার কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন নৌকার ব্যবস্থা করা হয়নি। ঘটনা জেড়ে চাপা উত্তেজনা ওই গ্রামে এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার । ঘটনাস্থল পরিদর্শনে বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা পৌঁছলে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা পরবর্তীকালে ঘটনার খবর পেয়ে বড়ঞা থানার পুলিশ কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি। প্রসঙ্গত টানা কয়েদিন ধরে বৃষ্টির ফলে জলে প্লাবিত কান্দি মহকুমার ভরতপুর, বড়ঞাসহ একাধিক গ্রাম এলাকা। কুয়ে নদীর জলে প্লাবিত মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার আঙারপুর গ্রাম। স্লুইস গেট ভেঙে কুয়ে নদীর জলে প্লাবিত মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার আঙারপুর গ্রামের একাংশ। জলমগ্ন হয়েছে ওই এলাকার কৃষিজমি থেকে কিছু ঘর- বাড়িও। বাসিন্দারা জানান, ফ্লুইস গেট ভেঙে যাওয়ায় গতকাল, সোমবার গভীর রাত থেকে গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রশাসন, সেচ দপ্তরের দিকে আঙুল তুলেছে। পঞ্চায়েতের অভিযোগ স্লুইস গেট অনেকদিন ধরেই খারাপ ছিল। সেচ দপ্তরকে তা জানানো হয়েছিল। কিন্তু মাটির বস্তা দিয়ে অস্থায়ীভাবে মেরামতি করেছিল তারা। স্থায়ীভাবে সমস্যার কোনও সমাধান করা হয়নি। যার ফলে গতকাল, গভীর রাতে মাটির বস্তা সরে গিয়ে কুয়ে নদীর জল ওই এলাকায় ঢুকে পড়ে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন এলাকার চাষীরা। বাড়ি থেকে শুরু করে ক্ষতির মুখে মাঠের ফসল, সরকারী সাহায্যের আবেদন ।

ভিক্ষা করতে এসে আলমারি ভেঙে চুরি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের ডালটনপুর বোলতলাপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। সাত সকালে এক মহিলা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন আব্বাস আলী নামে একজনের বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে আসেন ওই মহিলা। কোনও সাহায্য করতে পারবেন না বলে বাড়ির লোকেরা মহিলাকে চলে যেতে বলেন। অভিযোগ, হঠাৎ ভিক্ষা করতে আসা মহিলা ঘরে ঢুকে পড়েন। শুধু তাই নয়, আলমারির পাল্লা ভেঙে জিনিস হাতাতে যান। তখনই আওয়াজ শুনে বাড়ির মালিক ছুটে আসেন। দেখেন, আলমারির তিনটি পাল্লা ততক্ষণে ভেঙে ফেলা হয়েছে। মহিলা পালানোর চেষ্টা করলে হাতেনাতে ধরা পড়েন তিনি। এরপরই তাঁকে আটকে রাখা হয়। ওই বাড়ির এক মহিলার কথায়, ‘আমি ঘরে ছিলাম। তখনই ভিক্ষা চেয়ে ওই মহিলা দুই সন্তানকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। ঘরে কেন ঢুকেছে জিজ্ঞেস করতেই বলেন টাকা চাইতে এসেছেন। বললাম বাড়িতে এখন লোক নেই। চলে যান। তারপরই আমি সরে গেলে হঠাৎ আওয়াজ শুনে ঘরে গিয়ে দেখি আলমারি ভাঙা হয়ে গেছে। তখনই সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলি।’ ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিহরপাড়া থানা এলাকায়। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ওই মহিলা - সহ তাঁর দুই সন্তানকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর পরই এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ব্যাটারি চালিত ই- রিক্সা কে নথিভুক্ত করার কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রাজস্ব আদায়ের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার ব্যাটারি চালিত ই- রিক্সা কে নথিভুক্ত করার কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞার জেরে ২০১৯ সাল থেকে আটকে থাকা নথিভুক্তকরনের কাজ নিয়ে সম্প্রতি জটিলতা কেটে যাওয়ায় পরিবহন সচিব সৌমিত্র মোহন সম্প্রতি নির্দেশিকা জারি করে এই কাজ সম্পূর্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য এই ই- রিক্সা চালকদের ন্যূনতম দশ দিনের প্রশিক্ষন দিয়ে নিদৃষ্ট লাইসেন্স ও পারমিটের ভিত্তিতে তাদের বিক্রি করা হয়। অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম ও আধা শহরে স্থানীয়ভাবে তৈরি টোটো উদ্বেগজনক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা নিয়ন্ত্রনে আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করে টোটো নথিভুক্ত করার জন্যে একটি পোর্টাল তৈরির কথা বিবেচনা করা হচ্ছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

গুজরাটে অস্বাভাবিক মৃত্যু সিউড়ির ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ তিলোত্তমা কান্ডের মধ্যে ফের অস্বাভাবিক মৃত্যু হোটেল ম্যানেজমেন্ট ছাত্রীর। ছাত্রীর বাড়ি এই রাজ্যে হলেও ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটে। ভিন রাজ্যে পড়াশোনা করতে গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু বীরভূমের সিউড়ির ছাত্রীর। গুজরাটে হোটেল ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণে গিয়েছিলেন সিউড়ির বাসিন্দা ওই তরুণী। নাম পিয়া দাস। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারকে আত্মহত্যার কথা জানানো হলেও তা মানতে নারাজ তারা। মৃতার পরিজনদের দাবি, তাঁদের মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারেন না। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। স্থানীয় সূত্রে খবর, সিউড়ির মল্লির গুণ পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন পিয়া। গত ফেব্রুয়ারিতে হোটেল ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ নিতে গুজরাট যান তিনি। সেখানকার এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলেন। চলতি মাসেই তাঁর প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ১২ সেপ্টেম্বর সিউড়ির বাড়িতে খবর আসে পিয়া আত্মহত্যা করেছেন। ওই প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ফোন করে পিয়ার মৃত্যুর খবর জানান। সোমবার রাতে তাঁর দেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকেরা। কী ভাবে পিয়ার মৃত্যু হল তা এখনও অজানা। পরিবারের অভিযোগ, ওই প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যা বলে দায় সেরেছেন। পুলিশ-প্রশাসন কোনও ভাবে সাহায্য করেনি বলেও অভিযোগ। পিয়ার দিদি পাপিয়ার কথায়, ‘‘আমার বোন কখনও আত্মহত্যা করতে পারে না। ওকে ওঁরা মেরে ফেলেছেন।’’ বোনের মতো দিদিও হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়া। তিনি রাজস্থানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। পরিবার সূত্রে খবর, পিয়া যে মেসে থাকতেন, সেখানে আরও দু’জন ছিলেন। তাঁরাও হোটেল ম্যানেজমেন্ট ছাত্রী। পিয়ার মৃত্যুর পর তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যায়নি বলেও দাবি পরিবারের। মৃতার জামাইবাবুর কথায়, ‘‘ওখানে আমাদের কেউ কোনও সাহায্য করেননি। থানায় গিয়ে বলায়, আমাদের কথা শুনতে চায়নি। এমনকি এফআইআর রুজুর আবেদনও গ্রাহ্য করেনি। বাড়ির লোক সেখানকার লোকাল থানায় যোগাযোগ করে মেয়েটির মৃতদেহ নিয়ে আসেন গতকাল রাতে সিউড়ির বাড়িতে। সেখানকার পুলিশ ও হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট এই মৃত্যুর পেছনের ঘটনাকে তুলে ধরেনি, শুধুমাত্র অস্বাভাবিক মৃত্যু বলেই দেখানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন কোনোভাবেই সাহায্য করেনি বলে বাড়ির লোকের অভিযোগ। পরিবারের লোকজন প্রশ্ন তুলছেন মোদীর রাজ্যে বাংলার ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে।

পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, মামাকে ডেকে এনে পোলে বেঁধে মারধরের অভিযোগ দুই ভাগ্নের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে শরিকীদের মধ্যে বিবাদ। সেই বিবাদের জল গড়ালো বহুদূর। মামাকে ফোন করে ডাকিয়ে এনে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ভাগ্নেদের বিরুদ্ধে। এমনকি মামা কে পোলের মধ্যে বেঁধে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে দুই ভাগ্না সহ দলবলের বিরুদ্ধে। অচৈতন্য অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে যুবক। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে আহত যুবকের স্ত্রী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের মিসকিনপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহত যুবকের নাম আসিম আলি (৪০)। তার বাড়ি হরিশচন্দ্রপুরের ভবানীপুর গ্রামে। অভিযোগ উঠেছে তার দুই ভাগ্না নুর ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম সহ মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছেলে নুর ইসলাম ও মা নুরেসা বিবির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছে। অভিযোগ, নুরের বাবা মারা যাওয়ার আগে সে তার সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে করে দেন। বাবার সম্পত্তির অংশ নিয়ে মায়ের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয় ছেলের। তাদের বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এরপর ছেলে মাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ। মা নুরেসা বিবি ছয় মাস ধরে ভবানীপুর গ্রামে বাবার বাড়িতে রয়েছে। ভাগ্না নুর ও রফিকুল গ্রামের একজন কে দিয়ে ফোন করে লক্ষনপুর বাস স্ট্যান্ডে ডাকে মামা আসিমকে। এরপর সেখানে তাকে বেধড়ক মারধর করে বাইকে করে তুলে নিয়ে যায় গ্রামে। পোলের মধ্যে বেঁধে বাঁশ দিয়ে মারধর করে। অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে আসিম। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। অভিযুক্তরা ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে। আক্রান্ত আসিম আলী জানান, আমাকে কয়েকজনকে দিয়ে ডাকানো হয়েছিল। আমি যেতেই আমার ভাগ্নেরা আমার উপর চড়াও হয়। মাটিতে ফেলে মারধর করে। লাঠি-বাঁশ দিয়ে মারছিল। ওরা প্রায় ৭ থেকে ৮ জন ছিল। আক্রান্তের বোন নূরেসা বিবি বলেন, আমরা যাকে জমি চাষ করতে দিয়েছি। রুবেল নামে সেই যুবক আমার দাদাকে ডাকে। তারপর আমার দাদাকে মারধর করা শুরু হয়। আবার ওই রুবেল আমাকে ফোন করে খবর দেয়। ও সব চক্রান্তের মূলে রয়েছে। অভিযুক্তের স্ত্রী মামনি খাতুনের দাবি, আমার স্বামীর ভাগের জমি ওরা দখল করে রেখেছে। আজ সেই জমি বিক্রি করতে যাচ্ছিল। আমরা গিয়ে প্রতিবাদ করে বাধা দিয়েছিলাম। সেই সময় আমার পোশাক ছিঁড়তে গেছিল। স্বামী বাধা দিতে গেলে ঝামেলা হয়। তাকে কেউ মারধর করেনি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর চাষির, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম , ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মাঠে ছিঁড়ে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছ সিউড়ির সাঁইথিয়া থানা এলাকায়। এদিন ওই ব্যক্তি চাষের কাজ দেখতে যান। সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা জানিয়েছে, ‘একটি গাছ বিদ্যুতের খুঁটির উপর গিয়ে পড়ে। তার জেরে খুঁটি উপড়ে মাঠে পড়েছিল।’ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান তৃণমূলের সাঁইথিয়া ব্লকের সভাপতি সাবের আলি খান। তিনি জানান ‘এটা একটা দুর্ঘটনা। বিদ্যুৎ দপ্তরের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।’ স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত প্রৌঢ়ের নাম প্রাণগোপাল গড়াই (৬৫)। তিনি সাঁইথিয়া থানার মাঠপলশা গ্রামের খেরুয়া গ্রামের বাসিন্দা। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও টানা বৃষ্টিতে ধানের কী পরিস্থিতি তা খতিয়ে দেখতে যান প্রাণগোপালবাবু। কিন্তু মাঠের ধানের তলায় বিদ্যুৎবাহী তার তিনি দেখতে পাননি। তারের সংস্পর্শে আসতেই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের লোকেরা। তারা জানায়, ‘বিদ্যুতের খুঁটি-সহ তার দু দিন ধরেই মাঠে পরেছিল। তাদের পক্ষে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা ছিল। সোমবার ওই এলাকা অন্ধকারে ছিল। কেউ বা কারা গ্রামে আলো জ্বালাতে দপ্তরকে না জানিয়ে সংযোগ দিয়ে দেয়। ফলেই এই বিপত্তি!

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৪২- ২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে (স্টেশন/ইয়ার্ড) অতিরিক্ত হাই মাস্ট টাওয়ার ইত্যাদির ব্যবস্থাকরণ দ্বারা ইয়ার্ড/স্টেশন ইয়ার্ড ইত্যাদির আলোর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,১৯,৬২,৭০৫ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৪,৫৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৫ মাস। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৩.০৯.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টায়। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১০.২০২৪ তারিখে দুপুর ২টার পর। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ৩০.০৯.২০২৪ তারিখ। **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী পাওয়া যাবে।

(SDAH-192/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এনআইটি/০২/২৪/৫৩, তারিখ ১৬.০৯.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০১.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ১৬২৪১০১৩;** পিটিএফই নিউট্রাল সংগ্রহ; ৩,১৪,৪৭০ টাকা। **(২) ২০২৪২১৪১;** ইএমইউ/এমইএমইউ মোটর কোচেস, কেপিসি-র তৈরি এয়ার কম্প্রেসর টাইপ ৩এইচসি-৫৫, ৫৪ মান্থ ওভারহলিং কিট; ৫,১০,১২০ টাকা। **(৩) ২০২৪২১৪২;** ইএমইউ/এমইএমইউ মোটর কোচেস, কেপিসি-র তৈরি এয়ার কম্প্রেসর টাইপ ৩এইচসি-৫৫, ১৮ মান্থ ওভারহলিং কিট; ৪,০১,৭১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪) ১১২৪১৬৫৭এ;** অ্যাক্সল বক্স হাউজিং ফিনিশ মেশিনড্ ইত্যাদি সংগ্রহ; ৪,৫৫,৫৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৫) ১১২৪২১৫৯;** এসি এবং এনএসি এলএইচবি কোচগুলিতে প্রাইমারি সাসপেনশনের জন্য টিপিইউ রিংয়ের সেট সংগ্রহ; ২,৭২,৫১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৭.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৬) ০৫২৪১২৭৬;** সাধারণ কাজে ব্যবহারে জন্য রেডি মিক্সড্ অ্যালুমিনিয়াম পেইন্ট সংগ্রহ; ১,৫২,৯৬০ টাকা। **(৭) ০৬২৪১৬৫৩;** কিউআর কোড থার্মাল পেপার টিকিট রোল সহ এটিভিএম সংগ্রহ; ১,৬৮,০৭০ টাকা। **(৮) ২২২৪৫৬০৬;** ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ইঞ্জেকশনের জন্য ফেরিসিম্যাব ৬এমজি/০.০৫এমএল সলিউশন; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৯) ১৪২৪১০০১;** আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ (ভার.৩) (সাম্প্রতিক ভার্সন এবং এ-পর্যন্ত অ্যামেন্ডমেন্ট, যদি থাকে) অনুযায়ী সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সল কাউন্টারের জন্য মাইক্রো কন্ট্রোলার লজিক কার্ড (এমএলবি-১=৫০% এবং এমএলবি-২=৫০%) সংগ্রহ; ১,০৮,৪১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১০) ১১২৪১০২৪;** সমস্ত কয়েল ফিয়াট বগির জন্য সেকেন্ডারি ল্যাটারাল ড্যাম্পার; ১,৭১,১০০ টাকা। **(১১) ১১২৪১০৩০;** অ্যাক্সল বক্স ইত্যাদির জন্য রিয়ার কভার সংগ্রহ; ১,১৮,১২০ টাকা। **(১২) ১১২৪১৮২৪;** হাই টেন্সাইল টাইট লক্ সেন্টার বাফার; ৩,০৩,৮৭০ টাকা। **(১৩) ২০২৪২১৩৮;** ইএমইউ/এমইএমইউ/ডিইএমইউ মোটর কোচেস, সিজিএল-এর তৈরি এইচএইচপি টিআর., মোটর, টাইপ-সি১০০৫ পিই বেয়ারিং এন্ড শিল্ড ও স্পেয়ারস, যা ১১টি আইটেম সম্বলিত; ২,৬৫,২৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৪) ২১২৪১৩৭০;** ক্যাসনাব ২২ এইচএস বগি ইত্যাদির জন্য কাস্ট স্টিল বোলস্টার; ৮,১৭,৭৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৫) ১১২৪১৫৮০;** সেল্ফ প্রাইমিং মনো ব্লক পাম্প ইত্যাদি; ২,৩৯,৩৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৬) ১১২৪১১৪০;** অ্যাঙ্কর লিঙ্ক (টাইপ-এ) ইত্যাদির জন্য সায়লেন্ট ব্লক সংগ্রহ; ২,৫৭,৮৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.১০.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৭) ১১২৪১৫২৪;** ৬০ কেভিএ, ৭৫০ভি/৪১৫ভি ইত্যাদি; ৩,০২,১৭০ টাকা। **(১৮) ২১২৪১০৪২;** হ্যান্ড ব্রেক কেব্‌ল অ্যাসেমব্লি ইত্যাদি; ১,০৮,১৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৮.১১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৯) ০৫২৪১১৮৬;** হিতাচি ট্র্যাকশন মোটরের জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বেয়ারিং এনএইচ ৩২৪ সংগ্রহ; ১,৪৩,৬৪০ টাকা। **(২০) ২০২৪১৭৩০;** সিঙ্গল পিস লুকআউট গ্লাস যার মাপ ৮৭০ মিমি×২৯২৫ মিমি×৬ মিমি পুরু, মেটিরিয়াল-পলিকার্বোনেট গ্লাস; ১,১১,৬৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.১২.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২১) ১১২৪১১০০;** ইক্যোয়ালাইজিং ডিভাইস ইত্যাদি সহ এফআরপি গাইড ফ্রেম অ্যারেঞ্জমেন্ট সংগ্রহ; ১,০৯,০৬০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-42/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer(E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-Tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/296
Name of work : **Renovation of Street Lighting system at Rangalal Street & other places in Ward No.- 76.** Estimated Amount: ₹ **1,98,748.81**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/302
Name of work : **Temporary Lighting arrangement for immersion during Durga Puja, Kali Puja, Lakshmi Puja & Jagadharti Puja Festival at Dahighat in Ward No.-80.** Estimated Amount: ₹ **1,66,518.00**. Earnest Money: ₹ **3,400.00**. Period of Completion: **11 days**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/303
Name of work : **Temporary Lighting arrangement for immersion of Idol during Durga Puja, Kali Puja, Lakshmi Puja & Jagadharti Puja at Ten Nos of Ghats on Adi Ganga River under Br.-VIII & IX.** Estimated Amount: ₹ **2,96,846.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **13 days**. Last Date and Time of Completion of Bid : **25.09.2024 upto 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) Tender (Technical) Opening Date : **25.09.2024 at 4 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) The bid forms and other details are available on and from **17.09.2024 from 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) For full and further details, please visit the Website : **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. (for Sl. No. 1 to 3)

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/280
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Kalabagan Bustee and other different areas in Ward No. - 57(ILL Light Pocket).** Estimate Amount: ₹ **3,89,271.00**. Earnest Money: ₹ **7,800.00**. Period of Completion: **30 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **27.09.2024 at 12 Noon.** and Bid opening date for Technical Proposals (Online): **27.09.2024 - 5 p.m.** (for Sl. No. 4) The bid forms and other details are available on and from **17.09.2024 from 5 p.m.** (for Sl. No. 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 4)

The **Executive Engineer(Elec) Lighting, Zone-II, KMC** invites e-Tender by Two Bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/101/51/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Replacement of old and damaged LED lights at various places in Ward No. - 51.** Estimate Amount: ₹ **3,89,872.12**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **10 days**.

(2) NIT No. : LTG/85/53/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Improvement of lighting system arrangement and other allied works at Smith Lane, Khanka Sharif Lane and other various bustee in Ward No. 53.** Estimate Amount: ₹ **1,96,911.62**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(3) NIT No. : LTG/95/51/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Installation of New Lighting arrangement at various bustees in Ward NO. - 51.** Estimate Amount: ₹ **1,93,454.39**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(4) NIT No. : LTG/90/53/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Short time lighting arrangement for ensuing festive season at Dedar Baksh Lane and other places in Ward No. 53.** Estimate Amount: ₹ **1,11,848.00**. Earnest Money: ₹ **2,400.00**. Period of Completion: **10 days**.

(5) NIT No. : LTG/75/52/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Installation of LED Light Fittings arrangement at Marquis Lane and other various places in Ward No. 52.** Estimate Amount: ₹ **4,89,299.55**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(6) NIT No. : LTG/105/62/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Replacement of LED lights in Ward No. 62 under Br.-VI.** Estimate Amount: ₹ **1,94,039.18**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **12 days**.

(7) NIT No. : LTG/106/55/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Urgent repairing and replacement of street lighting poles and other accessories in front of Ramlila Park in Ward No. 55.** Estimate Amount: ₹ **1,93,322.08**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **10 days**.

(8) NIT No. : LTG/84/60/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Renovation and replacement of old and damaged light fittings at Jannagar Road, Beniapukur Road and other various places in Ward No. 60.** Estimate Amount: ₹ **4,89,661.13**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(9) NIT No. : LTG/102/62/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Replacement and repair of Decorative Lights of all the Mosque in my Ward No. 62.** Estimate Amount: ₹ **4,88,835.96**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days**.

(10) NIT No. : LTG/86/55/VI/Z-II/24-25
Name of the work : **Beautification of lighting at C.I.T Road in Ward No.-55.** Estimate Amount: ₹ **4,88,500.64**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days**. Last date and time of Submission of Bid : **28.09.24 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 10) The BID forms and other details are available on and from **18.09.24 at 2 p.m.**(for Sl. No. 1 to 10) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 10)

The **Executive Engineer(E)/LTG/Z-I/BR-II, KMC** invites e-Tender online percentage Bid system for the following work:

NIT No. : LTG/164/W-11/BR-II/Z-I/24-25
Name of the work : **Temporary decorative lighting arrangement for Durga Puja Festival 2024 at Shyam Bazar 5-Point under KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,91,400.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **13 days**. Last date of submission of Bid : **26.09.24 (12 Noon)** The bid forms and other details are available on & from **19.09.24 (3.00 p.m.)** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

(604/24-25)

ভ্রমন

৯০টি সুইমিং পুলসহ বিনোদন ও আয়েশের নানা সুবিধা আছে এই রিসোর্টে

শিরোনাম শুনে অবাক হলেন? হওয়ারই কথা! যেখানে আমাদের দেশের রিসোর্টগুলোতে একটি সুইমিং পুলেরই দেখা মেলা ভার, সেখানে এক রিসোর্টে ৯০টি সুইমিং পুল! গত বছর বেশ জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হয় 'আটলান্টিস দ্য রয়েল, দুবাই' নামে বিলাসবহুল এই রিসোর্টের। আভিজাত এ রিসোর্টটি সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র হোটেল হিসেবে বিশ্বসেরা ৫০ হোটেলের তালিকায়ও জায়গা করে নিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরের রিসোর্ট এটি। এখানে রয়েছে ৭৯৫টি কক্ষ, ১৭টি রেস্তোরাঁ ও বার, ১৭টি বুটিক হাউস, ৩২ হাজার ৩০০ বর্গফুট আয়তনের জিম, স্পা, পারলারে ২৪ ক্যারেট সোনার ফেসিয়াল, ৯০টি সুইমিং পুলসহ বিনোদন ও আয়েশের নানা সুবিধা। রিসোর্টের আরেকটি জনপ্রিয় জায়গা হলো 'ক্লাউড টোয়েন্টি টু'। এটি আসলে রিসোর্টের ২২ তলায় অবস্থিত একটি ইনফিনিটি পুল। রয়েছে সুউচ্চ স্কাই ব্রিজও। চাইলে আটলান্টিস দ্য রয়েলের রেস্টুরেন্টে বিশ্বের অন্যতম দামি খাবার ক্যাভিয়ারও পাবেন। এখানে রাতের খাবারের আয়োজন করেন হেস্টন ব্লুমেন্থালের মতো খ্যাতনামা রন্ধনশিল্পীরা। আটলান্টিস দ্য রয়েলে আরও রয়েছে হেলিপ্যাড, ওয়াটার পার্ক, অ্যাকুয়ারিয়াম, বিচ ক্লাব এবং ডলফিন বে। রিসোর্টের লবিতে গেলে চোখে পড়বে ৩৭ ফুটের বেশি দীর্ঘ স্টিলের এক স্থাপত্য। নাম হলো 'ড্রপলেটস'। মূলত, মরুর বুকে প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাকে প্রতিনিধিত্ব করে এই স্থাপনা। এর বৃহদাকার অ্যাকুয়ারিয়ামে রয়েছে ৭ হাজার ২০০-র বেশি সামুদ্রিক প্রাণী। দুবাইয়ের ক্রিসেন্ট রোডের পাম জুমেইরাহতে অবস্থিত 'আটলান্টিস দ্য রয়েল, দুবাই'। এই রিসোর্টে এক রাত থাকতে হলে আপনাকে গুনতে হবে সর্বনিম্ন ১ হাজার ৩০০ মার্কিন ডলার বাংলাদেশি মুদ্রা, যা দেড় লাখ টাকার ওপরে! রিসোর্টটির অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধার চারটি শয়নকক্ষের বিলাসবহুল পেন্টহাউস আছে। এই পেন্টহাউসের ভাড়া এক কোটি ২০ লাখ টাকার বেশি।

ভিনদেশে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের অন্যতম হাতিয়ার এই পাসপোর্টই

বিদেশযাত্রার প্রসঙ্গ এলেই প্রথম কোন বিষয়টি মাথায় আসে? জি, পাসপোর্ট। ভিনদেশে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের অন্যতম হাতিয়ার তো এই পাসপোর্টই। কিন্তু পাসপোর্টের প্রচলন কীভাবে হলো? জানতে খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৪৫০ শতাব্দীতে প্রাচীন পারস্যে ফিরে যেতে হবে। সে সময়ের ইতিহাসে অন্য রাজ্যে যেতে রাজার কাছ থেকে নিজের পরিচয়সংবলিত চিঠি সঙ্গে নেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। নির্বিঘ্নে ভ্রমণের জন্য এই চিঠিই পরে পাসপোর্ট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তবে ১৪১৪ সালে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম হেনরির রাজত্ব সময় প্রচলিত পাসপোর্টের ব্যবহার শুরু হয়। তাঁর সময়ে সংসদে পাসপোর্ট-সংক্রান্ত একটি আইনও পাস হয়। কোনো ব্যক্তি ইংরেজ কি না এ-সংক্রান্ত একটি প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হতো রাজার পক্ষ থেকে। তবে তখনো পাসপোর্ট শব্দটির প্রবর্তন হয়নি। ১৫৪০ সালে ইংল্যান্ডে প্রিভি কাউন্সিল ব্যবসার জন্য ভ্রমণের সময় কাগজ প্রদর্শনের নিয়ম চালু করে, যার নাম দেওয়া হয় 'পাস পোর্ট'। অর্থাৎ বন্দরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার অনুমতি। কারণ সে সময় যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল জাহাজ। তাই কোনো দেশ থেকে গিয়ে নামতে হতো বন্দরে। আর মেয়াদসংবলিত পাসপোর্ট প্রচলন শুরু হয় ১৬৪১ সালে। তারপর তো নানা বিবর্তনের ধারায় এসেছে আজকের যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্ট।

সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গিয়ে কি দেখলেন জেলেরা, জানতে হলে আপনাকে পড়তে হবে

ভোরে লোকালয়ের ঘাট ছাড়ে ডিঙি। চারজন জেলের সঙ্গী হয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে বনজীবনের গল্প শুনি। শাকবাড়িয়া ও কয়রা নদীর মোহনা পেরিয়ে ঘণ্টাখানেক পর ফুলতলা খালে পৌঁছাই। দুই পাশে ঘন বন। ভাটার টানে জায়গায় জায়গায় চর জেগেছে। সকালের স্নিগ্ধতায় হরিণ ও বন্য শূকরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, দৌড়ঝাঁপ করছে বানরের পাল।

আরও ২০ মিনিট খালটি ধরে আগাতেই বড় একটি 'দোয়া'য় এসে পড়লাম। দোয়া মানে কয়েকটি খালের মিলনস্থল। সেখান থেকে খালে ঢুকে পড়ি। এভাবে আরও কয়েকটি খাল, বাঁক পেরিয়ে হাতের ডানে পড়ল জয়মনির খাল। খালের আগার দিকে যাব আমরা। যত সামনে আগাই সরু হতে থাকে জয়মনির খাল। খালের পাড়ের কেওড়াগাছভর্তি ফল। পাতার চেয়েও বেশি কেওড়া। আকাশে মেঘ জমেছিল। শুরু হয় বৃষ্টি। নৌকায় গুটিসুটি মেরে বসে থাকি। কিন্তু ভিজে একশা। আধঘণ্টার মতো টানা বৃষ্টি হয়ে থেমে যায়। চারপাশে আবার ঝকঝকে রোদ। গাছের পাতাগুলো চকচক করছে। এর মধ্যেই নৌকার পাটাতনের নিচ থেকে জাল বের করেন আবদুর রহমান। চিংড়ি ধরার ঝাঁকি জাল। জালের ওপর প্রান্তে সরু রশি আর নিচের দিকে লোহার ছোট ছোট কাঠি। যাতে জলেতে জাল ফেললে তাড়াতাড়ি ডুবে যায়। মাছ ধরার সময় রশিটি হাতে রেখে জাল জলেতে ছুঁড়ে মারা হয়। পরে রশি ধরে টেনে জাল তোলা হয়।

নৌকার এক মাথায় বইঠা বেয়ে চলেছেন জেলে আবু মুসা। জয়মনির খালের পাড়ে আমাদের নৌকা থামে। ততক্ষণে ভাটায় অনেকটা জল নেমে গেছে। নৌকা থেকে লাফিয়ে খালের মধ্যে নেমে পড়েন আবদুর রহমান। জলের মধ্যে নামার ধপাস আওয়াজে বুকের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'এখানে তো কুমিরও আছে।'আবদুর রহমান হাতের ঝাঁকি জাল খালে ছুড়ে মারেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জাল টানতে থাকেন। জাল ভরে ওঠে বড় বড় চাকা চিংড়ি। নৌকার মাথায় দাঁড়িয়ে খালের মাঝখানে আরেকটি জাল ফেলেন জেলে আবু মুছা। ধীরে ধীরে জালের ওপরের প্রান্তে সরু রশি টেনে নৌকার ওপরে জাল তুলতেই দেখা যায় দাতিনা, পারশে আর চিংড়ির ঝাঁক। মাছগুলো ছাড়িয়ে নৌকার খোলে রাখা হয়। জাল নিয়ে সবাই এবার খালের পাড়ে নেমে যান। আমিও নামি। খালের দুই পাড়ে আবু মুছা ও আবদুর রহমান জাল ফেলছেন আর মাছ কুড়িয়ে ব্যাগে রাখছেন সাফায়ত হোসেনে ও হাবিবুর রহমান। কিছুক্ষণ পরপরই মাছে ব্যাগভর্তি হয়ে যাচ্ছে। তখন মাছগুলো ব্যাগ থেকে নৌকার মধ্যে ঢেলে রাখছেন।

মাছ ধরতে ধরতে সুন্দরবনের নানা গল্প শুনি। বাঘ, কুমির আর বনদস্যুর গল্প। বাঘগুলো নাকি বেশ চালাক আর হিংস্র। অনেক জায়গায় জলেতে পা রাখলে নাকি কুমির টেনে নেয়। সুন্দরবনের নদী খালের জলেতে নামাও যেমন অনিরাপদ আবার মালে (জঙ্গলে নামা) ওঠাও ঝুঁকির। গল্পের মধ্যেই হঠাৎ বনের ভেতরে কি যেন নড়েচড়ে ওঠে। খট করে একটা শব্দও হয়। মুহূর্তেই সবাই সতর্ক হই। বুকটা ধুকধুক করতে থাকে। গাছের একটি ডাল ভেঙে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে জঙ্গলে ওঠেন হাবিবুর রহমান। মিনিট খানেক পরে ফিরে এসে বলেন, 'জংলি শূকর!'ভাটার টানে দ্রুত নেমে যাচ্ছে খালের জলে। একেবারে শুকিয়ে গেলে নৌকা বের করা যাবে না। দ্রুত নৌকায় ওঠার তাড়া দিতে থাকে আবু মুছা। সবাই মিলে জাল গুটিয়ে নৌকায় ফিরি। পাটাতন মাছে ভরে আছে। আর দেরি না করে ফিরতি পথ ধরি আমরা। এ দিকে আসতেই জোয়ার শুরু হয়। জয়মনির খাল থেকে বেরিয়ে ফুলতলা খালের মধ্যে মাছের ঝাঁক দেখলাম। খালের পাড়ে যেখানে দুই ঘণ্টা আগেও শুকনা ছিল, সেখানে এখন হাঁটুজল। জোয়ার আসার পর সারা গা কামড়াতে থাকে এক ধরনের ছোট পোকা। সাফায়ত বললেন, 'এর নাম বাইড়ে পোকা। জঙ্গলে চলতে গেলে, থাকতে গেলে এ পোকার কামড় মেনে নিয়ে চলতে হয় ভাই। জোয়ারের সময় জঙ্গল আর কাঁদা থেকে বেরিয়ে আসে পোকাগুলো। কামড়ে প্রচণ্ড চুলকায় শরীর।'

খালের মধ্যে এক ফোঁটা বাতাস নেই। কিন্তু জোয়ারে চারপাশে খলবল করছে জল। জলেতে একাকার সুন্দরবনের খাল, নদী আর ডাঙা। নৌকায় ভেসে ভেসে লোকালয়ের পথে চলেছি আমরা।

মহিলাদের সাবলম্বী করতে পাথরপ্রতিমায় সখি জোড়া কর্মসূচি এইচ পি গ্যাস কোম্পানির

পাথরপ্রতিমা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে পাথরপ্রতিমায় সখি জোড়ো কর্মসূচি শুরু করলো হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা গুলিতে বাড়ি বাড়ি রান্নাঘরে গ্যাস পৌঁছে দিতে অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করল হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম। মঙ্গলবার পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গার এইচ পি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের সহযোগিতায় ব্লকের স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রুপের মহিলাদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়েছিল।এদিনের এই শিবিরে স্বর্ন জয়ন্তী গ্রুপের যে সমস্ত মহিলারা রয়েছেন তাদেরকে সাবলম্বী করার জন্য বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য বিগত দিনে ডেলিভারি বয় বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দিত এখন থেকে তাদের পাশাপাশী স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রুপের মহিলারা কমিশনের বিনিময়ে এই কাজ করবেন, যার ফলে গ্রুপের মহিলারা যেমন স্বাবলম্বী হবেন তেমনি গ্যাস শেষ হলে অতি সত্বর গ্রুপের মহিলারা তাদের বাড়িতে গ্যাস পৌঁছে দিতে পারবেন।

নতুন গ্যাস কানেকশন এর ক্ষেত্রেও বিশেষ অফার রাখা হয়েছে গ্রুপের মহিলাদের জন্য।আর।এই সুযোগ পেয়ে খুশি এলাকার মহিলারা।

গাজায় যুদ্ধবিরতি, মিসর যাচ্ছেন ব্লিঙ্কেন

গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার মিসর সফরে যাচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এই সফরে জিম্মিদের মুক্তির বিষয়েও মিসরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি চুক্তি সইয়ের লক্ষ্যে কয়েক মাস ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসর। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধের পাশাপাশি ইসরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি নিশ্চিত করা। যুদ্ধবিরতি চুক্তির ক্ষেত্রে এখন সবচেয়ে বড় বাধা দুটি। একটি হলো গাজা ও মিসরের মধ্যকার অসামরিক অঞ্চল ফিলাডেলফি করিডরের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায় ইসরায়েল। অন্যটি হলো বন্দিবিনিময়ের রূপরেখা চূড়ান্ত করা। আলজাজিরার খবরে জানা গেছে, মিসরের সঙ্গে ইসরায়েলের ১৯৭৯ সালের ক্যাম্প ডেভিড শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে গাজার দক্ষিণে ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১০০ মিটার প্রস্থ এই ফিলাডেলফি করিডর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই করিডরকে 'অসামরিক অঞ্চল' ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ফিলাডেলফি করিডর ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গাজায় যুদ্ধবিরতি চলাকালে এই করিডরে ইসরায়েলি সেনা মোতায়েন রাখা নিয়ে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে বিবাদ রয়েছে। হামাসের দাবি, যুদ্ধবিরতি চলাকালে সীমান্ত এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের সরিয়ে নিতে হবে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, সব জিম্মির মুক্তি নিশ্চিত করা, ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্ভোগ লাঘব ও বৃহত্তর আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়ে আলোচনা করবেন ব্লিঙ্কেন। কয়েক দশকের পুরোনো ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতে নতুন করে রক্তপাতের সূত্রপাত হয় গত ৭ অক্টোবর। সেদিন ইসরায়েলে হামলা চালায় হামাস। ইসরায়েলের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এ হামলায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হয় এবং জিম্মি করা হয় ২৫০ জনকে। হামাসের হামলার প্রতিশোধ নিতে ওই দিন থেকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ৪১ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অঞ্চলটির ২৩ লাখ জনসংখ্যার প্রায় সবাই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। সেখানে খাদ্যসংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ উঠেছে। তবে দেশটি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮

ইউরোপে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। সোমবার পর্যন্ত অস্ট্রিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড ও রোমানিয়ায় বন্যায় কমপক্ষে ১৮ জন মারা গেছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, অস্ট্রিয়ায় চারজন, চেক প্রজাতন্ত্রে তিনজন, পোল্যান্ডে চারজন ও রোমানিয়ায় সাতজন মারা গেছেন। বন্যার কবলে পড়া প্রতিবেশী দেশগুলোকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ। দেশটি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে। ইউরোপের কয়েক কয়েকটি দেশে চলমান বন্যা পরিস্থিতে ওলাফ শলৎজ তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গতকাল কাজাখস্তান সফরকালে জার্মান চ্যান্সেলর বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবেশী দেশগুলোর নাগরিকদের সহায়তার আমরা সাধ্যমতো সাহায্য করব।'বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক তাঁর মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকে ডেকেছেন। বলেছেন, তিনি বিপর্যয় অবস্থা ঘোষণা করে একটি ডিক্রি তৈরি করেছেন। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পর তা জারি হবে। দক্ষিণ-পশ্চিম পোল্যান্ডের ব্রেসলাউ শহরটি বন্যা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামীকাল বুধবার নাগাদ শহরটির পরিস্থিতি খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

চেক প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় বৃহত্তম অস্ট্রাভা শহর রক্ষাকারী বেশ কয়েকটি বাঁধ ভেঙে গেছে। শহরে হু হু করে প্রবেশ করছে বন্যার জল । শহরটির কিছু বাসিন্দাকে ইতিমধ্যে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ২ লক্ষ ৮৫ হাজার বাসিন্দা অধ্যুষিত অস্ট্রাভা শহরের অবস্থান ওডার ও ওপাভা নদীর মিলন স্থলে।

চক্র রেলের গৌরবময় পরিষেবার ৪০ বছর উদযাপন

প্রিন্সেপ ঘাট কলকাতা মহানগরীর সবচেয়ে আনন্দদায়ক এবং প্রাচীনতম বিনোদনস্থল

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ সার্কুলার রেলওয়ে কলকাতা শহরের একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য - যা ১৯৮৪ সাল থেকে চালু রয়েছে। গত চার দশকে, সার্কুলার রেলওয়ে একটি অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় পরিবহন মাধ্যম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে - যা কলকাতার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে ।সার্কুলার রেলওয়ের অনন্য নেটওয়ার্ক ৪৪ কিমি জুড়ে বিস্তৃত মোট ২১টি বিশিষ্ট স্টেশন নিয়ে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম এবং আনন্দময় স্টেশন সম্ভবত প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশন।

ইডেন গার্ডেন স্টেশন থেকে দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সময়, একটি আকর্ষণীয় সবুজ করিডোর যাত্রীদের স্বাগত জানায়। প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনের চারপাশ অতি মনোরম ও সবুজ বিস্তৃত। হুগলি নদীর তীর সহ দর্শনার্থীদের অবসরে হাঁটার জন্য এটি একটি আদর্শ স্থান। রাস্তার পাশেই হরেক রকমের ফুড স্টল, যাদের কাছে আপনি অবিলম্বে পাবেন মুখোরোচক খাবার যেমন মসলা মুড়ি, ফুচকা, পাপরিচাট, পাও ভাজি ইত্যাদি। মনোরম পরিবেশে গঙ্গার বুকে মনোমুগ্ধকর বোট রাইডের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ হাঁটা অবশ্যই সন্ধ্যার আনন্দকে দ্বিগুণ করবে।

প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে আপনি বিখ্যাত আইসক্রিম পার্লার থেকে সুস্বাদু আইসক্রিমের স্বাদ নিতে পারেন।

প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়, গোয়ালিয়রের মহারাজের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ অভিযানের সময় নিহত ব্রিটিশ অফিসারদের স্মরণে ১৯৫০ সালের দিকে নির্মিত বিখ্যাত গোয়ালিয়র স্মৃতিস্তম্ভটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কলকাতার কোলাহল থেকে দূরে এবং সবুজে ঘেরা, বিখ্যাত প্রিন্সেপ ঘাট স্মৃতিসৌধটি ১৯৪৩ সালে নির্মিত হয়েছিল। এটি বিশিষ্ট অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পণ্ডিত - জেমস প্রিন্সেপের নামে নামাঙ্কিত। দ্বারা ডিজাইন করা এই স্মৃতিসৌধ গ্রীক এবং গথিক স্থাপত্যে সমৃদ্ধ। স্টেশনের সামনে, বিদ্যাসাগর সেতুর বিশাল কাঠামোর সাথে গঙ্গার এক অপরূপ মেলবন্ধনের সাক্ষী হতে পারেন , যা দ্বিতীয় হুগলি সেতু নামেও পরিচিত। ভূমিকম্প এবং প্রবল বাতাস সহ্য করতে সক্ষম ভারতের অন্যতম দীর্ঘ কেবল স্টেড ঝুলন্ত সেতুটি ৮২২ মিটার দীর্ঘ, যা জার্মানির বিখ্যাত শ্লাইস বার্গারম্যান পার্টনার দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল এবং ১৯২২ সালে হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন কোম্পানি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর সেতুর আকর্ষণীয় কাঠামো অবশ্যই প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনের নান্দনিক শোভাবর্ধন করে। স্টেশনের কাছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনীর সাহসী ভূমিকার স্মরণে নির্মিত ম্যান-ওফ-ওয়ার নামে বিখ্যাত জেটি দেখতে পারেন।প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনে পর্যটকরা কলকাতা মহানগরীর সাথে তার যমজ শহর হাওড়ার সংযোগকারী বিদ্যাসাগর সেতু, ঐতিহ্যশালী জেমস প্রিন্সেপ মেমোরিয়াল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়সমৃদ্ধ হুগলি নদীর নির্বিঘ্ন ও মুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ পান। স্টেশনের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এবং কাছাকাছি দর্শনীয় স্থান এই স্টেশনটিকে একটি জনপ্রিয় স্থান করে তুলেছে।

মাদকের গডফাদারদের ধরে আইনের আওতায় আনার নির্দেশ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মাদকের গডফাদারদের ধরে আইনের আওতায় আনতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম। উপদেষ্টা বলেন, শুধু বাহক নয়, মাদকের সঙ্গে জড়িত বড় বড় গডফাদারদের ধরতে হবে। চলমান যৌথ অভিযানে এই কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি দৈনিক অগ্রগতির রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে সাফল্যের ওপর নির্ভর করে অধিদফতরের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা হবে, বলেন তিনি।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বলেন, দুর্নীতি কমাতে না পারলে বর্তমান সরকারের সাফল্য আসবে না। তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঘুষ, দুর্নীতি থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। উপদেষ্টা বলেন, মাদক ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনে। তাই মাদক নির্মূলে অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন করে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। যেভাবেই হোক, মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের কর্মকর্তাদের ইউনিফর্ম আছে, কিন্তু অস্ত্র বা হাতিয়ার নেই।

NOTICE

আমার মক্কেল শ্রীমতি জুঁই সাহা, স্বামী সোমনাথ সাহা, ইং- ২০২২ সালে এ.ডি. এস. আর. গড়িয়া রেজিস্ট্রী অফিস হইতে (আমমোক্তারের নাম-পুরুষোত্তম কুমার শর্মা ও বিজয় রায়)। ৫৫৯৩-২০১৭ নং পাওয়ার দলিল হইতে বোড়াল মৌজার এল. আর. ৮৫ দাগে, এল.আর. ৭৪৩ নং খতিয়ানে ২ কাঠা জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছে। আরো উল্লেখ থাকে উক্ত জমির পূর্ব মালিক ওম প্রকাশ গুপ্তা ও নীরু গুপ্তা ১৯৯৮ সালে ডি.আর. আলিপুর হইতে (আমমোক্তারের নাম-রনজিৎ কুমার মুখার্জি) ৩১৪১০-১৯৯৮ নং পাওয়ার দলিল হইতে বোড়াল মৌজার উক্ত জমি খরিদ করে। যদি কাহারো আপত্তি থাকে, সোনারপুর বি. এল. এন্ড এল. আর. ও তে এসে যোগাযোগ করুন।

নাম পরিবর্তন

আমি Sutapa Haldar (পুরাতন নাম) পিতা Mihir Mondal, স্বামী- Late Debprosad Halder, ঠিকানা Harendra Appartment, Master Para, Baruipur, South 24 Parganas, W.B- 700144 India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-09-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sutapa Halder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sutapa Halder (নতুন নাম) ও Sutapa Haldar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Madhu Majumder (পুরাতন নাম) পিতা Late Mahendra Majumder ঠিকানা Naldugari, Char Mangalbhag, North 24 Parganas, W.B- 743297 India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-09-2024 এর Affidavit no. 08/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Madhusudan Majumder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Madhusudan Majumder (নতুন নাম) ও Madhu Mahumder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) SAHBUDDIN SK S/o- AL-HAMDU SK, Residing at, Vill- Hatgacha Paschim, Post- Sundipur Naoda, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAHBUDDIN SK To SAHABUDDIN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAHABUDDIN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, SAHABUDDIN SK and SAHBUDDIN SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD ANISUR RAHAMAN S/o- BASER ALI SK, Residing at, Vill- Sargachi , Post- Sargachi, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ANISUR RAHAMAN To ANISUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANISUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, ANISUR RAHAMAN and MD ANISUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SWAPAN KUMAR PAUL & SWAPAN PAL S/o- SHANTIRAM PAL, Residing at, Vill- Saheb danga lane, Post- Santipur, Ps- Santipur, Dist- Nadia, Pin- 741404, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SWAPAN KUMAR PAUL & SWAPAN PAL To SWAPAN KR PAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SWAPAN KR PAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, SWAPAN KR PAL and SWAPAN KUMAR PAUL & SWAPAN PAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ISRAIL MALITAYA S/o- KHEDU MALITHA, Residing at, Vill- Bonchadanga , Post- Jagaipur, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 742121, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ISRAIL MALITAYA To ISRAIL MALITHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ISRAIL MALITHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, ISRAIL MALITHA and ISRAIL MALITAYA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) DEBDAS MUKHERJEE S/o- LATE HARIDAS MUKHERJEE, Residing at, Vill- Gour road, Post- Mokdumpur, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DEBDAS MUKHERJEE To DEBDAS MUKHOPADHYAY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DEBDAS MUKHOPADHYAY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, DEBDAS MUKHOPADHYAY and DEBDAS MUKHERJEE both are Same and one identical person.

Name Change

I, Beauti Saha Debnath (old name) W/O Niranjan Saha, residing at 6/1/2H/3, Belghata Main Road, K G Bose Road, Kolkata- 700085, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Beauty Saha Debnath (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 13/09/2024. Beauty Saha Debnath (new name) and Beauti Saha Debnath (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Rajesh Jhunjhunwala S/o. Sitaram Jhunjhunwala Residing at Rare Earth 93, Moulana Abul Kalam Azad Sarani P.O.- Kankurgachi, Kolkata -700054, W.B., India shall henceforth be known as Rajesh Kumar Jhunjhunwala.I declare that Rajesh Kumar Jhunjhunwala and Rajesh Jhunjhunwala is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-09-2024.

Name Change

I, Mohammed Shahid Ali (old name) S/O Abdul Hamid, residing at 4/1, KASAI BUSTEE 2ND LANE, P.O. & P.S.- NARKELDANGA, Kolkata, 700011, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shahid Ali Mohammed (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 13/09/2024. Shahid Ali Mohammed (new name) and Mohammed Shahid Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Soumita Maity D/o. Nilratan Maity W/o. Dolilur Rahaman Mollah Residing at 12/5, Balaka, 194/4/47, Mahatma Gandhi Road, Kalitala Minibus Stand, Thakurpukur, P.S.- Haridevpur, Kolkata -700104 shall henceforth be known as Shamima Rahaman. I declare that Shamima Rahaman and Soumita Maity is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-09-2024.

Name Change

I, Kumudini (old name) W/O Rajkumar Sahoo, residing at Uchitpur, P.O.- Anikola, P.S.- Dantan, Paschim Medinipur, Pin- 721457, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kumudini Sahoo (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 17/09/2024. Kumudini Sahoo (new name) and Kumudini (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Saiyad Mohammed Taslim Arif (Old Name) S/o. Late Syed Md Tayeb, Residing at - Vill+Po - Thengapara, Mangalkote, District - Bardhaman Pin -713143 W.B shall henceforth be known as Saiyad Md Taslim Arif (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no. 06/2024 Dated 17-09-2024. Saiyad Mohammed Taslim Arif (Old Name) Saiyad Md Taslim Arif (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I SANGITA DADHICHI,W/O RAVI DADHICH,R/O 82A/1,METRO POLITON COPERATIVE HSG SOCIETY SEC B,EM BY PASS, KOLKATA, 700105, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGITA DADHICH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/09/2024, THAT SANGITA DADHICHI AND SANGITA DADHICH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON (FOC)

Name Change

I, Sk. Siraj alias Sk. Sirajuddin (Old Name) S/o. Sekh Asgar Residing at Musalman Para, Chaltakhali, Harishpur, District - Howrah, Pin - 711410, W.B shall henceforth be known as Sirajuddin Sekh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no. 07/2024 Dated 17-09-2024. Sk. Siraj, Sk.Sirajuddin (Old Name) Sirajuddin Sekh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I LUTFAR MOLLA, S/O RAHIM,R/O VILL-SAPUIPARA CHATTA KALIKAPUR, PO-CHATTA KALIKAPUR, PS-MAHESHTALA, SOUTH 24 PARGANAS-700140, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LUTFAR RAHAMAN MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/09/2024,THAT LUTFAR MOLLA AND LUTFAR RAHAMAN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sk.Morsed Ali (Old Name) S/o. Sk. Golam Soban Residing at Kankro Ghanashyam Chak, District - Howrah, Pin -711401, shall henceforth be known as Sk.Morshed Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-09-2024. Sk. Morsed Ali (Old Name) Sk.Morshed Ali (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Khalid Siddique (old name) S/O Late Md Halim, residing at Naya Mohalla Railpar, Asansol, Bardhaman, Pin- 713302, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Khalid Siddique (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 13/09/2024. Md Khalid Siddique (new name) and Khalid Siddique (old name) both are same and identical person

নিয়মনিষ্ঠা মেনে ময়নাগুড়ি জুড়ে সাড়ম্বরে পূজিত হল বিশ্বকর্মা

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ময়নাগুড়ি ব্লক জুড়ে সাড়ম্বরে পূজিত হল বিশ্বকর্মা পূজা। ময়নাগুড়ি শহরের বুকে টোটো ইউনিয়ন, ট্যাক্সি ইউনিয়ন, বাস ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন ফ্যাক্টরি এবং দোকানে এদিন বিশ্বকর্মা পূজা হয়। এদিনের পূজাকে কেন্দ্র করে উৎসবের চেহারা নেয় ময়নাগুড়ি। ময়নাগুড়ি শহরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের তরফে পূজা উপলক্ষ্যে ছোট বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন খেলার সামগ্রী নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও গ্রাম এলাকায় ছোট ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রত্যেকবারের মতো এবারও শিলিগুড়ি পৌরনিগমে করা হলো বিশ্বকর্মা পুজো। বিশ্বকর্মা পুজোর পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয় এবার। একদিকে যেমন পৌরনিগমের প্রাঙ্গণে বিশ্বকর্মা পুজার আয়োজন করা হয়, ঠিক তেমনি আরেক দিকে চলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দান রক্তদান শিবিরের আয়োজন। এদিন এই রক্তদান শিবিরে পৌরনিগমের কার্যকর্তা থেকে শুরু করে ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সাধারণ মানুষ রক্তদান করেন। এদিন প্রথমে পৌর নিগমের প্রাঙ্গনে করা হয় বিশ্বকর্মা পুজো। পরে পৌরনিগমের সমস্ত গাড়ির পুজো করা হয় এবং পরে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের হাত দিয়ে শুভ উদ্বোধন করা হয় রক্তদান শিবিরের।

মহাব্যবস্থাপক স্বচ্ছতা প্রতিশ্রুতি পরিচালনা করেন

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত স্বচ্ছতা পাখওয়াদা পালন করছে। পাখওয়াদা চলাকালীন, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে স্টেশন, ট্রেন, কলোনি, হাসপাতাল এবং অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনায় নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন অভিযান চালানো হবে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে, মেট্রো রেল ভবনে মঙ্গলবার সকালে একটি অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি 'স্বচ্ছতা অঙ্গীকার' পরিচালনা করেন। সকল PHODS, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শপথ গ্রহণ করেন। মেট্রো রেলওয়ের আধিকারিক ও কর্মীরা দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার শপথ নিয়েছেন এবং প্রতি সপ্তাহে পরিচ্ছন্নতার জন্য স্বেচ্ছাসেবী কাজে সময় দেবেন। এছাড়াও আজ সমস্ত মেট্রো করিডোরের বিভিন্ন স্টেশনে যেমন ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন-১, গ্রীন লাইন-২, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইন এবং অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনায় 'স্বচ্ছতা অঙ্গীকার' গ্রহণ করা হয়েছে। মেট্রো যাত্রীদের পরিচ্ছন্নতা গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে ঐতিহ্যবাহী ভাষা মেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হলো

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে শনিবার ভাষা মেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। জেলার মধ্যে প্রথম এই মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন খরসাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সঞ্চালী মন্ডল। ক্ষুদে শিশুদের মধ্যে নানা ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তোলার অভিনব এক প্রয়াস হিসেবে এই মেলার আয়োজন। মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে ফারাক্কা, লালগোলা, ভরতপুর সহ বিভিন্ন চক্রের ৩৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০ জন খুদে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামূলক এই ভাষা মেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মুক ও বধির এবং অন্ধ ছাত্রছাত্রীরাও শিক্ষামূলক মেলায় মডেল নিয়ে অংশগ্রহণ করে। ভাষা শেখার জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন প্রদীপ বানিয়ে এবং নাটক, গান, আবৃত্তির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা মেলায় প্রদর্শন করে। শিক্ষামূলক এই ভাষা মেলায় মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাংসদ সভাপতি আশিস মার্জিত বলেন, ভাষা অনেকভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন চোখের ভাষা, মনের ভাষা, শারীরিক ভাষা। । প্রসঙ্গত ভাষাই মনের মেলবন্ধন ঘটাতে পারে। একগুচ্ছ ভাষা রয়েছে সাঁওতালি, ইংরেজি, বাংলা আঞ্চলিক ভাষা। এদিন সারাদিন ধরে চলা মেলায় রবীন্দ্রসদন চত্বরে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি ডঃ পার্থ কর্মকার, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুদীপ্তবাবু। অন্যদিকে প্রদর্শনী মূলক এই প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছে প্রথম - পাঠপুর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বিতীয়-সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়, তৃতীয় - মহারানী নীলিমা মূক ও বধির বিদ্যালয়। অনুষ্ঠানটিতে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল অভাবনীয়।

বিধায়ক তহবিলের অর্থ দিয়ে শিলিগুড়িতে নির্মাণ স্কুলের সীমানা প্রাচীর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিধায়ক তহবিলের অর্থ দিয়ে নির্মাণ করা হলো শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ স্কুলের একাংশের সীমানা প্রাচীর। মঙ্গলবার সেই সীমানা প্রাচীরের শুভ উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস যাবত জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ স্কুলের একাংশের সীমানা প্রাচীর। সে খবর বিধায়কের কানে পৌঁছাতেই তিনি সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন এবং বিধায়ক তহবিলের অর্থ থেকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হয় এই সীমানা প্রাচীর। এবং মঙ্গলবার সেই সীমানা প্রাচীর উদ্বোধন করেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিন বিধায়ক শংকর ঘোষ জানান, এই স্কুলে তিনি দীর্ঘ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তাই এই স্কুলের একাংশ সীমানা প্রাচীরের জরাজীর্ণ অবস্থার কথা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও একসময়ের সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে শোনা মাত্রই তিনি সিদ্ধান্ত নেন সেই সীমানা প্রাচীর বিধায়ক তহবিলের অর্থ দিয়ে নির্মাণ করে দেবেন এবং সেইমতো শুরু হয় সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ। মঙ্গলবার সেই সীমানা প্রাচীরেরই শুভ উদ্বোধন করা হয়।

রাতে খুলল বাঁধ, পুজোর দিনই বানভাসি ঘাটাল

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিলাবতী নদীর জলে প্লাবিত ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা। প্লাবিত ঘাটাল-চন্দ্রকোনা রাজ্যসড়কের বরদাচৌকান এলাকাও। জল ঢুকেছে রাজ্যসড়কের ধারে থাকা দোকানগুলিতেও। ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। সড়ক জলে ডোবায় ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন। চরম ভোগান্তির শিকার পণ্যবাহী গাড়ি, যাত্রীবাহী বাস থেকে নিত্যযাত্রীরা। জল ঢুকে বন্ধ হয়ে গেছে ঘাটালের সবথেকে বড় বাজার কুঠিবাজার চত্বর। ঘাটাল মহকুমা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনার প্রভাত পান জানান, বিভিন্ন লোকাল রুটের বাসচলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, কিছু দূরপাল্লার বাস ঝুঁকি নিয়ে চলছে। জল আরও বাড়লে ঘাটালের সাথে বিভিন্ন রুটের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়বে। তবে তিনি আরও জানান, নতুন করে বৃষ্টি না হলে এবং ডিভিসি জল না ছাড়লে দু-একদিনের মধ্যে ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ঘাটালের বিভিন্ন দোকানে ঘটা করে বিশ্বকর্মা পূজো করে থাকেন ব্যবসায়ীরা ও বিভিন্ন দোকানদাররা। কিন্তু এখন ঘাটালে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে দোকানের ভেতর বন্যার জল থাকায় রাস্তার উপরে ঢাক সহযোগে বিশ্বকর্মা পূজোর আয়োজন করেছেন দোকানদার সজল পাল। ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি প্রথম নয়। কিন্তু এ বছরের রাস্তার উপরে এইভাবে বিশ্বকর্মা পুজো এই প্রথমবার করছেন বলে জানিয়েছেন পুরোহিত তপন মিশ্র।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হাতে গ্রেফতার সুমন শীল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হাতে গ্রেফতার সুমন শীল। ভক্তিনগর থানার জ্যোতি নগর কলোনি এলাকার বাসিঃদা সুমন। শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি মোটর বাইক শোরুমে কাজ করতো সুমন। সেখানেই কাজ করতো রিয়া থাপা নামে এক চব্বিশ বছরের যুবতী। রিয়া থাপার বাড়ি কালচিনি। কর্মসূত্রে রিয়া সেবক রোডের পায়েল সিনেমা হল সংলগ্ন দশরথ পল্লী এলাকায় ভাড়া থাকতো। কর্মসূত্রেই সুমনের সাথে পরিচয় হয় রিয়ার। বন্ধুত্ব থেকে সেই সম্পর্ক প্রেমে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু রিয়া আগে থেকেই অন্য এক যুবকের সাথে প্রণয়ে আবদ্ধ ছিল। রিয়া যে অন্য কাউকে ভালবাসে সেটা সুমন জানতো না। তবুও রিয়া সুমনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক চলাতে থাকে। দুজনে মাঝে মাঝে একসাথেও থাকতো। কিছুদিন বাদে রিয়া, সুমন যে বাইকের শোরুমে চাকরি করতো সেই চাকরি ছেড়ে অন্য একটি বাইকের শোরুমে চাকরিতে যোগদান করে। বেশ কিছুদিন ধরেই রিয়াকে সন্দেহ করছিল সুমন। একটি নাম্বার থেকে মাঝে মাঝেই রিয়ার কাছে ফোন আসতো, আর তা নিয়েই দুজনের মধ্যে চলতো নানান প্রশ্নোত্তর পর্ব। এরপর সুমন জানতে পারে রিয়া আগে থেকেই আরেক যুবকের সাথে প্রণয়ে আবদ্ধ। সুমন এটাও জানতে পারে রিয়া মাঝে মাঝেই অন্য প্রেমিকের সাথে গল্প করত। আর এটাই সুমন শীল মেনে নিতে পারেনি। এই বিষয়টি নিয়ে মাঝে মাঝেই রিয়া এবং সুমনের সাথে বিবাদ লেগে থাকত। আর এরই মাঝে গত ৯ তারিখ রিয়ার গলায় ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশ অনুমান করে রিয়া আত্মঘাতী হয়েছে। ৯ তারিখ রিয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এবং ১০ তারিখ ময়নাতদন্তের পর দেহ রিয়ার পরিবারের হাতে তুলে দেয় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এরপর তার পরিবারের তরফ থেকে ভক্তিনগর থানায় একটি খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। কিন্তু তদন্তে তেমন কোন সাফল্য মিলছিল না। এরপর এই ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হাতে। আর ঠিক সেই সময় থেকেই ফেরার ছিল প্রেমিক সুমন। বিভিন্ন সূত্র কে কাজে লাগিয়ে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের তদন্তকারী অফিসারেরা সুমনের খোঁজ শুরু করে। অবশেষে সাফল্য। উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর থেকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের তদন্তকারী অফিসারেরা সুমন শীলকে গ্রেফতার করে সোমবার রাতে। সুমন তার এক আত্মীয়র বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট সূত্রে জানা গেছে, রিয়ার মৃত্যুর আসল রহস্য উদ্ঘাটন করতে সুমনকে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। আর এই কারণেই সুমনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে তুলে পুলিশ রিমান্ডে চায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। রিয়ার মৃত্যু নিছক আত্মহত্যা? নাকি খুন? তারই তদন্ত শুরু করতে চলেছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট।

জল ছাড়ছে ডিভিসিঃ জামালপুরে দামোদর তীরবর্তী এলাকা খতিয়ে দেখলেন ব্লক প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ গত তিনদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পাশাপাশি ডিভিসি জল ছাড়ায় জল বেড়েছে দামোদর নদে। মঙ্গলবার জামালপুর ব্লকের দামোদর তীরবর্তী এলাকার পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে জারোগ্রাম ও জোতশ্রীরাম অঞ্চলের জোচ্চাঁদ, পাইকপাড়া, অমরপুর, সোনারগোড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে পৌঁছান জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক এবং পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খান। সেখানে তারা নদীর ধারে পৌঁছে বাঁধের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। বাঁধের তীরবর্তী কয়েকটি পরিবার কে সরাবার ব্যবস্থা করেন তারা। বিডিও পার্থ সারথী দে জানান, তারা সব রকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি আছেন। কয়েকটি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই রেসকিউ সেন্টার খোলা হয়েছে। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন কেউ অযথা ভয় পাবেন না। ব্লক প্রশাসন পাশে আছে। ইতি মধ্যেই পাঁচড়া, জামালপুর ১ ও ২, জোতশ্রীরাম প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চল মাইকিং করানো হয়েছে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে। মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, ঝাড়খন্ডে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় দামোদরে জল ছেড়েছে ডিভিসি। ফলে জলস্তর বাড়ছে ক্রমশ। তবে তারা সতর্ক আছেন। তারা নজরদারী চালাচ্ছেন জামালপুরের উপর দিয়ে বয়ে চলা দামোদর নদের তীরবর্তী এলাকাগুলিতে। কারোর কোনো অসুবিধা হলে ব্লক প্রশাসন তার পাশে আছে। জলস্তর বা।।য় দামোদরে যাতে কেউ মাছ ধরতে কিম্বা অন্য কোন কাজে না নামে তার জন্য সকলকে সতর্ক করে দেন তিনি। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভুতনাথ মালিক জানিয়েছেন, ডিভিসির জল ছাড়ার কারনে যাতে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় তার জন্য ব্লক প্রশাসন সবসময় সতর্ক আছে। দামোদরের বাঁধের অবস্থা তারা খতিয়ে দেখলেন এবং এলাকার মানুষকে আগাম সতর্ক করে রাখলেন। জামালপুরের ব্লক নেতৃত্ব সর্বদা জামালপুরবাসীর পাশে আছে বলে জানিয়েছেন ভুতনাথবাবু।

কালিম্পং-এ আবার ধস ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হল যান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, কালিম্পং, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ পর্যটন মরসুম শুরু হতেই বিপত্তি, ধসে বন্ধ সিকিম যাবার পথ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকলেও আচমকাই উত্তরবঙ্গের সেবক হয়ে সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের কান্দুং বন বস্তি সংলগ্ন শিতুঝোরার রাস্তায় ব্যাপক ধস নামায় ইতিমধ্যেই ওই পথ দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন মঙ্গলবার পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী পদক্ষেপ জানানো সম্ভব হবে। লাগাতার বৃষ্টিতে ফের দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় ধস। একাধিক জায়গায় রাস্তা ভেঙেছে। শ্বেতিঝোরার কাছে ১০ নং জাতীয় সড়কও বিচ্ছিন্ন। বর্ষার পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে বিপাকে পর্যটকরা। পূর্ত দপ্তরের তরফে তাঁদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, সম্ভব হলে ১০ নং জাতীয় সড়ক এড়িয়ে চলুন। তবে এই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ চলছে। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা শেষ হয়ে গেলে ছোট গাড়ি চলাচল শুরু হবে। পূর্বাভাস ছিলই। তা সত্যি করে গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি। আর তার জেরে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের রাস্তাগুলিতে ধস নেমেছে। শ্বেতিঝোরার কাছে ধসে রাস্তার এতটাই ক্ষতি হয়েছে যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সোমবার বিকেল থেকে এই পরিস্থিতি।

ফলে শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যেতে হচ্ছে ঘুরপথে। গরুবাথান, লাভা হয়ে কালিম্পং, রংপো রুট দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে আপাতত। যতক্ষণ না ১০ নং জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়, ততক্ষণ ওই রুট ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ এবং প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমে যাওয়ার জন্য ১০ নং জাতীয় সড়ক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ পথ। সেই রাস্তা ব্যবহার করতে না পারলে, যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় পর্যটকদের। তবে মহকুমা প্রশাসন, পূর্ত দপ্তর ভাঙা রাস্তা মেরামতির কাজে নেমেছে সোমবার থেকেই। মঙ্গলবারও কাজ চলেছে। তবে আরও বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা।

কুয়ে নদীর জলে প্লাবিত আঙারপুর গ্রাম, ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ স্লুইস গেট ভেঙে কুয়ে নদীর জলে প্লাবিত হয়ে গেল মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার অধীনস্থ আঙারপুর গ্রামের একাংশ। জলমগ্ন হয়েছে ওই এলাকার কৃষিজমি থেকে কিছু ঘর-বাড়িও। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, স্লুইস গেট ভেঙে যাওয়ায় সোমবার গভীর রাত থেকে গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় পঞ্চায়েত, সেচ দফতরের দিকে আঙুল তুলেছে। পঞ্চায়েতের অভিযোগ, স্লুইস গেট অনেকদিন ধরেই খারাপ ছিল। সেচ দফতরকে তা জানানো হয়েছিল। কিন্তু মাটির বস্তা দিয়ে অস্থায়ীভাবে মেরামতি করেছিল তারা। স্থায়ীভাবে সমস্যার কোনও সমাধান করা হয়নি। যার ফলে সোমবার গভীর রাতে মাটির বস্তা সরে গিয়ে কুয়ে নদীর জল ওই এলাকায় ঢুকে পড়ে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন এলাকার চাষীরা।

পুলিশের অভিযানে গাঁজা সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশায় গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠানো হয়। জানা গেছে, ধৃতের নাম সজল সরকার। অসম-বাংলা সীমানার পাকরিগুড়ি এলাকায় তাঁর বাড়ি। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বারবিশা বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে সজল সরকারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১ কেজি গাঁজা। নির্দিষ্ট ধারায় ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এদিন তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে। ধৃত ব্যক্তি ওই পরিমাণ গাঁজা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, এইসব বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ অন্দরান ফুলবাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির বাড়ির সামনে থেকে তাজা বোমা উদ্ধার এর ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাজা বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযোগ লোকসভা নির্বাচনের পরে যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে তারা গতকাল কোচবিহার জেলা বিজেপি পার্টি অফিসে পুনরায় বিজেপিতে ফিরে যায় আর এরপরেই এলাকাকে উত্তপ্ত করতে তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভাপতি সুব্রত দাসের বাড়ির সামনে গতকাল রাতে বোমা রেখে যায় বিজেপি - আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

Office of the
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad Murshidabad
e-N.I.T. No. 03/2024-25

e.-N.I.T.-03 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 07(Seven) nos. works under Chhaighari Gram Panchayat from **18.09.2024 to 25.09.2024**. N.B.: Details my be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

Online tender are invited by the Principal, Purulia Government Engineering College, Purulia - 723103 from bidder regarding supply and arrangement for NS training on climate resilient integrated rural infrastructures (Batch-4). The details of which will be available in website **https://wbtenders.gov.in** from **18/09/2024.** Last date of submission of tender is **26/09/2024.**

Sd/- Dr. Malay Kanti Ghosh
Programme coordinator &
Associate Professor
Department of Civil Engineering
RKMGEC, Purulia

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নাম- অজয় চৌধুরী

আমোক্তারনামা দাতা ১. কমল ব্যানার্জি, ২. রামা গাঙ্গুলি, ৩. নরেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, ৪. কৃষ্ণ গাঙ্গুলি এবং গ্রহীতা রবীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, ঠিকানাঃ এম জি রোড, উকিল পাড়া, জলপাইগুড়ি।
মিউটেশন কেস নং- ১০৭৭৫২৪
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে জলপাইগুড়ি বিএলআরও অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান
মৌজাঃ খড়িয়া শিট
জে এল নং ঃ ৭
খতিয়ান নংঃ ২০
প্লট নংঃ ১৩৩
পরিমাণঃ০০১৭৮ একর
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী বিভাগ ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নাম ও ঠিকানা- অজয় চৌধুরী, পিতা- রামাশীষ চৌধুরী, এমজি রোড, উকিল পাড়া, জলপাইগুড়ি, ওয়ার্ড নং. ৬, মৌজাঃ খড়িয়া শিট, থানাঃকোতোয়ালি।

Office of the
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad Murshidabad
e-N.I.T. No. 02/2024-25

e.-N.I.T.-02 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 07(Seven) nos. works under Chhaighari Gram Panchayat from **18.09.2024 to 25.09.2024**. N.B.: Details my be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
Vill:-Tilabani, Post:-Bauridiha, Dist:-Bankura, Pin:-722121
NIeT–07/HirGP/2024-25

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced, Contractors for Construction of Drain at 2 (Two) different places. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid(Online): **25.09.2024 up to 16.00 hrs**. Date of opening of Technical at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **27.09.2024 from 16.00 hrs.** For details visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

Office of the
Maheshpur Gram Panchayat
Birshibpur, Uluberia, Howrah.
e-mail : gpmahespur@yahoo.com
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no. 146/MGP , Dated : 13.09.2024** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **18/09/2024 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **24/09/2024 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/26/24-25/R (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of passage near 2/2, 14, 19 Chowbagha Road, 46B C. N. Roy Road and surroundings disturbed by Water Supply Department in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,77,874.17.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/24/24-25/R (2nd Call)
Name of the work: **Connection of 500 mm dia. sewer line from 30, Picnic Garden Road to Newly constructed Tiljala Road sewer in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,76,361.91.** Earnest money: ₹ **3,600.00.** Period of completion: **14 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/24/24-25/R (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of passage at Picnic Garden Road from Premises No. 185A to 187A in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,561.52.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/25/24-25/R (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of passage near 8 No. Chowbhagha Road and surroundings in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,97,954.71.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **26.09.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).** Tender will be opened on: **28.09.2024 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **17.09.2024 at 6.55 pm (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/5/24-25/B
Name of the work: **Repairing of Bustee passage at Patra Para and its surrounding in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,20,361.77.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/GMBG/3/24-25
Name of the work: **Repairing of pathway and other ancillary civil work at Gobra Burial Ground-I, II, and III under Borough-VII.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,34,915.26.** Earnest money: ₹ **8,700.00.** Period of completion: **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/41/24-25/R
Name of the work: **Repairing of passage beside Parghata Club and its surrounding in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,96,471.94.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/36/24-25/B
Name of the work: **Repairing of Bustee passage at Marer Bagan and its surrounding in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,96,191.03.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/11/24-25/B
Name of the work: **Repairing of Bustee passage beside Slaughter House and its surrounding in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,98,401.72.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/28/24-25/B
Name of the work: **Construction of latrine at K. T. 2nd Lane and its surrounding Bustee in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,42,402.51.** Earnest money: ₹ **6,900.00.** Period of completion: **60 days.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/44/24-25/R
Name of the work: **Repairing of footpath by laying paver block at 8, 9, 16 Munshibazar Road and its surroundings in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,71,128.90.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **28.09.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 5 to 11).** Tender will be opened on: **01.10.2024 at 12 noon (For Sl. No. 5 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **18.09.2024 at 6.55 pm (For Sl. No. 5 to 11).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 11).**

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/005/20/2024-2025
Name of the work: **Restoration of IPS and paver block footpath along 4 etc. Rai Charan Sadhukhan Road in Ward No.-005.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,68,434.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/005/25/2024-2025
Name of the work: **Urgent repairing of KMCP School at 35 Raja Manindra Road in Ward No.-005.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,66,898.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/002/20/2024-2025
Name of the work: **Restoration of IPS passages at 2/1, 6/4 etc. Gopal Bose Lane and other places in Ward No.-002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,51,325.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/002/22/2024-2025
Name of the work: **Restoration of IPS passages at 5, 8 D. Gupta Lane and other surrounding places in Ward No.-002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,50,713.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/002/23/2024-2025
Name of the work: **Repairing of IPS passages at 10/1, 10/4A Hem De Lane and other surrounding areas in Ward No.-002.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,86,292.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/003/20/2024-2025
Name of the work: **Restoration of IPS and concrete pavements at 8/1A, 8/1B, 8/1F/1, 9L etc. Beerpara Lane and surrounding areas in Ward No.-003.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,50,625.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/005/16/2024-2025/BS
Name of the work: **Development of Bustee IPS passage at 3, 5, 6, 9, 10 Srish Chandra Chowdhury Lane in Ward No.-005.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,675.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/006/18/2024-2025
Name of the work: **Repairing of new office building in Borough-I office at 10, B. T. Road, Kolkata-02.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,94,713.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/I/003/15/2024-2025
Name of the work: **Restoration of paver block footpaths at 22/2, 22/3/5, 22/12, 22/3 etc. Raja Manindra Road and surrounding areas in Ward No.-003.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,95,840.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **26.09.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 9).** Tender will be opened on: **28.09.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **17.09.2024 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 9).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9).**

(606/24-25)

লোকেশ রাহুল না সরফরাজ? পরিষ্কার ইঙ্গিত রোহিতের

চেন্নাই, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দু-ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। আপাতত প্রথম টেস্টেরই স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে। প্রথম টেস্টের একাদশে মিডল অর্ডার নিয়ে সামান্য ধোঁয়াশা ছিলই। ভারতের শেষ টেস্ট সিরিজ ছিল ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। চোটের কারণে মাঝ পথেই ছিটকে গিয়েছিলেন লোকেশ রাহুল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেননি বিরাট কোহলি। শ্রেয়সও চোট পেয়েছিলেন। একঝাঁক নতুন মুখ দেখা গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সরফরাজ খান। লোকেশ রাহুল ফেরায় সরফরাজের সুযোগ পাওয়া কঠিন, এমনটাই মনে করা হচ্ছিল। রোহিত শর্মার মন্তব্যেও যেন তেমনই ইঙ্গিত। চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টে ভারতের মিডল অর্ডার, সরফরাজ খান এবং লোকেশ রাহুলকে নিয়ে নানা কথাই বললেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ভারতীয় দলে একটি অলিখিত নিয়ম রয়েছে, কেউ চোট থেকে ফিরলে সরাসরি একাদশে জায়গা পান। রাহুলের ক্ষেত্রেও কি এমনই হতে চলেছে? একাদশ বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে রোহিত বলেন, ''এখান বেশি কিছু ভাবার নেই। যদিও একাদশ বাছতে অনেক কিছু ভাবতে হয়। কে কত রান করেছে, সাম্প্রতিক ফর্ম, অভিজ্ঞতা, ম্যাচ উইনার কে হতে পারে, ইমপ্যাক্ট কে ফেলতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে কোনও প্লেয়ারকে বাছতে হলে এই ক্রাইটেরিয়া গুলো নিয়ে ভাবতে হয়। লাস্ট সিরিজে অনেকেই ছিল না। চোট এবং নানা কারণে। এখনও অনেকেই চোটের কারণে নেই। তবে বেশির ভাগই পাচ্ছি। আমরা কী ভাবে খেলতে চাই, সেই অনুযায়ী একাদশ বাছবো।'' যদিও তাঁর পরের প্রশ্ন এবং উত্তরেই যেন পরিস্কার, লোকেশ

রাহুলই একাদশে থাকছেন। রাহুলের ফর্ম এবং সম্ভাবনা নিয়ে রোহিত বলছেন, ''বিশ্বে এমন কোনও ক্রিকেটার নেই, যার কেরিয়ার খুব মসৃণ কেটেছে। প্রত্যেকেরই ওঠা-নামা থাকে। লোকেশের দক্ষতা সম্পর্কে আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল। ওর সেরাটা বের করে নিতে চাই। ওর থেকে কী প্রত্যাশা, সেই বার্তাটা পরিস্কার করে দিয়েছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় সেঞ্চুরি করেছিল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও একটা সেঞ্চুরির কাছাকাছি ইনিংস খেলেছে, দলীপে ভালো খেলেছে। আশা করছি, ও এখানেও দুর্দান্ত খেলবে। লোকেশ স্পিন-পেস দুটোই ভালো খেলে। ও কেন সাফল্য পাবে না, বরং এটাই প্রশ্ন হতে পারে। ওর উপর টিমের ভরসা রয়েছে।'' সরফরাজের মতো জায়গা ছাড়তে হবে আর এক তরুণকেও। ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। ফলে একাদশে সম্ভাবনা নেই ধ্রুব জুরেলের। ওদের পারফরম্যান্স নিয়ে অবশ্য প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন রোহিত। বলছেন, ''সরফরাজ, যশস্বী, জুরেলরা নতুন। তবে ওরা প্রচুর খেলেছে। ওদের গড়ে তুলতে হবে। ওরা কী চায়, আমরা ওদের থেকে কী চাই, সবটাই পরিস্কার। জয়সওয়াল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অসাধারণ পারফর্ম করেছে। ধ্রুব জুরেল কিপিংয়েও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে, চাপের মুহূর্তে ভালো ইনিংস খেলেছে। সরফরাজ ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেছে। সুতরাং, এটা আমাদের কাছে পজিটিভ দিক।''

লাল-মাটির পিচে রোহিতের গম্ভীর চিন্তা একাদশ বাছাই!

চেন্নাই, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ চেন্নাই...চিপক...স্পিন। এমনটাই স্বাভাবিক। ভারত-বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট এই ভেনুতেই। সমস্যা হল এ বারের পিচ। চেন্নাইতে স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য হয়ে থাকে। ভারতের স্পিন বোলিং আক্রমণ খুবই শক্তিশালী। অভিজ্ঞতাও প্রচুর। একই ভাবে, প্রতিপক্ষ বাংলাদেশেরও স্পিন আক্রমণ খুবই ভালো। অভিজ্ঞ দুই বাঁ হাতি স্পিনার সাকিব আল হাসান এবং তাইজুল ইসলাম রয়েছেন। সঙ্গে মেহদি হাসান মিরাজের মতো অফস্পিনার-অলরাউন্ডার। সে কারণেই একটু হলেও ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে। লাল-মাটির পিচ যেন সেটারই ভাবনা। চেন্নাইতে লাল-মাটির পিচ মানে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, বাউন্স এবং ক্যারি থাকবে। কিন্তু চেন্নাইয়ের যা ভৌগোলিক অবস্থান, তাতে পাঁচ দিনই পিচের কম্বিনেশন। তিন স্পিনার খেলানো হলে প্রথম দুটি স্পট নিশ্চিত। অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং বাঁ হাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাডেজা। এর অন্যতম কারণ, তাঁদের ব্যাটিং। তাঁদের শুধুই স্পিনার বলা যায় না। দু-জনেই অলরাউন্ডার। তৃতীয় স্পটের জন্য লড়াইয়ে কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেল। কুলদীপকে রাখলে বোলিংয়ে বৈচিত্র বাড়বে। আবার অক্ষরকে খেলালে ব্যাটিং গভীরতা বাড়বে। যদি তিন পেসার খেলানো হয় সেখানেও একই চিন্তা কাজ করছে। জসপ্রীত বুমরা নিশ্চিত। বাকি দুই স্পটে ডান হাতি পেসার নাকি একটি স্পট রাখা হবে বাঁ হাতি পেসার যশ দয়ালের জন্য! চেন্নাইয়ের পিচ, রোদের কথা মাথায় রাখলে রিভার্স সুইং যে হবে বলা যায়। বুমরার সঙ্গে সেখানে সিরাজ কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন। একই কথা প্রযোজ্য আকাশ

দীপের জন্য। তিন ডান হাতি পেসার খেলানো হলে বুমরা-সিরাজ-আকাশ দীপ। বৈচিত্র চাইলে টেস্ট অভিষেক হতে পারে যশ দয়ালের। তবে এত অঙ্কের কারণ যে লাল-মাটি! এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যাটিং নিয়ে অবশ্য ভাবনার জায়গা কম। ওপেনিংয়ে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার সঙ্গী যশস্বী জয়সওয়াল। তিন ও চারে যথাক্রমে শুভমন গিল, বিরাট কোহলি। পাঁচে সরফরাজের থেকে অভিজ্ঞ লোকেশ রাহুলকেই এগিয়ে রাখা হচ্ছে। ছয়ে টেস্টে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে ঋষভ পন্থের।

পরিস্থিতি এক রাখা কঠিন। প্রচণ্ড গরম আবহাওয়া। ফলে পিচ পরের দিকে ফাটবেই। স্পিনাররাও সুবিধা পাবে। দ্বিতীয় ভাবনা তাই একাদশ বাছাই নিয়ে। তিন পেসার নাকি তিন স্পিনার। গরম আবহাওয়ার কারণে তিন পেসার খেলানো সেফ বলা যায়। কিন্তু পিচে দ্বিতীয় দিন থেকেই স্পিনাররা ব্যাপক সুবিধা পাবেন কিনা, ধোঁয়াশা থাকছেই। ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে টি-টোয়েন্টি এবং ওডিআই ক্রিকেটে অভিষেক হয়ে গিয়েছে গৌতম গম্ভীরের। তাঁর কোচিংয়ে প্রথম টেস্ট। আর শুরুতেই গম্ভীর চিন্তা

ভাঙল চিনের প্রাচীর, টানা দ্বিতীয়বার এশিয়া সেরা ভারত

হুলুনবার, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত এবং চিনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখতে পাওয়া গেল। তবে এই ম্যাচে শেষপর্যন্ত টিম ইন্ডিয়া বাজিমাত করে। এই ম্যাচে ভারতীয় হকি দল ১-০ ব্যবধানে জয়লাভ করে। ভারতের হয়ে গোল করেছেন যুগরাজ সিং। এই ম্যাচের শুরু থেকে ভারত এবং চিন আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াতে শুরু করে। যদিও ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। টিম ইন্ডিয়া বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ তৈরি করলেও শেষপর্যন্ত ফিনিশ করতে

পারেনি। আশা ছিল, দ্বিতীয় কোয়ার্টারে টিম ইন্ডিয়া হয়ত ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও ম্যাচের ফলাফল থাকে গোলশূন্য। তবে প্রথম ৩০ মিনিটে দুটো দলের মধ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখতে পাওয়া গেল। সবথেকে বড় কথা হল, বল দখলের লড়াইয়ে টিম ইন্ডিয়া (৮৪ শতাংশ) এগিয়ে ছিল। কিন্তু, এগিয়ে থাকলেও তারা কোনওভাবেই চিনের পাঁচিল ভাঙতে পারছেন না। ভারত বেশ কয়েকটা গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল। ভারত যেখানে চারটে পেনাল্টি কর্নার পেয়েছিল, সেখানে চিনের ঝুলিতে এসেছিল মাত্র একটা। কিন্তু, শেষপর্যন্ত বিপক্ষের জালে বল জড়াতে পারেনি। তৃতীয় কোয়ার্টারের ৩৫ মিনিটে গুরজ্যোতের কাছে গোলের সুযোগ এলেও, সেটা তিনি মিস করে ফেলেন। তবে চিন বেশ কয়েকটা গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল। কিন্তু, শেষপর্যন্ত ভারতীয় ডিফেন্সের কাছে তারা প্রতিহত হয়। চিনের কাছে পেনাল্টি কর্নার থেকেও গোল করার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু, সেটাও তারা করতে পারেনি। অবশেষে চিনের প্রাচীর ভাঙলেন যুগরাজ সিং। ৫১ মিনিটে তিনি টিম ইন্ডিয়াকে ১-০ গোলের লিড দিলেন। তবে এই গোলের ক্ষেত্রে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীতের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ডান দিক থেকে চিনের ডিফেন্স ভেঙে সুযোগ তৈরি করেন। এরপর যুগরাজ আর কোনও ভুল করেননি।

হাবাসের কোচিংয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন সার্থক

কাশি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ইস্টবেঙ্গল এফসি থেকে ইন্টার কাশিতে যোগ দিয়েছেন সার্থক গোলুই। সেখান আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের প্রশিক্ষণে ঘুরে দাঁড়াতে তিনি মরিয়া। দলের সঙ্গে অনুশীলন করছেন চুটিয়ে। এবারের কলকাতা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। সিএফএল ২০২৪-এ ইস্টবেঙ্গলের ভাল খেলার পিছনে সার্থক গোলুইয়ের অবদান রয়েছে। কলকাতার ফুটবল লিগের কথা মাথায় রেখে সঠিক গোলুই, হীরা মণ্ডলদের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারদের স্কোয়াডে রেখেছিল লাল হলুদ শিবির। কলকাতা ফুটবল লিগ ২০২৪ শেষ হওয়ার আগেই

ইস্টবেঙ্গল এফসিকে বিদায় জানিয়েছেন সার্থক। যোগ দিয়েছেন আই লিগের ক্লাব ইন্টার কাশিতে। গত মরশুমের আই লিগে ভাল পারফরম্যান্স করেছিল ইন্টার কাশি। খাতায় কলমে এবার তাদের স্কোয়াড আরও শক্তিশালী। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ, লিগ শিল্ড জয়ী লোপেজ হাবাসকে করা হয়েছে দলের হেড কোচ। জনি কাউকোর মতো অভিজ্ঞ বিদেশি ফুটবলার রয়েছেন দলে। ইন্টার কাশি যে আই লিগ সেরা হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে সেটা স্পষ্ট। সার্থক গোলুইয়ের অনুশীলন করার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে ইন্টার কাশি। অনুশীলনে বেশ চনমনে দেখাচ্ছে তাঁকে। আই লিগ সেরা হয়ে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অংশ নিয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আগের মরশুমে আই লিগ জিতে আইএসএল-এ প্রবেশ করেছিল পঞ্জাব এফসি। এবার আই লিগ সেরা হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে দল সাজিয়েছে ইন্টার কাশি। এই দলের হয়ে নিজেকে নতুন করে চেনাতে চাইবেন সার্থক গোলুই।

ভারতকে ক্লিন সুইপ করবে অস্ট্রেলিয়া! ভবিষ্যদ্বাণী নাথান লায়নের

মেলবোর্ন, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ চলতি বছরের শেষের দিকে বর্ডার গাভাসকর ট্রফির আগে ব। ভবিষ্যদ্বাণী করলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা অফ স্পিনার নাথান লায়ন। বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে আয়োজক অস্ট্রেলিয়া টিম ইন্ডিয়াকে ক্লিন সুইপ করবে বলে জানিয়েছে লায়ন। ২০১৮-১৯ ও ২০২০-২১ মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিক সিরিজ জয় সহ গত ১০ বছর ধরে শিরোপা ধরে রেখেছে ভারতীয় দল। অস্ট্রেলিয়া শেষবার এই সিরিজে ক্লিন সুইপ করেছিল ২০১১ সালে। 'উইলো টক' পডকাস্টে অ্যালিসা হিলির সঙ্গে কথা বলার সময় লায়ন বলেছেন, এই বছরের শুরুতে ইংল্যান্ড-ভারত সফরের সময় থেকেই তিনি বিজিটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন। এই স্পিনার আরও জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরেই এই সিরিজে নজর রাখছেন তিনি। 'উইলো টক' পডকাস্টে অ্যালিসা হিলিকে লায়ন বলেছেন, ''বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জেতার পর ১০ বছর অতিক্রম হয়েছে। ইংল্যান্ড দল যখন ভারতে খেলছিল তখন আমি এই সিরিজটি নিয়ে ভাবতে শুরু করি। ওদের খেলা দেখছিলাম। আমার ভবিষ্যদ্বাণী, ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া ৫-০ ব্যবধানে

জিতবে।'' সেই সঙ্গে এই সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের বার্তাও দিয়েছেন লায়ন। তাঁর মতে, ''আমাদের বড় রান দরকার। এমন খেলোয়াড় দরকার যারা সেঞ্চুরি করার মতো ক্ষমতা রাখেন। স্টিভ স্মিথ, মার্নাস লাবুশেন, ট্রাভিস হেড, সবাই টপ অর্ডারের খেলোয়াড়।'' বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে লায়নের পারফরম্যান্স অসাধারণ। ২৭ ম্যাচে ৩১.৫৬ গড়ে ১২১ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি লায়ন। এই প্রথম ভারত ও অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে অংশ নেবে। ২২ নভেম্বর পার্থে শুরু হবে প্রথম টেস্ট।

টিমের হারে খুশি ক্যাপ্টেন! পাকিস্তান ক্রিকেটে বিদ্রুপের ঝড়

ফয়সলাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ টিম হারলে কেউ খুশি হন! ম্যাচ পরবর্তী সাক্ষাৎকারে তা স্বীকারও করেন! এমনটাও হয় নাকি! এমন দৃশ্যই পাকিস্তান ক্রিকেটে। এক সিনিয়র ক্রিকেটারের মন্তব্যে পাকিস্তান ক্রিকেটেই বিদ্রুপের ঝড়। নানা রকম মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ম্যাচ শেষে সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, দলের হারে খুশি। এর মাধ্যমে দলের 'দুর্বলতা' দেখে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, এমন মন্তব্যও করেন সেই ক্রিকেটার তথা অধিনায়ক। আর সেই ক্যাপ্টেন হলেন পাকিস্তানের মহম্মদ হ্যারিস। কী হয়েছে ঘটনাটি? পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ওয়ান ডে কাপ ঘরোয়া টুর্নামেন্ট চলছে। ফয়সলাবাদে হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। স্ট্যালিয়ন্স টিমের ক্যাপ্টেন মহম্মদ হ্যারিস। ইকবাল স্টেডিয়ামে মহম্মদ রিজওয়ানের নেতৃত্বাধীন মারখোরস টিমের বিরুদ্ধে মাত্র ২০ ওভারে ২৩১ রান দিয়েছে স্ট্যালিয়ন্স! মারখোরস টিমের হয়ে ইফতিকার আহমেদ ৬০, আঘা সলমন ৫১ রান করেন। জবাবে মহম্মদ হ্যারিসের নেতৃত্বাধীন স্ট্যালিয়ন্স মাত্র ১০৫ রানেই অলআউট! বিশাল ব্যবধানে হারের চেয়েও ম্যাচ শেষে ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎকারই বিরাট চমক। হেরে যাওয়া স্ট্যালিয়ন্সের ক্যাপ্টেন মহম্মদ হ্যারিস বলেন, ''ম্যাচে আমরা কোনও ভুল করিনি। যা চাইছিলাম, ঠিক তেমনই হচ্ছিল। আসলে আমরা দলের শক্তি পরীক্ষা করে দেখছিলাম।'' মহম্মদ হ্যারিস আরও যোগ করেন, ''আগের ম্যাচে আমরা টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলাম। এই ম্যাচে রান তাড়া করলাম। এর থেকে আমরা নিজেদের শক্তি-দুর্বলতাগুলো উপলব্ধি করতে চেয়েছিলাম। ঠিক সেটাই হয়েছে। হারের জন্য আমরা খুশিই হয়েছি। কারণ, প্রথম ম্যাচে আমরা প্রথমে ব্যাট করেছিলাম।'' স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এই মন্তব্য নিন্দার ঝড় তুলেছে। কেউ বলছেন, পাকিস্তানের আরও একজন গড়পড়তা ক্রিকেটারের চেয়েও খারাপ! আবার একজন মন্তব্য করেছেন- 'শক্তি পরীক্ষা করছিল! বড্ড বোকা বোকা মন্তব্য।' একজন লিখেছেন- 'ওদের আগে শিক্ষিত করা প্রয়োজন, তারপর ক্রিকেট।' এমন নানা বিদ্রুপের শিকার পাকিস্তানের সিনিয়র ক্রিকেটার মহম্মদ হ্যারিস।

কলকাতা লিগে স্বচ্ছতা আনতে একাধিক নিয়মে বদল আনল আইএফএ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ঘরোয়া লিগে স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি আরও আকর্ষণীয় করে তুলতেই কয়েকটি নিয়ম সংশোধন করল আইএফএ। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ক্ষেত্রে আরও কঠোর হচ্ছে রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। ফিক্সিংয়ে জড়িত প্রমাণ হলে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি নূন্যতম দু'বছরের জন্য নির্বাসন হবে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের। সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে অনুমোদন বাতিল হতে পারে দোষী ক্লাবের। কঠোর শাস্তি হবে জড়িত ফুটবলার, কোচিং স্টাফ-সহ দোষীদের। এদিনের গভর্নিং বডির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। গত মরশুমে ঘরোয়া লিগে ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে তোলপাড়ের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই এই নিয়ম আনল আইএফএ। এছাড়াও ফুটবলার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। আগামী মরশুম থেকে একটি ফুটবলার ঘরোয়া লিগে মরশুমের মাঝপথেও বিশেষ করে (চ্যাম্পিয়নশিপ অথবা রেলিগেশন রাউন্ড শুরুর আগে) দল বদল করতে পারবে শর্ত সাপেক্ষে। এবার থেকে মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে মরশুমের মাঝপথে ফুটবলার পরিবর্তন করতে গেলে আইএফএর মেডিক্যাল কমিটির পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হবে সংশ্লিষ্ঠ চোট পাওয়া ফুটবলারটিকে। সোমবার গভর্নিং বডিতে চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিশ্বিজ দেবকে কো-অপ্ট করে নেওয়া হল। নতুন নিয়ম আনার প্রসঙ্গে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, ''এই নিয়ম যোগ হওয়ার ফলে প্রতিযোগিতার মান আরও বাড়বে। লিগ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে সুবিধা হবে ক্লাবগুলোর।''

সুরুচিকেও গোলের মালা ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ আইএসএল বা ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দলের অবস্থা যাই হোক না কেন, কলকাতা লিগে লাল-হলুদের রিজার্ভ দল ছুটছে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই। মঙ্গলবার ঘরোয়া লিগের সুপার সিক্স পর্বে সুরুচি সংঘকে গোলের মালা পরালেন সায়ন, জেসিন, আমনরা। ঘরোয়া লিগে সেই গ্রুপ পর্ব থেকেই ঝকঝকে ফুটবল খেলছে ইস্টবেঙ্গল। সুপার সিক্স পর্বেও সেই ধারা অব্যাহত। মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে সুরুচির বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জিতল ৫-০ গোলে। ম্যাচের একেবারে প্রথম মিনিট থেকে দাপট দেখানো শুরু করেন বিনো জর্জের ছেলেরা। তরুণ ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের গতি আর স্কিলের সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন সুরুচির ফুটবলাররা। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলটি এল ম্যাচের ৯ মিনিটেই। দুর্দান্ত দক্ষতায় গোল করলেন আমন। ১৭ মিনিটে ফের গোল পায় লাল-হলুদের রিজার্ভ দল। এবার গোল করেন পিভি বিষ্ণু। মিনিট নয়েক বাদে ফের গোল করেন জেসিন টিকে। ৪১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের চতুর্থ গোলটি করেন আমন। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য খেলার গতি খানিকটা কমে। সুরুচিও আক্রমণ তৈরির চেষ্টা করে। কিন্তু ৭২ মিনিটে গোলরক্ষকের ভুলে দুর্দান্ত গোল পেয়ে যান মহম্মদ রোশাল। এই জয়ের ফলে কলকাতা লিগে ১৪ ম্যাচে ৪০ পয়েন্টে দাঁড়াল ইস্টবেঙ্গল। চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল লাল-হলুদ শিবির। লিগে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ডায়মন্ডহারবার। ১৩ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট কিবু ভিকুনার দলের। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে কিছুটা দূরে রয়েছে ভবানীপুর এফসি। যে ভাবে ইস্টবেঙ্গল ধারাবাহিকভাবে প্রতিপক্ষকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়ে একের পর এক ম্যাচ জিতে চলছে, তাতে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে লাল-হলুদের লিগ জয় সময়ের অপেক্ষা।

বিরাট কোহলি আমার সামনে মাথা নত করেছিল। সরফরাজ খান

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। চেন্নাইতে পৌঁছে গিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলও। তারাও প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ভারতীয় শিবিরে বাড়তি নজর বিরাট কোহলির দিকে। তাঁকে ঘিরে উন্মাদনা দলের ক্রিকেটারদের মধ্যেই। আকাশ দীপ, সরফরাজের মতো অনেক তরুণ ক্রিকেটারই রয়েছেন যাঁরা আইপিএলে বিরাট কোহলির সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছেন। সেখানকারই একটি বিশেষ মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছেন ভারতের টেস্ট দলের সদস্য সরফরাজ খান। দীর্ঘ সময় ধরেই ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফর্ম করছিলেন সরফরাজ খান। অবশেষে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়েছিলেন। বিরাট কোহলি সেই সিরিজে খেলেননি। তিনি থাকলে অবশ্য সরফরাজ সুযোগ পেতেন কিনা সন্দেহ থাকে। এই প্রথম বার বিরাট কোহলির সঙ্গে জাতীয় দলে ড্রেসিংরুম শেয়ার করার সুযোগ হয়েছে সরফরাজের। এমন

মুহূর্তে পুরনো ঘটনা মনে পড়ছে ভারতের এই তরুণ ক্রিকেটারের। সালটা ২০১৫। সরফরাজ তখন ১৭ বছরের এক তরুণ। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলতেন সরফরাজ খান। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে মাত্র ২১ বলে ৪৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন সরফরাজ। তাঁর ইনিংসে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সরফরাজ ডাগআউটে ফেরার পথে হাত জোড় করে, তাঁর সামনে ঝুঁকে সাবাশি দেন বিরাট কোহলি। সেই কথাই শোনালেন সরফরাজ। জিও সিনেমাতে সরফরাজ খান বলেন, ''প্রথম বার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলির সঙ্গে দেখা। সে সময়ের ঘটনা। ২১ বলে ৪৫ রান করেছিলাম। বিরাট কোহলি আমার সামনে মাথানত করে সাবাশি জানিয়েছিল। সেই দিনটা দারুণ মজা হয়েছিল। সে সময় স্বপ্ন ছিল, কোনও একদিন বিরাট কোহলির সঙ্গে জাতীয় দলের ড্রেসিংরুম শেয়ার করব। সেই সুযোগটা আসছে।'' সরফরাজ আরও যোগ করেন, ''খেলার প্রতি বিরাট কোহলির প্যাশন, দায়বদ্ধতার কোনও তুলনা হয় না। ওকে যখনই দেখি, এমনকি ম্যাচের আগেই আলোচনার সময় বলে দেয়, কোন বোলারকে টার্গেট করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কত রান করবে। এমন ইতিবাচক মানসিকতা, সকলের মধ্যে সেই ইতিবাচক দিক ছড়িয়ে দেওয়া দারুণ ব্যাপার। এমন ক্ষমতা সকলের থাকে না।''

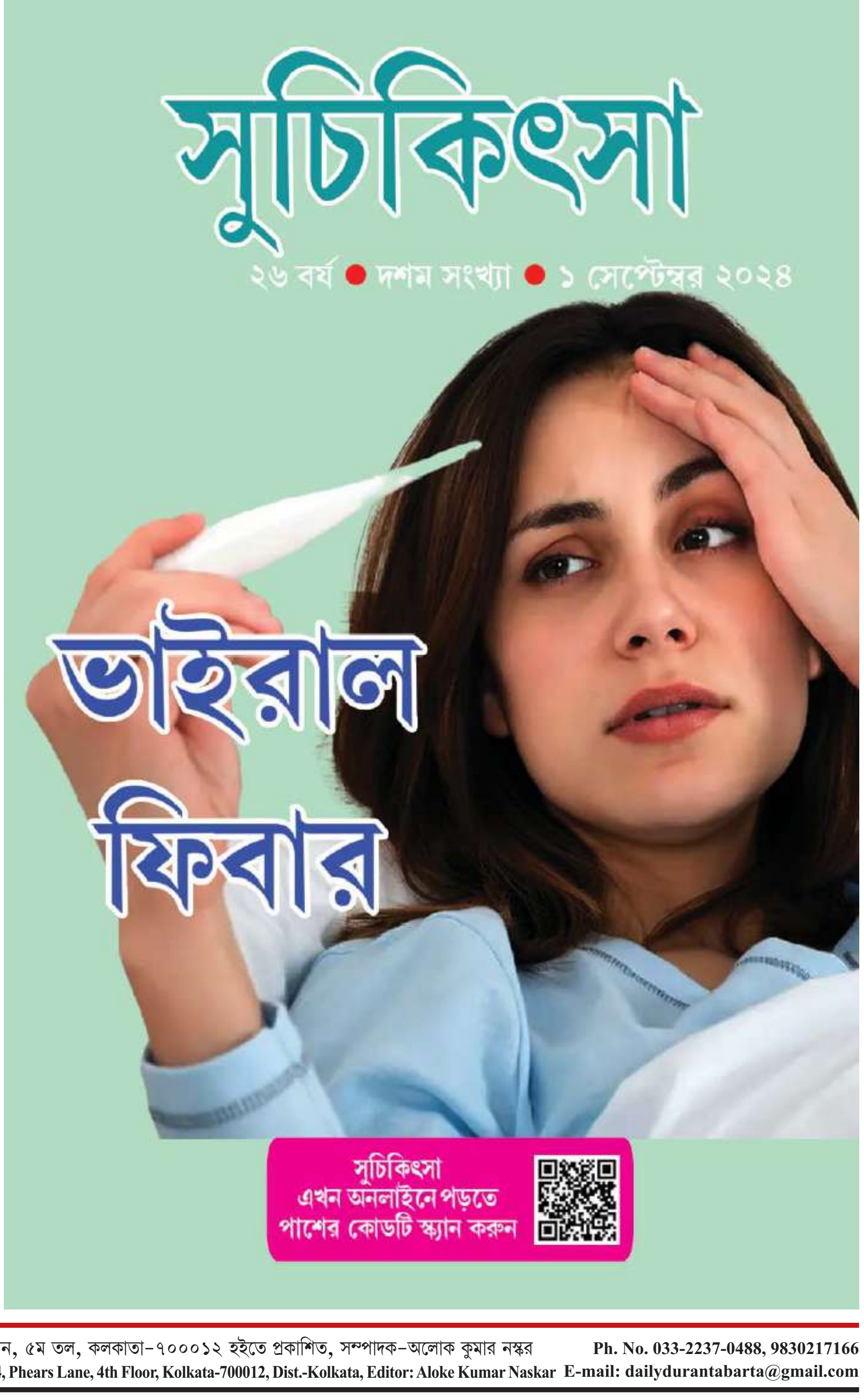

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com